উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 5 December 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 196 COB

শীতের স্থানীয় সবজি নেই, দাপট ভিনরাজ্যের

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি বাজারে বিক্রি হচ্ছে ভিনরাজ্যের শীতের সবজি।

হলদিবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ডিসেম্বর শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের সবজি ভান্ডার হলদিবাড়ি বাজারে টাটকা সবজি যেন উধাও। নেই ঢালাও গাঢ় সবুজ পাতার বাঁধাকপি, সাদা ধবধবে টাটকা ফুলকপি, চকচকে বেগুন! আছে কিন্তু আবার নেই, পেঁয়াজকলি, টমেটো, বড় দানার মটরশুঁটি কিংবা বিট, গাজর। শীতের মরশুমে শীতের যেমন দেখা নেই, তেমনই হাওয়া হয়ে গিয়েছে শীতের টাটকা সবজিও। এর আগে শীতের শুরুতে বাজারে গিয়ে এমন অপুষ্ট, বিবর্ণ, প্রায় আধশুকনো সবজি অনেকেই দেখেননি। অথচ এবার সেই সবজিই চড়া দামে কিনছেন ক্রেতারা। হলদিবাড়ির সবুজ বাংলা অ্যাগ্রি অ্যান্ড হর্টিকালচার্স প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেডের (ফার্মার্স ক্লাব) এমডি মানস মিত্র বলেন, 'বাজারে এখন আগাম শীতকালীন শাকসবজি আসতে শুরু করেছে। এগুলো বিশেষ পদ্ধতিতে চাষ করা এবং ভিনরাজ্য থেকে আনা। ফলে স্বাদ এবং পুষ্টিগুণে ঘাটতি রয়েছে। দামও আকাশছোঁয়া।'

অন্যবছর এমন সময় সবজিতে ভরে যায় হলদিবাড়ির বাজার। এবারের এমন উলটপুরাণের বিষয়ে চাষি থেকে কৃষি বিশেষজ্ঞ থেকে পাইকারি ব্যবসায়ী, সবাই অসময়ে অতিবৃষ্টিকে দায়ী করেছেন। অসময়ে অতিবৃষ্টির কারণে মাটিতে অতিরিক্ত রস থাকায় সবজির জলদি চাষ শুরু করা সম্ভব হয়নি। পুজোর পর থেকে শীতের সবজির যে আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়, তার দেখা মেলেনি। প্রায় এক মাস দেরিতে সবজি চাষ শুরু হয়। এরপরেই পাইকারি বাজারে সবজির আকাল দেখা দিয়েছে। চাহিদা এবং জোগানের ফারাক হয়ে যাওয়ায় উত্তরবঙ্গের সব বাজারে সবজির দাম আকাশছোঁয়া।

মহকুমা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, পুজোর ঠিক আগে অতিবর্ষণের কারণে এবার অনেক বীজতলা সহ ফসল নষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে শীতের আগাম সবজি চাষ ব্যাহত হয়েছে। জমির মাটি ভেজা থাকায় এবং বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় নতুন করে চাষের প্রস্তুতি নিতে মাসখানেকের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এতে এবছর সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে না বলে আশঙ্কা কৃষি আধিকারিকদের।

বক্সিগঞ্জের চাষি নুর মহম্মদ বলেন, 'অসময়ে বৃষ্টিতে শীতের আগাম সবজি চাষ ক্ষতির মুখে পড়েছে। অনেকের চাষের জমি তৈরি করা হলেও বর্তমানে জমির মাটি ভেজা রয়েছে। তাই টমেটো, লংকা, কপি, বেগুন, পটল, লাউ, ওলকপি, ফুলকপি, পালং চাষ নষ্ট হয়েছে।'

প্রাক-বড়দিন পালন

শামুকতলা, ৪ ডিসেম্বর : ধর্মযাজক ফিলিপ মুর্মুর উদ্যোগে এবং বানিয়াডাবরি লাভ আর্মি চার্চের ব্যবস্থাপনায় বুধবার মহাসমারোহে পালিত প্রি-খ্রিস্টমাস বা প্রাক-বড়দিনের অনুষ্ঠানে মেতে উঠল শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিয়াডাবরি এলাকার খ্রিস্টান ধর্মপ্রাণ মানুষের পাশাপাশি সকল এলাকাবাসী। সাঁওতালি নাচ, গান ও বৃক্ষরোপণ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের

মধ্যে দিয়ে প্রাক-বড়দিনে তৈরি হল উৎসবের আমেজ। বাইবেল পাঠ এবং ধর্মীয় আলোচনায় শামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা। ধর্মযাজক ফিলিপ বলেন, বড়দিন আসতে বেশ কয়েকদিন দেরি থাকলেও ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকেই আমাদের এলাকায় প্রাক-বড়দিনের উৎসব শুরু হয়ে যায়। আজ বৃক্ষরোপণ, নাচ-গান, বাইবেল পাঠ ও ধর্মীয় আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই দিনটি উদযাপন করা হয়। বড়দিনের আগে পর্যন্ত এই উৎসব চলবে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ১০৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০২.১২.২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং: ৪৬-এপি-২০২৪ (দুই প্যাকেট); কাজের নাম: [illegible] টেন্ডার মূল্য: ২১,৪৮,২১,৮৫৩.৫৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ১২,২৪,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ইঙ্গিতমূলক বিজ্ঞপ্তি

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ২০২৪-২৫ বছরের জন্য (ইএন-০২/২০২৪) বেতন স্তর - ২ (জিপি ১৯০০/- টাকা) -এ সাংস্কৃতিক কোটার জন্য নিয়োগ (খোলা বিজ্ঞাপন)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে যোগ্য প্রার্থী, যারা ভারতের নাগরিক, তাদের থেকে ২০২৪-২৫ বছরের জন্য নিম্নরূপে দেওয়া ০২টি পদ [লেভেল-২ গ্রুপ- সি = ০২টি পদ] পূরণের জন্য আবেদনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

ক্রম. নং.	সাংস্কৃতিক প্রতিভা	পদের সংখ্যা
১	গিটারিস্ট	০১
২	নাট্য শিল্পী (মহিলা)	০১

আবেদন খোলার তারিখ ঃ ০৫/১২/২০২৪
আবেদন বন্ধের তারিখ ঃ ০৪/০১/২০২৫

দ্রষ্টব্য ঃ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, জম্মু ও কাশ্মীর, লাহৌল ও স্পিতি জেলা, হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার পাঙ্গি মহকুমা, লক্ষদ্বীপ এবং বিদেশে বসবাসকারী প্রার্থীদের জন্য বন্ধের তারিখ ১৪/০১/২০২৫।

আবেদনকারী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন ঃ www.nfr.indianrailways.gov.in → জেনারেল ইনফো → রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন্স (স্পোর্টস, স্কাউটস এন্ড গাইড এন্ড কালচারাল) → রিক্রুটমেন্ট এগেইনস্ট কালচারাল কোটা।

সিনিয়র পার্সোনেল অফিসার (এইচকিউ ও রেক্ট.), মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কর্মখালি

প্রাইভেট ডাক্তারের গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। বেতন 14,000/- শিলিগুড়ি। Ph : 82405 36937. (C/113497)

•

ন্যূনতম যোগ্যতায় সিকিউরিটি গার্ডে কাজ করুন শিলিগুড়িতে। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M : 78639 77242. (C/113498)

•

Wisdom School (CBSE), Nishiganj, Cooch Behar. Post : PRT & TGT, Salary : 10K-20K. 7602506869 / 9064081181 / 727807150 (W). (C/113827)

•

রিপেয়ারিং শিখুন মাত্র ১ বছরে। ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ, AC, ওয়াটার পিউরিফায়ার, গিজার। নিশ্চিত কাজের সুযোগ। ফোন - 9836710994. (M-112630)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায়, ৩/১২/২৪ তারিখে কোলকাতা হাইকোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি S. Chatterjee এবং Sourangsu Chatterjee একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/113832)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায় গত 19.11.24 তারিখে Jalpaiguri E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Kamlesh Kr. Singh এবং Kamalesh Kumar Singh একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/113614)

•

I Puni Saura, W/o Dinesh Saura, Resident of Vill. Subhasini TG, Ps. Jaigaon, P.o. Hasimara, Dt. Alipurduar. Puni Oraonsaura is written in my SBI bank account. Puni Saura and Puni Oraonsaura were indentified as one and only person as affidavit in Alipurduar Magistrate Court. (C/113833)

•

আমি নিশা শাহ, পিতা, লক্ষ্মীনারায়ণ শাহ, স্থায়ী ঠিকানা ভগৎ সিং নগর, পোস্ট ও থানা জয়গাঁ, জেলা-আলিপুরদুয়ার। আমার দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির স্কুল সার্টিফিকেটে আমার মায়ের নাম রীনা দেবী শাহ লেখা আছে। আমার পুরোনো পাসপোর্টে ও আমার মায়ের আধার কার্ডে রীনা শাহ লেখা আছে। আলিপুরদুয়ার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে রীনা দেবী শাহ ও রীনা শাহ এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হইলেন। (C/113834)

বিক্রয়

দেশবন্ধুপাড়া (টিকিয়াপাড়া) মেন রোড, দোকান বিক্রয় হইবে। মোঃ ৯০৪৬৫১০১১১ (C/113826)

•

জলপাইগুড়ি শহরের সেনপাড়ায় মিলন বেকারির কাছে ১৪০০ স্কোয়ার ফুটের বাড়ি (২০১৯ সালে তৈরি, ২ কাঠার বেশি জমি) বিক্রি হবে। মোঃ 9635273473. (B/S)

Notice

E-Tender is being invited from the bonafide contractors vide **N.I.T. No 16/PS/PHD/2024-25, Date.-03/12/2024 and last date for submission of bids-11/12/2024 upto 1.30 pm.** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/- Executive Officer,
Phansidewa Panchayet Samity

সংক্ষিপ্ত সিএসএল লাইনকে পূর্ণ সিএসএল-এ সম্প্রসারণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং:ইএল_টিআরডি_১৬_২৪-২৫, তারিখ ঃ ০২-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **টেন্ডার নং:ইএল_টিআরডি_১৬_২৪-২৫, কাজের নাম ঃ** সিংঘাবাদ - সিংঘাবাদ স্টেশনে সংক্ষিপ্ত সিএসএল লাইনকে পূর্ণ সিএসএল-এ সম্প্রসারণ করা। (ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি)। টেন্ডার মূল্য: ১,৩৪,১৬,২৩৯.৯২ টাকা, বায়না অর্থ: ২,১৭,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি ও ডিএস/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কালিম্পংয়ে জৈব চাষ স্ট্রবেরির

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : রং ধরেছে কালিম্পংয়ের স্ট্রবেরিতে। ফলের মিষ্টি সুবাস ভাসছে পাহাড়জুড়ে। সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা কালিম্পংয়ের এই স্ট্রবেরি আর কয়েকদিনের মধ্যে বাজারেও চলে আসবে।

গত অক্টোবরে সেখানকার ৩টি ব্লকের তিন শতাধিক চাষিকে উইন্টার ডাউন প্রজাতির স্ট্রবেরি চারা দেওয়া হয়েছিল হর্টিকালচার দপ্তরের তরফে। তার আগে জুলাই মাসেও দেওয়া হয়েছিল দার্জিলিং ম্যান্ডারিন প্রজাতির কমলা গাছের চারা। জেলা হর্টিকালচার অফিসার (ডিএইচও) সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'কমলার চারা থেকে ফল মিলতে

সময় লাগে ৬-৭ বছর। মাঝের এই সময়ে চাষিদের বিকল্প সংস্থানের জন্য দেওয়া হয়েছে স্ট্রবেরি।' কমলার সঙ্গেই ইন্টার ক্রপিং পদ্ধতিতে স্ট্রবেরি রোপণ করে স্ট্রবেরি চাষে কৃষকদের যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে বলে দাবি দপ্তরের।

জেলা হর্টিকালচার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিম্পং-১ ব্লকের সিন্দেবং, পুদুং ও তাসিডিং, লাভা-আলগাড়া ব্লকের দলপচাঁদ, গীতডাবলিং ও গীতবিয়ং-পডং ব্লকের কাগে ও সেকিয়ং এলাকার চাষিদের কমলা ও স্ট্রবেরি চারা দেওয়া হয়েছে। প্লাস্টিক মাল্চিং-এর মাধ্যমে ওই স্ট্রবেরি চারা রোপণ করা হয়। ডিসেম্বরের গোড়াতেই ফল হয়ে উঠেছে লাল টুকটুকে। ইতিমধ্যে স্বাদও পরখ করে দেখেছেন হর্টিকালচার দপ্তরের কর্তাদের পাশাপাশি চাষিরাও। সিন্দেবংয়ের নীতু রাই নামক এক চাষির কথায়, 'এত ভালো স্ট্রবেরি যে এখানে হতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারিনি।'

BENFED
Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited from eligible contractors for Construction of 4 Nos. 100MT Godown, Construction of 1 No. of SHG work shed cum sales counter under RKVY 2024-2025. Details are available in the website : https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
General Manager (Admin)

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৫৯, ১৬০, ১৬৪-এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখ ঃ ২৯.১১.২০২৪। (সিভিল এবং পি.ওয়ে কাজ)। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। (১) টেন্ডার নং. ঃ ১৫৯-এমএল ডিটি-২৪-২৫; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/ মালদা-এর অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ লাইন/ জামালপুরের অধীনে কল্যাণপুর রোড স্টেশনে একটি ডাইরেকশনাল লুপের ব্যবস্থা সংক্রান্ত সিভিল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ১,৬৯,৫১,৭৪৯.৪৯; (২) টেন্ডার নং. ঃ ১৬০- এমএলডিটি-২৪-২৫; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিইএন-III/এমএলডিটি-এর অধিক্ষেত্রের সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি. ওয়ে)-II/ জামালপুর-এর অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুরের অধীনে ওয়াইলেগ সহ জামালপুর ইয়ার্ড এবং জামালপুর-মুঙ্গের লাইন (০-৭/৬৩১) সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের ট্র্যাক কার্যকলাপের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ৬৩,৯৯,৬২৫.৪৪; (৩) টেন্ডার নং. ঃ ১৬৪- এমএলডিটি-২৪-২৫; কাজের নাম ঃ ডিজেল লোকো শেড, জামালপুরে বৈদ্যুতিক লোকো রক্ষণাবেক্ষণ শুরু করার কারণে ডিজেল শেডের আধুনিকীকরণের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ১,৮৮,৮৭,৬৯৫.২২; টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় ঃ টেন্ডার নং. ১, ২ এবং ৩ প্রতিটির জন্য ২৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে; ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in / ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি। MLD-155/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

নিউ বঙ্গাইগাঁওএ কোচ, ট্রান্সফর্মার, অগ্নি শনাক্তকরণ এবং ট্রেকশনের কাজ

নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৯২০। কাজের নামঃ কোচের সেটে আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০০৬১-২০০৫ আরইভি-১ এবং মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোলার ইউনিট-০১ টি অনুসারে আর৪০৭-সি রেফ্রিজারেন্ট-০২ টি সহিত আরএমপিইউর অন্তর্ভুক্তিতে এলএইচবি ইওজি কোচসমূহের জন্যে রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিট আরএমপিইউ টাইপ-১। আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৩৯-২০০৯ আরইভি-১, টাইপ-১ অনুসারে, আরডিএসও স্পেসিফিকেশনএ বিবেচিত অনুসারে যোগানের সুবিধা অনুরূপে সাজসরঞ্জাম সহিত সম্পূর্ণ। (১) কেবল আরডিএসও অনুমোদিত উৎসকে বিবেচনা করা হবে। (২) ডিআরজি. নং. আইসিএফএসকে৩-৭-৬-০৩৫.৩ অনুসারে আর্থিং লাগ ব্যবস্থা আরএমপিইউর ওপরে হবে। (৩) প্যাকিংয়ের নির্দেশাবলী এইরকমে হবেঃ ওয়াটার প্রুফ ডুপ্ট বক্সের সঙ্গে ভাঁজ লাগা কাগজে প্যাক করা রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিট এবং আইসিএফকে খড়ের গদিতে সেইসমূহের যোগান এবং গাদা করতে হবে। খড়ের গদি রং করা হইতে হবে এবং শনাক্তকরণের জন্যে ফার্ম লোগো থাকতে হবে। কেবল কোচে এসি প্যাকেজ ইউনিটসমূহ লোড করার পরে খালী খড়ের গদিসমূহ ফার্ম সংগ্রহ করতে পারবেন। **বায়না রাশিঃ** ৮,৩৫,৩৭০/- টাকা।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৯৪২। কাজের নামঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০০৮০-২০০৭ (আরইভি.২) অনুসারে ৪ওয়ার ডেল্টার কনফিগারেশন স্টার-স্টার, ৬০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার ৭৫০ভি/৪১৫ভি, ৩ ফেজ। **বায়না রাশিঃ** ৩৮,১৫০/- টাকা।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৮৪৬। কাজের নামঃ পরিশিষ্ট এ অনুসারে বিস্তৃত কাজের সুবিধারে সিএনজি রহিত ডিপিসিতে স্বয়ংক্রিয় অগ্নি শনাক্তকরণ এবং দমন পদ্ধতির (এফডিএসএস) ব্যবস্থা করা। **বায়না রাশিঃ** ৪,৪২,৭৮০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৭-১২-২০২৪ তারিখে ১৪.৩০ ঘণ্টায়।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৯২১। কাজের নামঃ মেসার্স মেধা ট্রেকশন ইকুইপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের মেক-টিজি-৭১-৫৯-৬ (মেধা) পার্ট নং. এসপিটিএসএ০১২১৫৫আর০০০১। ১৬০০ এইচপি আইজিবিটি ডেমুর জন্যে এই আইটেমের হেতু প্রযোজ্য হওয়া আইসিএফ পরিশিষ্ট সহিত আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. এমপি.০.২৪.০০.৪৫ (আরইভি-০২) এর দফা নং. ৬ অনুসারে মাউন্টিং বোল্ট সহিত ট্রেকশন অল্টারনেটর কমপ্লিট (রেক্টিফায়ার এবং কাপলিং ছাড়া)। **বায়না রাশিঃ** ৩,২১,২৪০/- টাকা।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. এনবি২৪৫৮৬৬। কাজের নামঃ ২০২৪-২৫ বর্ষের জন্যে আরএসপি পিবি আইটেম নং ৭৮৯ অনুসারে ১০০ এলএইচবি কোচের হেতু (৪০০ শৌচালয়) ইলেক্ট্রো-নিউম্যাটিক প্রেসারাইজড ফ্লাশিং সিস্টেমের যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং (এসইউপিপিএল-৪৩/২০২৩-২৪)। এলএইচবি কোচসমূহের জন্যে ইপিপিএফএসের কন্ট্রোল প্যানেলের মাউন্টিং ডাইমেনশনের হেতু ডিআরজি. নং. এমআই০০৭৮৫১ এএলটি নেই অথবা অনন্তিমের অনুসরণের দ্বারা এবং অনন্তিম অথবা স্পেসিফিকেশনঃ এমএমডিটিএস১৯০২৭ আরইভি.০৩ অনুসারে সামগ্রীর যোগান ধরা হবে। প্যাকিং এবং মার্কিং এমএমডিটিএস১৯০২৭ আরইভি. ০৩ অথবা অনন্তিম অনুসারে করা হবে (প্যাকিং, মাল পরিবহন এবং স্থাপনের শুল্ক সহিত)। **বায়না রাশিঃ** ২,৭৩,৭৬০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ৩০-১২-২০২৪ তারিখে ১৪.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিএমএম/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NOTICE

This is for the information of the public at large that the undersigned is one of the Co-owners of diverse lands situated in various Dags recorded in the owners name including land in L.R. Dag No. 24 & 78/492, in Mouza- Tari, J.L. No 68, within the ambit of Atharakhai 1 No. Gram Panchayat, District-Darjeeling, Police Station-Matigara, Pin 734013 (hereinafter referred to as the Said Property).
The said Property is private property and any person attempting to transact with, encroach upon, enter into any contract concerning the said property under any purported document/s, shall do so at his/her/its/their own risk and peril as the said transaction shall not be under any legal mandate from the owners and any person, organisation having made any representation and/or intending to make any representation to any affiliating body, government department, local authority including the Office of the Atharakhai Gram Panchayet No. 1 and the BL & LRO which involves the said property shall do so at his own risk and peril and shall be responsible for the costs and consequences thereof.

Chandranath Dutta
Advocate, Calcutta High Court
10 Old Post Office Street
First Floor, Room No 21
Kolkata 700001
E mail : cndutta@gmail.com
9903478761, 8017398761

সিনেমা

From 5th December
BISWADEEP
PUSHPA-2
Time : 12.45, 4.15, 7.15
Ticket : BC - 100/-
SPL - 50/-

SHOW TIME - 9.15 AM, 1.00 PM, 4.30 PM, 8.00 PM

আজ টিভিতে

প্রোডাকশন হাউস থেকে তিতিরকে লুক সেটের জন্য ডেকে পাঠায়। তিতির কি বাড়িতে জানিয়ে দেবে সে অভিনয়ে সুযোগ পেয়েছে? **চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭ **আকাশ আট**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় – অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ আজকের সন্তান, দুপুর ২.৫৫ সত্যম শিবম সুন্দরম, বিকেল ৫.০৫ বদনাম, রাত ৮.০০ বয়েই গেল (রিপিট), ৯.৩০ স্বপ্ন

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জামাই ৪২০, বিকেল ৪.১৫ মন মানে না, সন্ধ্যা ৭.০৫ মজনু, রাত ৯.৫০ তুমি আসবে বলে

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আদরের বোন, দুপুর ১.০০ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.০০ লাভ ম্যারেজ, সন্ধ্যা ৭.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.৩০ অমানুষ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রহমত আলি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হিং টিং ছট

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রত্যাঘাত

অমানুষ রাত ১০.৩০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

হোটেল ট্রান্সিলভানিয়া ৩ বিকেল ৪.৫৬ **সোনি পিক্স**

মন মানে না বিকেল ৪.১৫ **জলসা মুভিজ**

ডেভিড রোকো'স ডলসে ইন্ডিয়া দুপুর ১.৩০ **ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক**

Dinhata-I Panchayat Samity
Office of the Executive Officer
Dinhata-I : Coochbehar

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/ Bidder for NIT No- Din-I P.S./07/24-25, dated- 29.11.2024 of the Executive Officer, Dinhata-I Panchayat Samity for 5 nos scheme. Details are shown in W.W.W.Wbtender.gov.in. The last date for submission of tender upto 16.12.2024 at 5.00 P.M.

Sd/-
Executive Officer
Dinhata-I Panchayat Samity
Dinhata-I : Coochbehar

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

E-Tender are invited for 15th C.F.C. scheme in different places of Sitai Panchayat Samity against the Tender Number is Sitai/06/2024. For details please visit http://wbtenders.gov.in and http://etender.wb.in the last date for submission of tender is 19/12/2024 (upto 10:00 A.M.)

Sd/-
Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

Tender Notice

DDP/N-29/2024-25, DDP/N-30/2024-25 & DDP/N-31/2024-25

e-Tenders for 27 (Twenty Seven) no. of works under 15th FC, BEUP & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-29/2024-25 & DDP/N-30/2024-25 is 19.12.2024 at 12:00 Hours & DDP/N-31/2024-25 is 26.12.2024 at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি দুর্দান্ত অফার

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অল্প খরচে ওয়েবসাইট / ফেসবুকে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

■ উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে অক্ষর প্রতি ১ টাকা দিলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে দিতে হবে অক্ষর প্রতি ১.৫০ টাকা।

■ শুধুই উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ২ টাকা। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ৩ টাকা। কমপক্ষে ৫০টি অক্ষর হতে হবে।

এই বিজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দু সপ্তাহ ধরে রাখা হবে

অফারটি শুরু হচ্ছে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বহুজাতিক কোনও সংস্থা থেকে ভালো খবর পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। বৃষ : ব্যবসার প্রয়োজনে বেশ কিছু ঋণ করতে হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কাটবে। মিথুন : পরিশ্রম হলেও ফেলে থাকা কোনও কাজ আজ সম্পূর্ণ হবে। কর্কট : রাজনীতির ব্যক্তি হলে আজ আপনার সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। ভেবে কাজ করুন। প্রেমে শুভ। সিংহ : সামাজিক কাজে যুক্ত হওয়ায় আপনার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়বে। প্রেমে সমস্যা কাটবে। কন্যা : আটকে থাকা টাকা আজ হাতে পেতে পারেন। পেটের ব্যথায় ভুগতে হতে পারে। তুলা : অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের জন্যে আজ শুভ দিন। ফেলে রাখা কাজে হাত দিন, সাফল্য পাবেন। বৃশ্চিক : অফিসের কোনও কাজ সম্পূর্ণ করে সবার প্রশংসা পাবেন। প্রেমের সঙ্গীকে বিনা কারণে ভুল বুঝবেন। ধনু : সংসারে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। কোনও সৎব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। মকর : পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কোনও মূল্যবান দ্রব্য হতে পারে। কুম্ভ : ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি। মীন : মায়ের শরীর সেরে যাওয়ায় স্বস্তি। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে খরচ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ১৪ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৯ অঘোন, সংবৎ ৪ মার্গশীর্ষ সুদি, ২ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৮, অঃ ৪।৪৮। বৃহস্পতিবার, চতুর্থী দিবা ১১।৫১। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।১৩। বৃদ্ধিযোগ দিবা ১।৫। বিষ্টিকরণ দিবা ১১। ৫১ গতে ববকরণ রাত্রি ১১।১৯ গতে বালবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, সন্ধ্যা ৫।১৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।১৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ১১।৫১ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ২।৮ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৮ গতে ১।৮ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।১৫ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, দিবা ১১।৫১ গতে যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৫।১৩ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১১।৫১ গতে ২।৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশন দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুভোগ পুংরত্নধারণ জলাশয়ারম্ভ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যনিষ্ক্রমণ নবান্ন কারখানারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট এবং পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ঋষি অরবিন্দ ঘোষ তিরোভাব দিবস। শ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের আবির্ভাব উৎসব। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ২।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৮ গতে ৯।২৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।৯ মধ্যে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 5 December 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 196 COB

পার্থ মামলার রায় স্থগিত সুপ্রিম কোর্টে

আটের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে দেবেন্দ্রই

আটের পাতায়

শিলিগুড়িতে পণ্য বর্জন ● জলপাইগুড়িতে পর্যটকদের 'না' ● মালদায় হোটেলে নিষেধ

বয়কটের ডাক

অস্থির বাংলাদেশ

সানি সরকার ও পূর্ণেন্দু সরকার

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতার আঁচ পড়ছে উত্তরবঙ্গে। পালটা বাংলাদেশ বিরোধী হাওয়ায় তপ্ত হচ্ছে কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ। বাংলাদেশি পণ্য বয়কটের আওয়াজ যেমন উঠছে, তেমনই দু'দেশের মধ্যে পর্যটক যাতায়াত বন্ধ করার দাবিও পাখা মেলতে শুরু করেছে। ত্রিপুরার আগরতলার মতো মালদার হোটেল ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যে বাংলাদেশিদের ঘরভাড়া না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

শিলিগুড়ির একজন চিকিৎসক কয়েকদিন আগে নিজের চেম্বারে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন যে, ভারতের জাতীয় পতাকাকে প্রণাম না করলে তিনি সেই রোগীকে দেখবেন না। লক্ষ্য যে বাংলাদেশিরা, তা ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট। ফলে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ঢাকা ও নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে মিতালি এক্সপ্রেস বন্ধ থাকায় ট্রেনে যাত্রী আসা পুরোপুরি বন্ধ।

বাংলাদেশ থেকে অনেকে চিকিৎসা করাতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে আসেন। সে দেশে অশান্তি শুরু হওয়ার পর সেই আসা কমেছে। বেড়াতে আসা প্রায় বন্ধ। বাংলাদেশের অনেক ছেলেমেয়ে পাহাড়-সমতলের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ে। তাদের অভিভাবকদের যাতায়াতও থাকে। পর্যটকদের নিষিদ্ধ করার দাবি ওঠায় এতে এপারের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

একইভাবে বাংলাদেশি পণ্য বয়কটের ডাক কার্যকর হলে তার প্রভাব পড়বে স্থানীয় অর্থনীতিতে। এজন্য উদ্বেগের মেঘ জমছে ব্যবসায়ী ও পর্যটনশিল্পে। যদিও তাতে সাধারণ মানুষ ও কিছু সংগঠনের মাথাব্যথা নেই। তারা বয়কটের পথে হাঁটতে চাইছে। যেমন বুধবার শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ নামে একটি সংগঠন। বুধবার মিছিল করে সংগঠনটি বাংলাদেশের পণ্য বিক্রি না করার জন্য ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করে। পোড়ানো হয় বাংলাদেশের কিছু পণ্য। বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনুসের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বলেন, 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও হিন্দুদের অবদান ভুলে গিয়েছে। প্রতিবাদে এবং ওই দেশটিকে শিক্ষা দিতে এই পণ্য বয়কটের ডাক।' জলপাইগুড়ির একটি পর্যটন সংস্থা আবার বাংলাদেশিদের সঙ্গে ব্যবসা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমনকি ভারতের কেউ বাংলাদেশে যেতে চাইলে, তাঁদেরও সহযোগিতা করবে না বলে সংস্থাটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলাদেশি পর্যটকদের বয়কটের পোস্টার।

২২ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ থেকে আসা দুটি পরিবার এবং জলপাইগুড়ি থেকে বাংলাদেশে বেড়াতে যাওয়া ১০ জনের একটি পর্যটকদলের প্রস্তাবিত ট্যুর বাতিল করে দিয়েছে সংস্থাটি। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর অলোক চক্রবর্তী বলেন, 'বাংলাদেশে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননায় আমরা মর্মাহত। দেশের সম্মান আগে। তাই বাংলাদেশ প্রকাশ্যে মিডিয়ার সামনে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত আমাদের এই বয়কট চলবে।'

বাংলাদেশের চট্টগ্রামে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন জলপাইগুড়ির দেবব্রত মজুমদার।

এরপর ছয়ের পাতায়

বিদ্বেষের আগুন।। শিলিগুড়িতে মুহাম্মদ ইউনুসের কুশপুতুল পোড়াচ্ছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

চোখ রাঙাচ্ছে বাংলাদেশ

অস্থির বাংলাদেশ

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : ঢাকা যাচ্ছেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি। দু'দেশের সংঘাত প্রশমনে এই উদ্যোগের আগেই ভারতকে কার্যত চোখ রাঙাল ইউনুস সরকার। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বুধবার ফেসবুক পোস্টে ভারতের শাসকগোষ্ঠী জুলাইয়ের অভ্যুত্থানকে জঙ্গি, হিন্দুবিরোধী, ইসলামপন্থীদের ক্ষমতা দখল হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন।

আরও এক কাঠি এগিয়ে বিএনপি'র সিনিয়ার যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভি বুধবার বলেন, 'ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকা নিলে, আপনাদের অশুভ ইচ্ছা থাকলে আমরা বাংলা-বিহার-ওড়িশা দাবি করব। ভারতের শাসকগোষ্ঠী যদি মনে করে যে, বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালকে কবজা করে নেবে, তাহলে বোকার স্বর্গে বাস করছে।'

এই বিএনপি নেতার কথায়, 'জুলাইয়ের অভ্যুত্থানে তরুণদের আত্মত্যাগ দেখে গোটা বিশ্ব কাঁদলেও ভারত শেখ হাসিনাকে রক্ষা করতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে।' ভারত বারবার কড়া বার্তা দিলেও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এখনও সুনিশ্চিত হয়নি বাংলাদেশে। বরং সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে ঢাকায় রাজনৈতিক দলগুলির বৈঠকে বুধবার ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারের অভিযোগ তোলা হয়।

বৈঠকের পরে অন্তর্বর্তী সরকারের আইনি উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, 'মতাদর্শ ভিন্ন হলেও দেশের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ। আওয়ামি লিগের আমলে গত ১৫ বছরের বেশি বাংলাদেশের প্রতি ভারতের অর্থনৈতিক নিপীড়ন, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের চেষ্টার নিন্দা করা হয়েছে বৈঠকে।'

ভারত-বাংলাদেশ চুক্তিগুলি প্রকাশ করার পাশাপাশি রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র সহ দেশের জন্য ক্ষতিকর সমস্ত চুক্তি বাতিলের দাবিতে একমত হয়েছে দলগুলি। ভারতকে মর্যাদাপূর্ণ এবং সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করার পরামর্শও দিয়েছে। আসিফের কথায়, 'আমাদের শক্তিহীন, দুর্বল, নতজানু ভাবার অবকাশ নেই। যে কোনও অপপ্রচার ও উসকানির বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব।'

তিক্ততার আবহে ঢাকায় দুই দেশের বিদেশসচিব পর্যায়ের বৈঠক হতে চলেছে আগামী সপ্তাহে। ১০ ডিসেম্বর বৈঠকটি হতে পারে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেন বলেন, 'আমরা চাই ভালো সম্পর্ক। সেটা উভয় তরফেই হওয়া উচিত।'

এরপর ছয়ের পাতায়

তাহাদের কথা

মেলা নিয়ে মেলা কথা, ফিশফাশও কম নয়

শুভ সরকার

ক্যালেন্ডার কী বলছে, জানি না। তবে আসব আসব করতে করতে শীতকাল এসেই গিয়েছে। আর শীত নিয়ে অন্ত্যাক্ষরী খেলতে বসলে মিল গুনতে গুনতে হাজির হয়ে যায় পিঠেপুলি, পায়েস, নলেন গুড়, ভাপা পিঠে, পিকনিক আর অবশ্যই মেলা। থুড়ি মোচ্ছব। মেলা বিনা শীতকাল ভাবাই যায় না। সেই করোনাকালের পর থেকে এই গায়ে গা ঘষাঘষির কদর যেন আরও বেড়ে গিয়েছে। মেলায় গাদাগাদি ভিড় আমাদের শারীরিক ওমটুকুর আঁচ পোহানোর সুযোগ করে দেয়।

কোচবিহারে রাসমেলা। আলিপুরদুয়ারে ডুয়ার্স উৎসব। একটা শীতের গা ঘেঁষে। আরেকটা একেবারে মাঝশীতে। আলিপুরদুয়ারের ক্ষেত্রে নামের মধ্যে মেলা নেই বটে, তবে কে না জানে, গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন... ইত্যাদি ইত্যাদি। দুই প্রতিবেশী জেলার দুই জমজমাট উপলক্ষ্যের দিকে তীর্থের কাকের মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন দুই জেলা সদর ও আশপাশের বাসিন্দারা।

আর এই দুই মেলা ও উৎসবের মওকায় দিব্যি হাত সেঁকে নেন স্থানীয় নেতা, জনপ্রতিনিধিরা। সার্কাস, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দোকানপাট ইত্যাদি ছাপিয়ে একটা সময় তো ক্রমাগত কথা হতে থাকে রাজনৈতিক ফায়দা আর রাজনৈতিক কায়দা নিয়ে। কোচবিহার রাসমেলা। আদর করে বলতে গেলে, এ মেলার বয়সের গাছপাথর নেই। শতাব্দীপ্রাচীন তকমাটাও যেন কম পড়ে যায়। কত লোক আসে, কত দোকান বসে, আর সবথেকে বড় কথা, এর সঙ্গে কত আবেগ জড়িয়ে, তার ইয়ত্তা নেই।

এ মেলা এমন, যেখানে বাপঠাকুরদার স্মৃতিচারণ মিলে যায় নয়া প্রজন্মের খুদের টমটম গাড়ি কেনার বায়নায়। ভেটাগুড়ির জিলিপিতে কামড় বসালে কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে যে রস, তা যতটা চিনির পাকে মিষ্টি, ততটাই আবেগের স্বাদে। তা এবার রাসমেলা শুরু হতে না হতে চর্চা শুরু হল মেয়াদ নিয়ে। সরকারি তারিখের পর আর ছাড় মিলবে, নাকি মিলবে না? শেষপর্যন্ত তা হয়ে দাঁড়াল মেলার আয়োজক, অর্থাৎ কোচবিহার পুরসভা আর জেলা প্রশাসনের মধ্যে ক্ষমতার টাগ অফ ওয়ার।

এ বলছে, সময় বাড়াতে হবে। আরেক পক্ষে গ্রেস পিরিয়ডে নারাজ। এরপর ছয়ের পাতায়

নেতাদের তোলাবাজি নিয়ে ক্ষিপ্ত উদয়ন

নজরকাড়া

পঞ্চম ড্র গুকেশের

দশের পাতায়

শুভঙ্কর সাহা

দিনহাটা, ৪ ডিসেম্বর : দলের একটা বড় অংশের নেতা-কর্মী যে আবাস যোজনায় ঘর দেওয়ার নামে তোলাবাজি করছে কার্যত স্বীকার করে নিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। বুধবার দুপুরে দিনহাটা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি সদনে দলের শুদ্ধিকরণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদয়ন বলেন, 'ঘরের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ আমরা কেউ মাথা ঘামাব না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিটি পঞ্চায়েত নির্লজ্জের মতো টাকা নিচ্ছেন। প্রতিদিনই এধরনের অভিযোগ আসছে। টাকা তো নিচ্ছেন। যদি ঘর দিতে না পারেন তখন কী হবে? পুলিশে অভিযোগ হলে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার দায়িত্ব কিন্তু আপনার। দল এর দায়িত্ব নেবে না।'

এদিন রীতিমতো অঞ্চল ধরে ধরে কোন কোন নেতারা কত টাকা নিচ্ছেন তা তুলে ধরেন উদয়ন। ভরা সভায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর ওই বক্তব্য ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে দলের অন্দরে। যদিও সভা থেকে বেরিয়ে এনিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বলতে চাননি উদয়ন। শুদ্ধিকরণ বৈঠক শেষ হতেই উদয়নের ওই চাঁছাছোলা কথাবার্তা নিয়ে অনেকেই একে অপরকে দোষারোপ করতে শুরু করেন। উদয়নের এই বক্তব্যকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। দলের কোচবিহার জেলা সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, 'তৃণমূলের নেতারা

নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি সদনে সভার পর বেরিয়ে আসছেন নেতা-কর্মীরা।

কড়া হুঁশিয়ারি

- উদয়নের দাবি, প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিটি পঞ্চায়েত নির্লজ্জের মতো টাকা নিচ্ছেন
- অঞ্চল ধরে ধরে কোন কোন নেতারা কত টাকা নিচ্ছেন তা তুলে ধরেন
- গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যদের ঘর না নেওয়ার আবেদন জানানোর নির্দেশ

দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তো কর্মীদের বলে কী হবে।'

দিনহাটার গ্রামগঞ্জে কান পাতলেই তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতির খবর শোনা যায়। চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে। কিছুদিন আগে দিনহাটার নয়ারহাটে তৃণমূল নেতার বাড়িতে টাকা নিতে হাজির হয়েছিলেন পাওনাদার সহ দলের নেতারা। তাছাড়া গ্রামে জলের কাজ চলছে, সেই কাজে ঠিকাদারদের কাছ থেকে দলের নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ যেমন উঠছে পাশাপাশি ঘর দেওয়ার নামে পঞ্চায়েতের সদস্যদের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠছে। এদিন দলের অঞ্চল সভাপতি, পঞ্চায়েত, অঞ্চল চেয়ারম্যান সহ নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন উদয়ন। বৈঠকের শুরু থেকেই তোলাবাজি ইস্যুতে দলের নীচুতলার নেতাদের কড়া আক্রমণ করেন উদয়ন। তিনি বলেন, 'এসব বরদাস্ত করা হবে না।'

এরপর ছয়ের পাতায়

মেডিকেলে পুলিশ ফাঁড়ির দাবি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পুলিশ ফাঁড়ির দাবি তুলল কর্তৃপক্ষ। বুধবার জলপাইগুড়িতে রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থর নেতৃত্বাধীন সিকিউরিটি অ্যান্ড অডিট কমিটির একটি বৈঠক হয়। সেখানেই এমজেএন মেডিকেল কর্তৃপক্ষের তরফে ওই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এখানকার নিরাপত্তার জন্য প্রাক্তন সেনাকর্মীদের নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে নিয়োগ, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা সহ আরও বেশকিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

মেডিকেলের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেন, 'এমজেএন মেডিকেলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ের কথা মাথায় রেখে সম্প্রতি বহু কাজ করা হয়েছে। সেগুলিই বৈঠকে তুলে ধরা হল। পাশাপাশি আমাদের তরফে বেশকিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আশা করি সেগুলিরও বাস্তবায়ন হবে।'

সিকিউরিটি অ্যান্ড অডিট কমিটি বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বৈঠক করছে। এদিন কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি নিয়ে বৈঠক হয়। কোচবিহারের তরফে অধ্যক্ষ বাদেও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস, এমএসভিপি সৌরদীপ রায় সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকেই তথ্য সহকারে এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কী রয়েছে তা তুলে ধরা হয়। বৈঠকের পরে রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ বলেন, 'জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার মেডিকেল কলেজ এবং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে নিয়ে বৈঠক হয়েছে। দুই জেলা থেকে হাসপাতালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বেশকিছু প্রস্তাব উঠে এসেছে। আমরা সেগুলো কলকাতায় ফিরে গিয়ে রাজ্যকে রিপোর্ট দেব।'

এমজেএন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আরজি করের ঘটনার পর এমজেএন মেডিকেলে নতুন করে ছয়টি বিশ্রামঘর, ছয়টি শৌচালয়, ২০০টি সিসিটিভি ক্যামেরা, ৪০টি জায়গায় আলোর ব্যবস্থা, একটি সিসিটিভি মনিটরিং রুম তৈরি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের বিশ্রামের জন্য আগে চারটি ঘর ছিল। সেটি বাড়িয়ে দশটি করা হয়েছে। নতুন করে ছয়টি শৌচালয় তৈরি করায় এখন মোট শৌচালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দশটি। আগে ১৭২টি সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল। আরজি কর কাণ্ডের পর আরও ২০০টি (হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ১৪০টি ও

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনে সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ।

এরপর ছয়ের পাতায়

শৈশব।। বুধবার কোচবিহার শহরে বড়বাজারে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হবে ১১০০ স্কুলে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : অবশেষে প্রধান শিক্ষকের অভাব মিটতে চলেছে কোচবিহার জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ (ডিপিএসসি) জানিয়েছে, জেলায় প্রধান শিক্ষক নেই, এমন ১১০০ প্রাথমিক স্কুলে খুব তাড়াতাড়ি প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করবে শিক্ষা দপ্তর। সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে স্কুলগুলিতে শিক্ষা দপ্তর এই শিক্ষক নিয়োগ করবে বলে জানা গিয়েছে।

কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা বলেন, 'নোটিফিকেশন জারি হয়ে গিয়েছে। আশা করছি, চলতি মাসের মধ্যে জেলার বাকি থাকা ১১০০ স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হয়ে যাবে। সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।' তবে সবসময় সব শিক্ষক তাঁর নিজের স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পাবেন, তেমনটা নয়। তবে একই সার্কেলের কোনও স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পাবেন বলে জানালেন ডিপিএসসির চেয়ারম্যান।

কোচবিহার জেলায় ২৬টি সার্কেলে সবমিলিয়ে মোট ১৮৫৩টি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। তবে এতদিন এর মধ্যে অধিকাংশ স্কুলেই প্রধান শিক্ষক ছিলেন না। এতে স্কুলগুলিতে নানা সমস্যা দেখা দিত। বিশেষ করে স্কুলগুলিতে টিচার ইনচার্জের দায়িত্ব যাঁদের দেওয়া ছিল, তাঁরা স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষকের মতো সব দায়িত্ব সামলালেও প্রধান শিক্ষকের সমান বেতন পেতেন না। তেমনি আবার নিজেদের প্রধান শিক্ষক বলে পরিচয়ও দিতে পারতেন না। এতে টিআইসিরা স্বাভাবিকভাবে সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে জেলা শিক্ষা দপ্তরের উপরে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন।

> নোটিফিকেশন জারি হয়ে গিয়েছে। আশা করছি, চলতি মাসের মধ্যে জেলার বাকি থাকা ১১০০ স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হয়ে যাবে। সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।
>
> – **রজত বর্মা,** *চেয়ারম্যান, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ*

এই অবস্থায় জেলার বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে কোচবিহারে বাকি থাকা স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসছে।

অবশেষে তাদের সেই দাবি মেনে নেয় কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। জেলায় কোন কোন প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই, শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে তার তালিকা তৈরি করা হয়। শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদনে খুব তাড়াতাড়ি সেই স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হতে যাচ্ছে।

রাস্তার ধুলোয় ঢাকছে ঘরবাড়ি

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : সুপ্রিয়া বর্মন, অঞ্জলি সরকার, পাপাই দাসরা সকলেই স্কুল পড়ুয়া। বাড়ি থেকে কারও স্কুল দেড় কিমি, কারও বা দু-কিমি। সকলকেই স্কুলে যাতায়াতের সময় ধুলোর কবলে পড়তে হয়। কখনো-কখনো ধুলোর দাপটে চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। তখন কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়াতে হয়, দেখা যায় না রাস্তা। সমস্যার সমাধান কবে হবে এই প্রশ্ন সকলের।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পড়েছে এই বেহাল রাস্তাটি। তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা হওয়ায় কোনও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষই কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে অনেকে মনে করছেন। সে যাই হোক, রাস্তা পাকা করার দাবি সকলেরই। স্থানীয় বাসিন্দা মনোরঞ্জন দাস বলেন, 'প্রায় এক কিমি রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পাহাড়ি রাস্তার মতো ঢেউ খেলানো। পাথর উঠে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। গাড়ি চলাচল করলে ধুলোয় অন্ধকার হয়ে যায় রাস্তা। আশপাশের বাড়িঘর ধুলোর চাদরে ঢেকে যায়। ঘরের খাবারদাবার, পোশাক-পরিচ্ছদের ওপর ধুলো জমে যায়। আমরা রাস্তাটি দ্রুত পাকা করার দাবি জানাচ্ছি। না

অন্দরান ফুলবাড়ি

হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।' একই বক্তব্য রত্না বর্মন, গোপাল দাস সহ অনেকেরই।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের সঙ্গে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করতে গত অগাস্ট মাসে উল্লারখেওয়া সেতুর উদ্বোধন হয়। এর ফলে বক্সিরহাট, ভাড্ডিজিলাস, ভানুকুমারী, হরিরহাট, রসিকবিলে সহজে ও কম সময়ে যাতায়াত করা যায়। তুফানগঞ্জ পুরসভা থেকে দুটো পাকা রাস্তা উল্লারখেওয়া সেতুতে ঠেকেছে। কিন্তু সেতুর অপরপাশে গঙ্গাবাড়ি থেকে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ভাড্ডিজিলাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় এক কিমি রাস্তা বেহাল। তারপর থেকে বাকি রাস্তা পাকা রয়েছে। মাঝের এই কিমি রাস্তা পাকা হলে সমস্যা মিটে যায়।

দীর্ঘ ৩০-৩৫ বছর থেকে রাস্তাটির সেভাবে সংস্কার না হওয়ায় বেহাল থেকে বেহালতর অবস্থা তৈরি হয়েছে। এত বছর সেতু চালু না হওয়ায় সেভাবে গাড়ি চলাচল করত না। কয়েক মাস আগে সেতুটি খুলে দেওয়ায় বালি-পাথর, ইটবোঝাই গাড়ি অনবরত চলাচলে সমস্যা তৈরি হয়েছে। অন্দরান ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শুক্লা সরকার অধিকারী ও অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ননীবালা বর্মন জানান, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাঁরাও চায় রাস্তাটি দ্রুত পাকা হোক।

পদোন্নতি দাবি

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : স্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের পদোন্নতির পরীক্ষা হওয়ার পর ১১ মাস কেটে গেলেও তাঁদের পদোন্নতি হয়নি। সেকারণে স্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের দ্রুত পদোন্নতির দাবিতে বুধবার ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের কাছে স্মারকলিপি দিল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতি। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তিভিত্তিক কর্মী, মাস্টার রোল ওয়ার্কারদের বেতন বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজের গুণগত মান বাড়ানো সহ মোট ১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে এদিন তারা স্মারকলিপি জমা দেয়।

বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিক্রমা করে। মিছিলটি প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর তারা বিভিন্ন দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেয়। সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সোহেল রানা আহমেদ বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের পদোন্নতির পরীক্ষা হওয়ার পর বছরখানেক হতে চললেও এখনও পদোন্নতি হয়নি। সেকারণে স্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের দ্রুত পদোন্নতির দাবি সহ বিভিন্ন দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে এদিন আমরা স্মারকলিপি দিয়েছি।'

আট বছর পর শক্তি পরীক্ষা বংশীবদনের

রেল অবরোধের ডাক জিসিপিএ'র

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : সিতাই উপনির্বাচনে বংশীবদন বর্মনের সহযোগিতা ছাড়াই তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয় পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন (জিসিপিএ) প্রায় ৮ বছর পর ফের অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল অবরোধে শামিল হচ্ছে।

১১ ডিসেম্বর প্রধানত দুটি দাবি নিয়ে জিসিপিএ রেল অবরোধ করবে। ১৯৪৯ সালের ভারতভুক্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করা ও রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতেই অবরোধ হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বংশীবদনের নেতৃত্বে জোড়াই রেলস্টেশনে সেই অবরোধ হবে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এই আন্দোলনে বিজেপির সহায়তা থাকবে না। আবার সিতাই উপনির্বাচনের ইস্যুতে তৃণমূলের তরফেও সহযোগিতা পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। ফলে এই আন্দোলন একক শক্তিতে কতটা সফল হবে, তার উপরেই নির্ভর করছে বংশীবদনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। আন্দোলন সফল হলে তৃণমূলের কাছে বংশীবদনের গুরুত্ব বাড়তে পারে। উলটোটা হলে তাঁর রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই মুশকিল হবে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত।

যদিও আন্দোলন নিয়ে আশাবাদী বংশীবদন। তাঁর কথায়, 'কোচবিহার বাদে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের কর্মী-সমর্থকরা আসবেন। ছয় বছর আগে আমরা রেল অবরোধ করেছিলাম। আবার বড় আন্দোলনে নামতে চলেছি।'

আন্দোলন সফল করতে ইতিমধ্যে বংশীবদন প্রস্তুতি শুরু করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় জিসিপিএ নেতৃত্বদের নিয়ে আলোচনা সারছেন। নিজের অস্তিত্ব বোঝাতে বংশীবদনের কাছে এই আন্দোলন অন্যতম একটি মাধ্যম বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।

২০১৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনে বংশীবদনের নেতৃত্বে একটানা ৮৪ ঘণ্টা রেল অবরোধ হয়েছিল, যা গোটা দেশে আলোড়ন ফেলে দেয়।

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনে অবরোধ। - ফাইল চিত্র

এরপর বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন হলেও সেরকম কোনও কর্মসূচি নিতে দেখা যায়নি। বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটাই বদলেছে। বংশীবদন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বেও রয়েছেন। কিন্তু তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর আদৌ সখ্য রয়েছে কি না তা নিয়ে গুঞ্জন ওঠে। পরিস্থিতি এমনই যে, সিতাই উপনির্বাচনে বংশীবদনকে তৃণমূলের হয়ে প্রচারে দেখা যায়নি।

তৃণমূলের জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের বক্তব্য, 'বংশীবদন বর্মনের আলাদা একটি সংগঠন আছে। সংগঠনগতভাবে তারা কী আন্দোলন করবে সেটা তাদের বিষয়। তা নিয়ে মন্তব্য করার মতো সময় আসেনি।'

একই সুরে তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা বলেছেন, 'এই আন্দোলন ওদের (বংশীবদন বর্মনদের) দলীয় বিষয়। সেখানে আমরা বাধা দিতে পারি না। তবে কেন্দ্রীয় সরকার কখনই কাউকে বঞ্চনা করে না। রাজ্যের শাসকদলই বঞ্চনা করে।'

ছাত্রীর মৃত্যু

ঘোকসাডাঙ্গা, ৪ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের কুশিয়ারবাড়ি হলেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে। এদিন ওই ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে শিক্ষকরা সমবেদনা জানান। লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুশিয়ারবাড়ি এলাকার ওই ছাত্রী রিয়া বর্মনের হার্টের সমস্যা ছিল। মঙ্গলবার একটি নার্সিংহোমে তার মৃত্যু হয়। প্রধান শিক্ষক নিরঞ্জন বিশ্বাস বলেন, 'রিয়ার মৃত্যুতে আমরা শোকাহত।'

জেলার খেলা

অনুশীলনের ফাঁকে রিম্পা বর্মন।

রাজ্য হকি দলে রিম্পা

ঘোকসাডাঙ্গা, ৪ ডিসেম্বর : মধ্যপ্রদেশের মাণ্ডসৌরে ৯-১৩ ডিসেম্বর ন্যাশনাল স্কুল হকি গেমস অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে বাংলা অনূর্ধ্ব-১৪ দলে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের রিম্পা বর্মন সুযোগ পেয়েছে। রিম্পা লতাপাতার কুশিয়ারবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক সহদেব বিশ্বাসের সঙ্গে রিম্পা বুধবার কলকাতা রওনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজ্য দল মধ্যপ্রদেশ যাবে।

জাতীয় উশুতে জেলার পাঁচ

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার জাতীয় বিদ্যালয় ক্রীড়ায় অনূর্ধ্ব-১৯ উশুতে অংশ নেবে কোচবিহারের পাঁচজন প্রতিযোগী। ৯-১৫ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠেয় আসরে নামবে হানিফা খাতুন, তনুশ্রী মণ্ডল, পলাশ সরকার, তামজিদ ইসলাম ও রাজেশ দাস। জেলা উশু সংস্থার সভাপতি সত্যেন বর্মন জানিয়েছেন, প্রতিযোগীরা নয়াদিল্লি রওনা দিয়েছে।

রানার ৬ শিকার

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়াম লিগ ক্রিকেটে বুধবার ২০২৪ ব্যাচকে ৫৭ রানে হারিয়েছে ২০০২ ব্যাচ। ২০০২ প্রথমে ১০ ওভারে ১২৩ রান অল আউট হয়। জবাবে ২০২৪ ব্যাচ ১০ ওভারে ৬৬ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা রানা রায় ১২ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন।

পড়ুয়ার অভাবে ধুঁকছে হিন্দি প্রাথমিক স্কুল

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : হিন্দিভাষী পড়ুয়ার সংখ্যা তলানিতে ঠেকেছে। ফলে, ধুঁকছে শহরের একমাত্র হিন্দি প্রাথমিক স্কুলটি। তৈরির সঠিক দিন-তারিখ জানা না গেলেও স্থানীয়দের দাবি, পুরান বাজার এলাকায় প্রতিষ্ঠিত মেখলিগঞ্জ হিন্দি প্রাথমিক স্কুলটি প্রায় ৭০ বছরেরও বেশি পুরোনো। এখন বিদ্যালয়ে মোট পড়ুয়া রয়েছে মাত্র ৫৪ জন। এর সিংহভাগই বাংলাভাষী।

এখানে ছাত্রছাত্রীরা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে। রয়েছেন দুজন শিক্ষক। স্থানীয়দের অভিযোগ, মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ইন্দিরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে হিন্দিমাধ্যমে পড়ানো হয় না। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই এই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি অবধি পড়াশোনার পর কাছেপিঠে হিন্দিমাধ্যমে পড়ার সুযোগ না থাকায় হিন্দিভাষী অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের এই স্কুলে পড়ানোর আগ্রহ হারাচ্ছেন। পাশাপাশি ইংরেজিমাধ্যমের স্কুলে পড়ানোর আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য স্কুলটি এখন অতীত জৌলুস হারিয়ে ধুঁকছে। স্কুলটির শিক্ষকরা জানান, মাঝে পড়ুয়ার সংখ্যা তলানিতে ঠেকেছিল। কিন্তু তাঁদের চেষ্টায় পড়ুয়া বেড়েছিল। তবে সিংহভাগই বাংলাভাষী। স্কুল শিক্ষা দপ্তর থেকে এই স্কুলে ফি-বছর বাংলা বই-ই সরবরাহ করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা বিমলেশ প্রসাদ গুপ্তা বলেন, 'হিন্দিভাষী ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণির পর এলাকায় হিন্দিমাধ্যম স্কুল না থাকায় পড়ুয়াদের খুবই সমস্যায় পড়তে হয়। তাই হিন্দিভাষী পড়ুয়া কমেছে। সরকারের উচিত, পঞ্চম শ্রেণির পরও যাতে ছেলেমেয়েরা এখানে হিন্দিমাধ্যমে পড়াশোনা করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। এখানে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।' স্থানীয় বাসিন্দা রাজারাম সাহার কথায়, 'বড়দের কাছে শুনেছি, প্রায় ৭০ বছর আগে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু মেখলিগঞ্জে হিন্দিমাধ্যম স্কুল না থাকায় ও ইংরেজিমাধ্যমের প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহ বাড়ায় স্কুলটির এখন এই অবস্থা। সরকারের বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত।'

এ প্রসঙ্গে মেখলিগঞ্জের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রাথমিক (দক্ষিণচক্র) বরুণ বিশ্বাস বলেন, 'এ ব্যাপারে আগেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আবারও তাঁদের নজরে আনা হবে।'

মেখলিগঞ্জ হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেশিরভাগ পড়ুয়াই বাঙালি।

এসইউসিআইয়ের মিছিল

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : অভয়ার ন্যায়বিচার, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বামনহাট থেকে শিলিগুড়ি ভায়া ফালাকাটা বৈদ্যুতিক লোকাল ট্রেন চালু, ফাঁসিরঘাটে স্থায়ী সেতু তৈরি সহ নানা দাবিতে কোচবিহার শহরে মিছিল করল এসইউসিআই। বুধবার মিছিলটি শহরের কাছাড়ি মোড় সংলগ্ন সংগঠনের জেলা কার্যালয় থেকে বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। ছিলেন নেপাল মিত্র, রিনা ঘোষ প্রমুখ নেতা-নেত্রী।

চোরদের নজরে দানবাক্স

মাথাভাঙ্গা, ৪ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গায় চোরদের এখন টার্গেট হয়ে উঠেছে বিভিন্ন মন্দির। অরক্ষিত মন্দিরগুলোতে রাতের অন্ধকারে একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটছে। সোমবার রাতে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের বহির্বিভাগে চুরির ঘটনায় পুলিশ সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে মঙ্গলবার রাতে একই সড়কের ধারে মধ্য বাইশগুড়ি শনি মন্দিরে চুরি হয়। মন্দিরের গ্রিলের তালা ভেঙে প্রণামির অর্থ হাতিয়ে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। বুধবার সকালে বিষয়টি এলাকাবাসীর নজরে এলে মাথাভাঙ্গা থানায় খবর দেওয়া হয়।

মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় স্বপন দত্ত বলেন, 'রাতের অন্ধকারে রাস্তার ধারের মন্দিরটির গ্রিলের তালা ভেঙে প্রণামির বাক্সটাই নিয়ে চলে গিয়েছে দুষ্কৃতী।' তবে ওই প্রণামি বাক্সে কত টাকা ছিল, সে ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নন এলাকাবাসী।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন

ঘোকসাডাঙ্গা, ৪ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিলডাঙ্গায় বুধবার সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করেন মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন। সাবলু জানান, স্বাস্থ্য দপ্তরের ১২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরি হয়েছে। ব্লকের দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হবে।

বড় পিঞ্জারীরঝাড় গ্রামে নরেন্দ্র বর্মন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মেলা।

স্কুলের মাঠে মেলা, খেলাধুলো লাটে

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৪ ডিসেম্বর : স্কুলের খেলার মাঠ দখল করে বসেছে মেলা। কার্যত পড়ুয়াদের খেলাধুলো উঠেছে লাটে। পাশাপাশি পড়ুয়াদের পড়াশোনার পরিবেশও থাকছে না বলে অভিযোগ। ঘটনাটি শীতলকুচি ব্লকের বড় কৈমারি গ্রাম পঞ্চায়েত বড় পিঞ্জারীরঝাড় নরেন্দ্র বর্মন পঞ্চম পর্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের। এই মাঠে ২৯ নভেম্বর শুরু হয়েছে দুর্গা সংঘের পরিচালনায় আনন্দমেলা। মেলায় আসা বিভিন্ন ধরনের দোকানপাট বসেছে স্কুলের মাঠে। বিকাল থেকেই শুরু হচ্ছে মেলা। প্রতিদিন থাকছে গানবাজনা।

দিনেরবেলা মেলায় আসা দোকানদাররা মাঠে রান্না করছেন। মেলায় বসা দোকানের ইলেক্ট্রিকের তারও ঝুলে আছে বিপজ্জনকভাবে। স্বাভাবিকভাবেই পড়ুয়াদের সমস্যার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ওয়াকিবহাল মহলে। সব থেকে বেশি যে প্রশ্নটি উঠছে তা হল, স্কুলের মাঠে মেলা বসানোর অনুমতি দিল কে? মেলা আয়োজক কমিটির সম্পাদক মানিক অধিকারীর কথায়, 'পঠনপাঠনের সময় মেলা বসছে না। পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে সন্ধ্যার পর থেকে মেলা শুরু হচ্ছে। এলাকার পড়ুয়াদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে মেলা বসানো হয়েছে। মেলা বসানোর বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়।'

এবিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধনবর বর্মন বলেন, 'আমার কাছে মেলার অনুমতি চেয়েছিল মেলা কমিটি। এলাকার কারও কোনও অভিযোগ না থাকায় মেলা বসতে দেওয়া হয়েছে।'

শীতলকুচি সার্কেলের এসআই অমিত সরকার বলেন, 'শিক্ষা দপ্তরের অনুমতি ছাড়া কোনও অনুষ্ঠান স্কুলের মাঠে করা যাবে না। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত মেলা বন্ধ করে শিক্ষা ও খেলার পরিবেশ ফিরিয়ে আনবেন।'

বাম-কংগ্রেসের মিছিল

চ্যাংরাবান্ধা, ৪ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতিতে এপারে শান্তি বজায় রাখা এবং সীমান্ত বাণিজ্য সচল রাখার দাবিতে বুধবার সন্ধ্যায় চ্যাংরাবান্ধায় যৌথ মিছিল ও সভা করে কংগ্রেস ও বামেরা। কর্মসূচিতে পাঁচ শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন।

মিছিলে পা মেলান পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য নির্মল ঘোষদস্তিদার, কোচবিহার জেলা আইএনটিইউসি'র সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার, মেখলিগঞ্জ ব্লক আইএনটিইউসির সভাপতি জাকির হোসেন প্রমুখ। বামফ্রন্টের তরফে ছিলেন সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের রাজ্য কমিটির সদস্য লক্ষ্মণ দাস, সিপিএমের মেখলিগঞ্জ এরিয়া-২ কমিটির সম্পাদক দীপক গুহ, মেখলিগঞ্জ ফরওয়ার্ড ব্লক সভাপতি অরবিন্দ রায় প্রমুখ। মিছিলটি চ্যাংরাবান্ধা বাজার বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে সম্পূর্ণ বাজার, ভিআইপি মোড় পরিক্রমা করে। বাসস্ট্যান্ডে সভা হয়। সিপিএমের দীপক গুহ বলেন, 'বাংলাদেশে যা হচ্ছে সেটা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার দেখবে। কিন্তু তা না করে ওখানকার ঘটনা নিয়ে এখানে ধর্মের নামে বিভেদ তৈরির চেষ্টা আমরা মানব না।'

টুকরো খবর

বিক্ষোভ

শীতলকুচি, ৪ ডিসেম্বর : আবাস যোজনায় বঞ্চিত বিশেষভাবে সক্ষমরা। এই অভিযোগ তুলে বুধবার আবাস যোজনার ঘরের দাবিতে শীতলকুচি বিডিও অফিসে অবস্থান বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা। বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির শীতলকুচি ব্লক সভাপতি শাহিদুল ইসলাম বলেন, 'অনেক বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি ভিক্ষা করে দিন কাটাচ্ছেন। তালিকায় তাঁদের নাম নেই। একারণেই এই বিক্ষোভ প্রদর্শন।' বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

নতুন রাস্তা

দেওয়ানহাট, ৪ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দে কোচবিহার-১ ব্লকের হাঁড়িভাঙ্গা ও ঘুঘুমারি পঞ্চায়েত এলাকায় নতুন রাস্তা তৈরির সূচনা হল বুধবার। হাঁড়িভাঙ্গায় তিনটি ও ঘুঘুমারিতে পেভার্স ব্লকের একটি রাস্তা তৈরি হবে। কর্মসূচিতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, কোচবিহার পুরসভার কাউন্সিলার অভিজিৎ দে ভৌমিক প্রমুখ।

গাঁজাখেত নষ্ট

পুণ্ডিবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : কোচবিহার জেলায় অবৈধ গাঁজা ও পপি চাষের বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। বুধবার পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালপানি, পশ্চিম চাঁপাগুড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে কয়েক বিঘার গাঁজা ও পপিখেত নষ্ট করে। পাশাপাশি এদিন পপি চাষে জল সরবরাহ করার অভিযোগে জলের পাম্প সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

স্কুলে বৈঠক

পারডুবি, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার পারডুবি উচ্চবিদ্যালয়ে অভিভাবকদের নিয়ে এক বৈঠক হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুব্রত চক্রবর্তী জানান, আগামী বছর হীরক জয়ন্তী বর্ষে পা দেবে স্কুল। তাই কীভাবে বর্ষ উদযাপন করা হবে তা নিয়ে আলোচনা সহ নানা বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

বুথে আবাসপ্রাপকের সংখ্যা মাত্র ২

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ৪ ডিসেম্বর : ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতবিশিষ্ট মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে আবাসের তালিকায় ২৪ হাজার নাম রয়েছে। ব্লক এলাকায় বুথের সংখ্যা ২০২। সেই হিসেবে বুথ প্রতি কমবেশি শতাধিক প্রাপকের নাম থাকার কথা। কিন্তু শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়দোলার ৫/৮৩ নম্বর বুথে আবাসের তালিকায় মাত্র দুজন উপভোক্তার নাম রয়েছে। পাশের ৫/৮৪ নম্বর বুথেও মাত্র ২৬ জনের নাম রয়েছে। তালিকায় এত কম প্রাপকের নাম থাকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়। ওই দুই বুথে পুনরায় সার্ভে করে যোগ্য প্রাপকদের নাম তালিকায় সংযোজন করার দাবিও উঠেছে।

বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেকে নিয়ে ঘরের সামনে সিন্ধুবালা বর্মন। বড়দোলায়।

যদিও মাথাভাঙ্গা-১ বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল বলেন, 'আবাসের যে তালিকা ধরে এখন যাচাইপর্ব চলছে, তালিকা আগেই প্রস্তুত ছিল। তালিকা সংশোধনের কোনও সুযোগ নেই।' তবে ওই বুথে কম সংখ্যক উপভোক্তার নাম থাকার বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখবেন বলে জানান।

৫/৮৩ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য গৌতম বর্মনের কথায়, তাঁর বুথে ভোটার সংখ্যা অন্তত ৮০০। আবাসের তালিকায় তাঁর বুথে মাত্র দুজনের নাম থাকা দুর্ভাগ্যজনক। বুথে অনেকেই রয়েছেন যাঁদের একটা টিনের ঘর তৈরির সামর্থ্যও নেই। তাঁর অভিযোগ, ২০১৮ সালে ঘরের সার্ভে করার সময়ই প্রশাসনিক গাফিলতির জেরে এমনটা হয়েছে। এখন সাধারণ মানুষকে তার খেসারত দিতে হচ্ছে। ৫/৮৪ নম্বর বুথের বাসিন্দা তথা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মাথাভাঙ্গা-১ (এ) সাংগঠনিক ব্লক সভাপতি শাহিন আলমের বক্তব্য, আবাসের তালিকায় দুটি বুথ মিলিয়ে এত কম সংখ্যক নাম থাকার নেপথ্যে প্রশাসনের গাফিলতি অবশ্যই রয়েছে। ওই দুই বুথে পুনরায় সার্ভে করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। তাঁর আশা, মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই সদর্থক ভূমিকা নেবেন।

৫/৮৪ নম্বর বুথের বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব সিন্ধুবালা বর্মন। বিধবার এক ছেলে বিশেষভাবে সক্ষম। আরেক ছেলে দিনমজুর। টিনের চালার ছোট দুটি ঘর। বৃষ্টি হলে ঘরে জল পড়ে। আবাসের তালিকায় নাম না থাকায় তিনি হতাশ। বললেন, একটা ঘর পেলে ভীষণ উপকার হত। ৫/৮৩ নম্বর বুথের সুশীলা বর্মন, ক্ষীরবালা বর্মনের মতো গরিব মহিলাদেরও তালিকায় নাম নেই। তৃণমূলের শিকারপুর অঞ্চল সভাপতি নিত্যজিৎ বর্মন বলেন, 'বড়দোলায় আবাসের তালিকায় নাম কম থাকার ঘটনায় প্রশাসন দায় এড়াতে পারে না।'

বাইশগুড়িতে পাচারের ছক ভেস্তে দিল পুলিশ

টোটো থেকে গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৫

বিধান সিংহ রায়

পুণ্ডিবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : গাঁজা পাচার এখন আর শুধু কোচবিহার বা রাজ্যেই নয়, ছাড়িয়েছে ভিনরাজ্যেও। এবার মিলল আন্তঃরাজ্য গাঁজা পাচারচক্রের হদিস। মঙ্গলবার গভীর রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে নিউ কোচবিহার রেলস্টেশন লাগোয়া বাইশগুড়িতে একটি টোটো আটকে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ তিন প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার করে। ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের দুই বাসিন্দা সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা হল প্রদীপ সরকার, নিরঞ্জন শ্রীবাস্তব, অমরনাথ মারী, রাজারাম মণ্ডল ও কবিদুল মিয়াঁ। এর মধ্যে নিরঞ্জন ও অমরনাথ উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর ও রুদ্রপুরের বাসিন্দা। প্রদীপ ও রাজারামের বাড়ি কোচবিহারের কোতোয়ালি থানার চান্দামারি ও ফলিমারিতে। আর কবিদুল দিনহাটার বাসিন্দা। পুলিশ প্যাকেটগুলি থেকে মোট ১৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। সূত্রের দাবি, ওই গাঁজা নমুনা হিসেবে নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনের দিকে তারা নিয়ে যাচ্ছিল। পরে সেখান থেকে আরও বেশি গাঁজা ভিনরাজ্যে পাচারের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তার আগেই সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দিল পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান পুণ্ডিবাড়ির ওসি সোনম মাহেশ্বরী। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। বুধবার অভিযুক্তদের আদালতে পাঠানো হয়। বিচারক সবাইকে দু'দিনের জন্য পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

সূত্রের দাবি, কোচবিহারের চান্দামারি ও দিনহাটা থেকে ওই গাঁজা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। নিউ কোচবিহার জিআরপি থানার এক কর্তা বিষয়টি অস্বীকার করে দাবি করেন, স্টেশনে এমন কার্যকলাপ রোধে তাঁরা যথেষ্ট সজাগ। কোনও মাদক বাজেয়াপ্ত হলে নির্দিষ্ট আইনে মামলা করা হয়। সম্প্রতি এনডিপিএস আইনে এমন তিনটি মামলা দায়ের হয়েছে।

গাঁজার পাচারচক্র ধরার পর। বুধবার নিউ কোচবিহারে।

সরবরাহ করা হচ্ছিল। এজন্য নিউ কোচবিহারকে করিডর করা হয়। এর পিছনে বড়সড়ো হাত রয়েছে বলে পুলিশের দাবি। পাশাপাশি এই কারবারে স্থানীয়দের জড়িত থাকার তত্ত্বও ওড়াচ্ছে না পুলিশ।

প্রভূত নিরাপত্তার মধ্যেও ট্রেনে গাঁজা পাচারে রেলের ভূমিকা স্টেশনের বাইরের বিষয় স্থানীয় থানা দেখে। বাইরে তেমন কিছু ঘটলে স্থানীয় থানাকে জানানো হয় বলে তাঁর দাবি। এ প্রসঙ্গে

জেলার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে ফোন করা হয়। তিনি ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ব্যাংকোয়েট হল বানাবে জেলা পরিষদ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : আয় বাড়াতে কোচবিহার শহরে এবার ব্যাংকোয়েট তৈরির সিদ্ধান্ত নিল কোচবিহার জেলা পরিষদ। শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের গান্ধিনগরে জেলা পরিষদের নিজস্ব জায়গায় ব্যাংকোয়েটটি গড়ে উঠবে। শহরের কাছাড়ি মোড়ে থাকা জেলা পরিষদের অতিথিনিবাসের মতো এই ভবনটিতেও বিয়ে, অন্নপ্রাশন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়া হবে। কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন বলেন, 'আয় বাড়াতে আমরা ১০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা খরচে ব্যাংকোয়েট হল তৈরি করতে যাচ্ছি। এতে অনেকটা কম খরচে সাধারণ মানুষ এই ভবন ভাড়া নিয়ে বিয়ে, অন্নপ্রাশনের মতো বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান করতে পারবেন।'

জেলা পরিষদ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে এই ব্যাংকোয়েট হল তৈরির জন্য টেন্ডার বের করা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজের সূচনা হবে। জেলায় বিভিন্ন এলাকার রাস্তাঘাট, জলনিকাশি ব্যবস্থা, কালভার্টের বেহাল দশা নিয়ে ভুগছেন সাধারণ মানুষ। সেই জায়গায় এইসব কাজকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র নিজেদের আয় বাড়াতে এত কোটি টাকা খরচ করে জেলা পরিষদ কেন এই ভবন তৈরি করছে, তা নিয়েও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। তবে শুধু ব্যাংকোয়েট হলই নয়। খরচ কমাতে এবং আয় বাড়াতে কোচবিহার জেলা পরিষদ তাদের কোচবিহার প্রেসে নতুন করে ফ্লেক্স মেশিন কেনার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। জেলার বিভিন্ন রাস্তাঘাট, জলনিকাশি ব্যবস্থা, কালভার্ট, সেতু সহ সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এবং কল্যাণে কাজ করাই জেলা পরিষদের মুখ্য কাজ। শুধু একটা ভবন তৈরি হচ্ছে বলে জেলার উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, তা মানতে নারাজ জেলা পরিষদের সভাধিপতি। তাঁর সাফাই, 'দিদিকে বলো, এনবিডিডি ফান্ড, সাংসদের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের সহ বিভিন্ন ফান্ডের টাকা দিয়ে জেলার বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট, কালভার্ট, সেতু, জলনিকাশি ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজ করা হচ্ছে। এছাড়া জেলা পরিষদ থেকেও আমরা এসব কাজ করছি। ব্যাংকোয়েট হলটিও সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই করা হচ্ছে।' হল তৈরির ফান্ড প্রসঙ্গে তিনি জানান, ফিফথ ফিন্যান্স এবং ফিফটিন্থ ফিন্যান্সের টাকা কিছুটা জমিয়ে ব্যাংকোয়েট তৈরি করা হচ্ছে।

একই কথা বললেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আবদুল জলিল আহমেদ। তিনি জানান, কয়েকটা জায়গা দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকতে থাকতে দখল হয়ে যাচ্ছে। সেই জমি বাঁচাতে এই সিদ্ধান্ত।

ফ্লেক্স মেশিন কেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে সুমিতা বলেন, 'কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, পথশ্রী, দিদিকে বলো সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিতে আমাদেরকে ফ্লেক্স ছাপাতে হয়। এতে খরচ অনেকটা পড়ে যায়। ফলে সেই খরচ বাঁচাতে আমরা ফ্লেক্স মেশিনটি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' ওই ফ্লেক্স মেশিনে বাইরের কেউ চাইলেও পয়সা দিয়ে ছাপাতে পারবেন। এতে তাঁদের কিছুটা বাড়তি আয় হবে।

উন্নয়ন

- গান্ধিনগরে প্রায় ১১ কোটি টাকা খরচে তৈরি হবে ব্যাংকোয়েট
- জেলা পরিষদের আয় বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে
- জেলার উন্নয়নকে বাদ দিয়ে এত টাকা দিয়ে ব্যাংকোয়েট তৈরি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন
- সভাধিপতির সাফাই, এই ব্যাংকোয়েটে অনেক কম খরচে অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারবেন শহরবাসী

ঔষধি চাষ নিয়ে কর্মশালা

দিনহাটা, ৪ ডিসেম্বর : দিনহাটার একটি বেসরকারি সামাজিক ভবনে বুধবার ঔষধির নার্সারি ও চাষাবাদ, ফসলের ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন ও বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হয়। এদিনের কর্মসূচিতে প্রায় শতাধিক কৃষক এবং কৃষিজাত ফসল উৎপাদক সংস্থা অংশগ্রহণ করেন। শিবিরটি আয়োজনে পরিচালনার দায়িত্বে ছিল আঞ্চলিক তথ্য সহায়তাকেন্দ্র পূর্বাঞ্চল, জাতীয় ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষদ, আয়ুষমন্ত্রক ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ব্যবস্থাপনা করেছে শ্রদ্ধা ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি।

একদিনের এই কর্মশালায় ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুমিত চক্রবর্তী, আঞ্চলিক তথ্য সহায়তাকেন্দ্রের ডিরেক্টর সৌম্যদীপ ঘোষ সহ অন্যরা। সুমিতের কথায়, 'কোচবিহারের মাটি অশ্বগন্ধা, তেজপাতা, হলুদ, তুলসী, গোলমরিচ সহ নানা ঔষধির সহায়ক। তাই চিরপ্রচলিত ধান, পাট চাষের পাশাপাশি কৃষকরা যদি ঔষধির চাষ করেন, তাহলে অনেকটাই লাভবান হবেন।'

বর্তমান সময়ে ভারতের পাশাপাশি বাইরের দেশগুলিতে ঔষধির একটা ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আর সেইদিকে লক্ষ রেখে ভারত সরকারও তাই ঔষধির চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করছে। এর ফলে ভারতে বৃহত্তর একটি বাজারও তৈরি হয়েছে। তাই এদিনের কর্মশালায় কীভাবে ঔষধির চাষ করা যাবে, কীভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, সে বিষয়ে কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা হয়। আঞ্চলিক তথ্য সহায়তাকেন্দ্রের ডিরেক্টরের কথায়, 'নতুন যাঁরা ঔষধি চাষ করবেন, তাঁদের অনেকেই ভাবছেন উৎপাদিত গাছ কোথায় বিক্রি করবেন। আমরা তাঁদের সেই পথও বাতলে দিয়েছি এদিনের কর্মশালায়।' কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কৃষকদের শংসাপত্রও প্রদান করা হয়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

একটুকরো পাহাড়।। *দার্জিলিংয়ে ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের মুন্না দে।*

উঁচুনীচু রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ বাসিন্দাদের

অমৃতা দে

সিতাই, ৪ ডিসেম্বর : দিনহাটা থেকে ডাক্তার দেখিয়ে টোটো করে বাড়ি ফিরছিলেন বছর পচাত্তরের রামা সিং। রামার বাড়ি সিতাই বিধানসভার ব্রহ্মোত্তরচাতরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৩৮ সিঙ্গীমারি এলাকায়। বাড়ি ফেরার রাস্তায় রামাকে দেখা গেল মাঝেমধ্যেই টোটো থেকে নেমে হাঁটছেন। কিছুক্ষণ বাদে আবার টোটোতে উঠছেন। শুধু রামা নন। দীর্ঘদিন যাবত এভাবেই যাতায়াত করছেন ৫৩৮ সিঙ্গীমারি ও নতুনবস এলাকার ৫-৬ হাজার বাসিন্দা। কারণ, রাস্তার কোথাও উঁচু মাটির ঢিপি। আবার মাঝেমধ্যেই বড় বড় গর্ত। যে কারণে রামাদের মতো বাসিন্দাদের এই দুর্ভোগ।

এই সমস্যা নতুন নয়। কারণ, দীর্ঘদিন থেকেই নতুনবস এলাকা হয়ে ৫৩৮ সিঙ্গীমারি এলাকা দিয়ে পেটলা যাওয়ার রাস্তা বেহাল। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে নাজেহাল গ্রামবাসী। দীর্ঘ এই পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করেই বাজারঘাট, স্কুলে যেতে হয়, চিকিৎসা পরিষেবা নিতে হয় গ্রামবাসীদের। অথচ এই রাস্তার দিকেই নজর নেই প্রশাসনের। গ্রামবাসী পরিতোষ সরকারের কথায়, 'ভোট আসে ভোট যায়। নেতারা রাস্তার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ভোট মিটে গেলেই এ রাস্তায় আর কেউ আসেন না। জন্ম থেকেই রাস্তার এই অবস্থা দেখে আসছি। বারবার প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছি রাস্তার জন্য। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি।'

ব্রহ্মোত্তরচাতরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুমিত্রা বর্মন বলেন, 'ইতিমধ্যেই রাস্তার টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। দু'কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। খুব দ্রুত কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

ইদানীং দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে ওই এলাকায়। অন্ধকারে যাতায়াত করতে গিয়ে অনেকেই আহত হয়েছেন। অথচ প্রশাসন এই রাস্তা নির্মাণে কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ। স্বভাবতই ক্ষোভ জন্মেছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। গ্রামবাসী সুশীল মণ্ডল বলেন, 'প্রায় দু'বছর আগে মাটি ফেলা হয়েছিল রাস্তার জন্য। রাস্তা তো হয়নি। অথচ সেই মাটি আমাদের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ষার সময় জল জমে কাদা হয়ে যাচ্ছে। শীত এবং গ্রীষ্মকালে ধুলো বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ছে। এভাবেই চলাচল করতে হচ্ছে আমাদের।'

৫৩৮ সিঙ্গীমারি গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান সন্ধ্যা বর্মন বলেন, 'রাস্তা ঠিক হবে এই আশাতেই বিজেপির পঞ্চায়েত থেকে তৃণমূলে যোগদান করেছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও কাজ হয়নি।'

পথশ্রী প্রকল্পে সিতাই বিধানসভা এলাকার প্রচুর রাস্তা নতুনভাবে সংস্কার করা হয়েছে। সেখানে চারটি গ্রামের একটি মূল সড়ক যা কিনা ছয় হাজার বাসিন্দার যাতায়াতের রাস্তা তা এখনও তৈরি না হওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে স্থানীয় এলাকাতেই রয়েছেন সাংসদ এবং বিধায়ক। তাই এবার রাস্তা তৈরি হবে বলেই আশায় বুক বাঁধছেন গ্রামবাসীরা।

দ্বিতীয় গ্যালারির লেআউট তৈরির জন্য প্রস্তুতি

মেখলিগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাবে দ্বিতীয় গ্যালারি তৈরির জন্য বুধবার ক্লাবের মাঠে উপস্থিত হলেন মেখলিগঞ্জ পুর কর্তৃপক্ষ সহ এনবিডিডির ইঞ্জিনিয়াররা। এই খবরে স্বাভাবিকভাবেই খুশি মেখলিগঞ্জের ক্রীড়াজগৎ। দ্রুত কাজ শুরু করার দাবি জানিয়েছে তারা।

মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান কেশব দাস বলেন, 'নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাবের মাঠে দুটো গ্যালারি তৈরি হবে। এদিন মাঠের উত্তর দিকে দ্বিতীয় গ্যালারির জন্য লেআউট তৈরি করা হল। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু করা হবে।' এদিন অন্যদের মধ্যে পরিদর্শকদলে ছিলেন মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রভাত পাটনী, মেখলিগঞ্জ পুরসভার হিসেবরক্ষক অমিতাভ বর্ধন চৌধুরী, এনবিডিডির জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার আবির রায়, এনবিডিডির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রাহুল রায় প্রমুখ। মহকুমা শহর মেখলিগঞ্জে নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাবের মাঠেই স্থানীয় ছোট-বড় সকলেই খেলাধুলো করেন। ক্রিকেট বা ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে বিএসএফ, বিজিবির একাধিক খেলা পর্যন্ত এই মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেখলিগঞ্জবাসীর দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে মেখলিগঞ্জের বিধায়ক ও পুর কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে অবশেষে এই মাঠে দুটি গ্যালারি নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে এনবিডিডি। প্রথম গ্যালারির লেআউট হয়ে গিয়েছে। এদিন দ্বিতীয় গ্যালারির লেআউট তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। মেখলিগঞ্জের তরুণ বিদ্যুৎ হালদার, তন্ময় চক্রবর্তী প্রমুখ শীঘ্রই গ্যালারি নির্মাণের কাজ শুরু করার দাবি জানিয়েছেন।

পদ্মের তালুকে তৃণমূল সভাপতি

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : বিজেপির খাসতালুক হিসাবে পরিচিত কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটেরহাট, ডাঙ্গাপাড়া, পেটভাতা, মাঘপালা গ্রামগুলি। বুধবার শীতের সকালে সেখানেই জনসংযোগে মাতলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

তাঁকে দেখে গ্রামবাসীরা বেহাল রাস্তা, পানীয় জলসমস্যার কথা জানান। এদিন গ্রামের একটি কালভার্টের কাজেরও তিনি সূচনা করেন। লোকসভা ভোটে দক্ষিণ বিধানসভার গ্রামীণ ক্ষেত্রে ভালো ফল করলেও ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ১৭০০ ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটকে পাখির নজর করে সম্প্রতি জনসংযোগ শুরু করেছেন অভিজিৎ। ফলিমারিতে তৃণমূলের হারের পিছনে প্রকাশ্যে এসেছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। একজোট হয়ে লড়াইয়ের দাওয়াইও ব্যর্থ হয়েছে। এবার তাই অনেক আগেই সক্রিয় হয়েছেন জেলা সভাপতি। এদিন তিনি জনসংযোগের জন্য প্রথমে ভোটেরহাটকে বেছে নেন। উল্লেখ্য, ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ বিজেপি প্রার্থী নিখিলরঞ্জন দে'র কাছে হেরে যান। সেবারও ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ২৭০০ ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। এবার কোচবিহার লোকসভার দখল পেতেই তেড়েফুঁড়ে মাঠে নেমে পড়েছে ঘাসফুল শিবির।

গত পঞ্চায়েত ভোটে ফলিমারির ভোটেরহাটেই খুন হন বিজেপির পোলিং এজেন্ট মাধব বিশ্বাস। পশ্চিম ফলিমারি অংশে বিজেপি পঞ্চায়েত ও লোকসভা ভোটে ভালো ফল করেছিল। এদিন অভিজিৎ উন্নয়নের বার্তা দিয়ে গ্রামবাসীদের মন জয়ের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, 'মানুষ উন্নয়ন চায়। গ্রামবাসী কাঁঠালতলা থেকে ডাঙ্গাপাড়া মোড় অবধি সাড়ে তিন কিমি রাস্তার কথা জানান। গ্রামবাসীদের সমস্যাগুলি প্রশাসনের নজরে এনে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করব।' এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলের ব্লক সভাপতি কালীশংকর রায়। খুদেদের মধ্যে চকোলেট বিলি করেন জেলা সভাপতি।

স্থানীয় বাউলশিল্পী রাধামোহন মল্লিক এদিন তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে ডাঙ্গাপাড়ার বাউল আখড়ায় একটি শেড তৈরির জন্য প্রশাসনিক উদ্যোগের দাবি জানান। প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাসুদেব সরকার জানান, জেলা সভাপতি এলাকার সমস্যার কথা শুনেছেন। বেশকিছু সমস্যা ডায়েরিতে নোট নিয়েছেন।

খুদেদের মধ্যে চকোলেট বিলি জেলা সভাপতির। বুধবার।

ফের আগ্নেয়াস্ত্র দিনহাটায়

দিনহাটা, ৪ ডিসেম্বর : ফের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হল দিনহাটায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে দিনহাটা কলেজ মোড় বাইপাসে একটি গাড়িকে আটক করে দিনহাটা থানার পুলিশ। তারপর ওই গাড়িতে তল্লাশি চালালে একটি ওয়ান শটার বন্দুক ও একটি গুলি উদ্ধার হয়। ইতিমধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ও গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় নয়ন দাস ও হামিদুল হক নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা দিনহাটার বাঁশতলা পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ধৃতদের এদিন আদালতে তোলা হলে ছয়দিনের পুলিশি রিমান্ড দেওয়া হয়। তবে কীভাবে তাদের হাতে এই আগ্নেয়াস্ত্র এল, সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দিনহাটা থানার পুলিশ।

পাথর বেরিয়ে গিয়েছে, উদাসীন প্রশাসন

১৫ কিমি ভাঙা রাস্তায় চলাচলে দুর্ভোগ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৪ ডিসেম্বর : পিচের চাদর উঠে গিয়েছে অনেক আগেই। এবার পাথর সরে গিয়ে রাস্তাজুড়ে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। সারাবছর কোনওরকমে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ভানুকুমারী-টাকোয়ামারির ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করলেও বর্ষাকালে সমস্যা চরমে ওঠে। ডোবায় পরিণত হয় গোটা রাস্তা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে কোনও গাড়ি সেখান দিয়ে যেতে চায় না। একসময় বক্সিরহাট থেকে রামপুরগামী ছোট-বড় বাসগুলি চলাচল করত ওই রাস্তা দিয়ে। কিন্তু বেহাল রাস্তার কারণে বড় গাড়ি তো দূরের কথা, ছোট গাড়ি, অটো-টোটো চালকরাই যেতে চান না। আর যদি কোনও কারণে গাড়ি যায় সেক্ষেত্রে কয়েকগুণ বাড়তি ভাড়া গুনতে হয়। টোটোচালক স্বপন দেবনাথের কথায়, 'ওই রাস্তায় টোটো চালিয়ে যা আয় হয় তার চেয়ে বেশি টাকা লেগে যায় টোটো সারাই করতে। তাই বাধ্য হয়ে বেশি ভাড়া নিতে হয়।'

এদিকে, গত লোকসভা ভোটের আগে রাস্তা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও কাজ এখনও হয়নি। ভোটপর্ব মিটতেই আর নেতাদের দেখা পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। তাঁরা জানিয়েছেন, ওই বেহাল রাস্তায় যাতায়াতে প্রায়দিনই ভোগান্তি পোহাতে হয়। রাস্তার ধুলোয় শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছে। ভাঙাচোরা রাস্তায় প্রায়শই দুর্ঘটনাও ঘটছে। এতে ক্ষুব্ধ তাঁরা। এ ব্যাপারে জেলা পরিষদের স্থায়ী কর্মাধ্যক্ষ চৈতি বর্মন বড়ুয়া বলেন, 'রাস্তাটি নতুন করে তৈরির জন্য ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই রাস্তার নির্মাণকাজ শুরু হবে।'

ওই এলাকার ১৫ কিলোমিটার প্রধান সড়ক মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় ভানুকুমারী ভোলানাথ মোড় থেকে বাকলা বাজার হয়ে টাকোয়ামারি রাস্তার দুই ধার ধসে গিয়েছে। গোটা রাস্তার পিচের চাদর উঠে পাথর বেরিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। টাকোয়ামারি হাইস্কুলের

পিচ-পাথর উঠে ভানুকুমারী-টাকোয়ামারি রাস্তার হাল।

> ওই রাস্তায় টোটো চালিয়ে যা আয় হয় তার চেয়ে বেশি টাকা লেগে যায় টোটো সারাই করতে। তাই বাধ্য হয়ে বেশি ভাড়া নিতে হয়।
>
> **স্বপন দেবনাথ** *টোটোচালক*

ছাত্র সুমন বর্মন বলে, 'প্রতিদিন ভাঙা রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতে হয়। সন্ধ্যায় টিউশন যাওয়ার সময় অন্ধকারে বেশ কয়েকবার রাস্তায় পড়ে চোট পেয়েছি। আমার সাইকেলেরও ক্ষতি হয়েছে।'

এলাকার বাসিন্দা রূপম সরকারের কথায়, 'সবকিছু জেনেও উদাসীন পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের প্রতিনিধিরা। এলাকাটি তুফানগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত। বিধায়কও সমস্যার সমাধানে কিছু করেননি।' যদিও এলাকার বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা রায় বলেন, 'বিধায়ক কোটার টাকা দিয়ে এত বড় রাস্তা সংস্কার করা সম্ভব নয়।'

এদিকে, ওই রাস্তা নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। দলের মহিষকুচি-২ অঞ্চল সভাপতি ফুলচাঁদ বর্মন বলেন, 'এলাকায় কোনও উন্নয়ন করেনি বিজেপি বিধায়ক। জেলা পরিষদ রাস্তাটি চওড়া ও সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে।'

কুষান সংকটে, বিষহরার জনপ্রিয়তা এখনও অটুট

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ৪ ডিসেম্বর : সত্যপির, কুষান গানের মতোই বিষহরার পালা উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির একটি কৃষ্টি, যা সংখ্যায় কমলেও এখনও মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় হয়ে থাকে। যেমন, শনিবার মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস এলাকায় অরবিন্দ রায়ের বাড়িতে বিষহরার পালা হয়েছিল। জল্পেশ বর্মনের বিষহরা দল মা মনসা নাট্য সংস্থা পালা পরিবেশন করেছিল। চ্যাংরাবান্ধার বাসিন্দা অরবিন্দর কথায়, 'বাড়িতে শুভ কাজে মা মনসার বন্দনা করা হয়ে থাকে আর বিষহরার পালা তারই অংশ।'

জল্পেশ জানালেন, তাঁর বাবা প্রয়াত খচীন্দ্রনাথ বর্মন ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে চ্যাংরাবান্ধা পঞ্চায়েতের ১৫৭ জামালদহ পাটোয়ারিপাড়ায় এই দল প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে দলের সদস্য সংখ্যা ২০ জনের উপরে। কোচবিহার জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে সিতাই, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা- সব জায়গার লোক মিলেই তাঁর দল তৈরি হয়েছে।

দেবী মনসার বন্দনাই এই পালার মূল উপজীব্য। এই পালার মধ্যে ধর্ম, লোকাচার- সব মিলেমিশে একাত্ম হয়ে রয়েছে। ষাইটোল বিষহরীর পুজো মানত হিসেবে করা হয়, আবার বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীও লোকায়তভাবে পালাগানের আকারে পরিবেশিত হয় এই বিষহরার আসরেই। পালার মধ্যে নাচ-গান অভিনয়ের মাধ্যমে মনসামঙ্গলের নানা কাহিনী তুলে ধরা হয়। এই পালাগানে ঢোল, খোল, মুখবাঁশি, করতাল, আখরাই- এইসব যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

ভোটবাড়ির বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক শচীমোহন বর্মনের কথায়, বিষকে হরণ করেন যিনি তাঁর উপাসনা থেকেই বিষহরা পালা সৃষ্টি হয়েছে। দেবী মনসা বৈদিক দেবী না হলেও তিনি

চ্যাংরাবান্ধায় বিষহরা পালার একটি মুহূর্ত।

পৌরাণিক দেবী এবং লোকসংস্কৃতির লৌকিক দেবী। মনসা দেবীকে কেন্দ্র করে হলেও বিষহরার পালা, ষাইটোল বিষহরী - এগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যখন বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী লোকায়ত পালা হিসেবে বর্ণনা করা হয় তখন তাকে বলা হয় বিষহরার পালা। এই বিষহরা গানের সুরকার কারা তার খোঁজ আজও মেলেনি। অতীতে শুধু নাচ-গান এবং দেবী মাহাত্ম্য পরিবেশিত হলেও বর্তমানে অভিনয় সংযোজিত হয়েছে এই পালায়। লোকায়ত উৎসব হিসেবে কুষান গানের অস্তিত্ব সংকটে থাকলেও বিষহরার পালা, সত্যপিরের পালার জনপ্রিয়তা এখনও রয়েছে। প্রধানত শ্রাবণ মাস থেকে এই পালার সূচনা হলেও অঘ্রান মাসেও চলে।

বিষহরার পালায় শুনানি এবং মানস দুই ধরনের গান হয়ে থাকে। শুনানি গানে শুধু পালা হয়, কোনও পুজো হয় না। কিন্তু মানস গানে গৃহস্থের মানত করা থাকে। বিষহরা দলের প্রধান পুজো দিয়ে তারপর পালার সূচনা করেন। বর্তমানে বিষহরা পালায় মহিলারা অভিনয় করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষদের সংখ্যাই বেশি। এখনও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পালার প্রচলন থাকলেও রাজবংশী সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। দক্ষিণবঙ্গের বিষহরার পালার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিষহরা পালার কিছু পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে।

তবে দলে কোনও মহিলা সদস্য নেই। পুরুষ সদস্যরা মহিলার বেশ নিয়ে পালার বিভিন্ন অংশে অভিনয় করে থাকেন বলে জানালেন জল্পেশ। তাঁর বক্তব্য, 'পদ্মপুরাণ থেকে বিভিন্ন কাহিনী তুলে ধরে পালার মাধ্যমে চাঁদ সদাগরের জন্ম থেকে বিয়ে, তাঁর ছয় ছেলের জন্ম, সপ্তডিঙা ডুবে যাওয়ার কাহিনী, লখিন্দরের জন্ম, লখিন্দরের বাসরঘর, কালসর্প দংশনের কাহিনী প্রভৃতি সবই তুলে ধরা হয় এই পালার মাধ্যমে।' তিনি আরও বলেন, 'শুধুমাত্র লোকায়ত উৎসব হিসেবে নয়, সামাজিকভাবেও মানুষকে সচেতন করি আমরা। সর্পদংশনে ওঝার কাছে না গিয়ে রোগীকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, সাপকে মেরে বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস না করা- এইসব বিষয়েও বোঝানো হয় আমাদের পালার পাশাপাশি আসরে।'

তবে জল্পেশের আক্ষেপ, এতকিছু করেও এখনও তাঁর কোনও শিল্পী ভাতা জোটেনি। এই কাজ করেই তাঁর পরিবার চলে। কিন্তু নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এই পালায় কিছুটা কম এলেও তাঁরা বরাবর সংস্কৃতি ধরে রাখতে আগ্রহী। কিন্তু সরকারের কাছে বারবার আবেদন করেও শিল্পী ভাতার জন্য কোনও লাভ হয়নি বলে তিনি জানান।

প্রকাশিত হল 2025
WBTA
WEST BENGAL TEACHERS' ASSOCIATION
HIGHER SECONDARY
TEST PAPERS
WBTA-এর সাজেশনস মানেই সাফল্য অনিবার্য
নকল থেকে সাবধান উত্তরসহ
শিক্ষা প্রকাশন 9874310175
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদকীয়

বৃহস্পতিবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৫ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯৬ সংখ্যা

নতুন ভাবনা

যৌনকর্মীদের কথা উঠলেই এখনও ভারতীয় সমাজের বিরাট অংশ নাক সিটকোয়। যৌনপল্লির বাসিন্দাদের বাঁকা চোখে দেখেন অনেকেই। যদিও ওই বাসিন্দারা কেন সেখানে থাকেন, কোন পরিস্থিতির চাপে তাঁরা যৌনকর্মীর কাজ করতে বাধ্য হন, সেসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা কেউ করেন না। সরকার কিছু সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত করে ঠিকই। কিন্তু এখনও পুলিশ ও প্রশাসনের চোখে যৌনকর্মীরা 'নিষিদ্ধপল্লি'র বাসিন্দা।

এই চেনা ভাবনা থেকে ভিন্ন পথের দিশা দেখাল বেলজিয়াম সরকার। ইউরোপের এ দেশের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যৌনকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে শুরু করে আর পাঁচজন পেশাজীবীর মতো বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে 'রেডলাইট' এলাকাগুলিকে সরকারি নজরদারির আওতায় আনার দাবি তুলছে। কিন্তু কোনও দেশই সেই দাবি মানার পথে পা বাড়ায়নি। বরং পত্রপাঠ দাবিগুলি খারিজ করে দিয়েছে।

সেদিক থেকে দেখলে বেলজিয়াম সরকারের সিদ্ধান্ত বেনজির। বেলজিয়াম সরকারের নতুন আইন অনুযায়ী, নাম নথিভুক্ত থাকলে যৌনকর্মীদের কাজের শংসাপত্র দেওয়া হবে। সেই শংসাপত্র দেখিয়ে তাঁরা স্বাস্থ্যবিমা, পেনশনের মতো বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। বেলজিয়ামের যৌনকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং আইনি নিরাপত্তা দেওয়া হবে। শরীর খারাপ হলে তাঁরা নিতে পারবেন 'সিক লিভ'।

এমনকি গ্রাহকের আচরণে অস্বস্তিতে পড়লে তাঁরা সরাসরি পুলিশের সাহায্য নিতে পারবেন। গ্রাহককে না বলার অধিকারও থাকবে তাঁদের। প্রশ্নটা হল, বেলজিয়াম সরকার পারলে অন্য উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের সরকার কেন এ ধরনের বন্দোবস্ত করতে পারবে না? আসলে মূল বাধাটা চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির। খাতায়-কলমে যাই থাকুক, যৌনকর্মীদের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা।

বছর কয়েক আগে সুপ্রিম কোর্ট ভারতে যৌনপেশাকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিল, যৌনকর্মীরা আর পাঁচজন পেশাজীবীর মতো সমান আইনি সুরক্ষা এবং মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। পুলিশকেও সতর্ক করে দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। প্রাপ্তবয়স্ক গ্রাহক এবং মতদানকারী যৌনকর্মীদের পুলিশি হেনস্তা ঠেকাতে কড়া ভাষায় সতর্ক করেছিল।

তারপরও পরিস্থিতির খুব অদলবদল হয়নি। বেলজিয়ামে যা সম্ভব, তা ভারতেও হতে পারে। অনেক সময় শিশু ও নারীদের পাচার করে বিভিন্ন যৌনপল্লিতে বিক্রি করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে যায় যৌনপল্লিগুলি। উলটোদিকটাও রয়েছে। আর পাঁচজন মায়ের মতো বহু যৌনকর্মী সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও নানাবিধ বাধায় সেই স্বপ্নগুলি অপূর্ণ থেকে যায়। অনেকে আক্ষেপ করেন, সরকারি পরিষেবা চাইতে গিয়ে তাঁদের বহুস্থানে, এমনকি সরকারি হাসপাতালেও চরম অসম্মান এবং দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়।

যৌনপেশায় যুক্ত সকলে এ দেশের নাগরিক এবং বাকিদের মতো তাঁদেরও যে নাগরিক অধিকার আছে, তা বেমালুম ভুলে যায় সমাজের সিংহভাগ অংশ। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প দূরের কথা, যৌনপল্লির বাসিন্দা শুনলেই তাঁদের ন্যূনতম পরিষেবা দিতেও বহুক্ষেত্রে অস্বীকার করার অভিযোগ নতুন নয়। আসলে বেলজিয়াম যেভাবে মানসিকতা এবং চিন্তাভাবনাকে স্বচ্ছ করেছে, সেটা এখনও এ দেশে হয়নি।

সবথেকে বড় কথা, যৌনপেশার সঙ্গে যুক্তদের মানুষের মর্যাদা দেন না অনেকে। এই পরিস্থিতি বদলাতে হলে সংকীর্ণতাকে সবার আগে মন থেকে দূর করতে হবে। তার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মানবাধিকার সংগঠন এবং সরকারকে একযোগে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা দৃষ্টিভঙ্গি এক নিমেষে দূর করা কঠিন নিঃসন্দেহে। তবে যৌনকর্মীদের ব্যাপারে বেলজিয়াম যে পথ দেখিয়েছে তা নিয়ে আলোচনা চলুক। বেরিয়ে আসুক আরও উন্নত চিন্তাভাবনা।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

– শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

সীমান্তের কাঁটাতারে ঝুলে একটি শ্রেণি

ওপার বাংলার মানুষকে চিকিৎসা দেব না, হোটেলে খাবার দেব না- এগুলো ঘৃণার কারবারিদের কারবার।

মৌমিতা আলম

ভোলাদাদু বললেন, মাটির নীচে আমি জলদস্যুদের অনেক মণিমুক্তো লুকিয়ে রাখতে দেখেছি। তাই শুনে গ্রামের সব লোক মাটি খুঁড়তে শুরু করল। খুঁড়েই যায়, খুঁড়েই যায়। সকাল গড়িয়ে রাত, দুপুর গড়িয়ে বিকেল... অনেক খোঁজাখুঁজির পর, ভোলাদাদু বললেন আসলে আমি দুপুরবেলা ঘুমিয়েছিলাম আর সেই সময় ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছিলাম জলদস্যুদের...।

এটা গল্পকার মনোজ দাসের গল্প।

গল্প হলেও সত্যি- এমন ট্যাগলাইন মেনেই চলছে আমাদের জীবন। আমরাও তাই খুঁজে চলেছি বাবরি থেকে জ্ঞানবাপী থেকে আজমের, আজমের থেকে...

চলতেই থাকবে যতদিন না ভোলাদাদুকে আমরা প্রশ্ন করতে শিখি! ততদিনে ফুলকপির দাম বাড়বে, বাড়ির দাম বাড়বে, বেকারত্বের সংখ্যা আকাশ ছোঁবে, দমবন্ধ বিষাক্ত হাওয়া থেকে বাঁচতে আমরা অক্সিজেন সিলিন্ডার পিঠে নিয়ে ঘুরব, আরও ডজনখানেক বিলিয়নিয়ার সৃষ্টি করে ভারত বিশ্বের আসনে সর্বশ্রেষ্ঠ হবে। আর ঘৃণা দিয়ে আমরা তলিয়ে যাব আরও অন্ধকারে। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত তবুও চারদেয়ালের মাঝে একা বসে মুঠোফোনে বিষাক্ত ঘৃণা উগরে সুখ ঘুম দেব। আর গ্রামের মানুষ কাজ হারিয়ে, টাকা দিয়ে শিক্ষা কিনতে না পেরে আরও পিছিয়ে যাবে।

আমার দেশের পতাকাকে কিছু বিকৃত লোক অপমানিত করেছে, অবশ্যই শাস্তির যোগ্য। কিন্তু তাদের দেশের পতাকা নিয়ে বিষ উগরে, তাদের মেডিকেল ভিসা না দেওয়ার, পেঁয়াজ না দেওয়ার, সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ার দাবি জানিয়ে, ঘৃণা ছড়িয়ে বিষাক্ত করে দেওয়া হচ্ছে দু'দেশের পরিবেশ।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ যন্ত্রণার। র‍্যাডক্লিফ-এর ধারালো ছুরিতে যে রক্তপাত তখন শুরু হয়েছিল তার উপশম না করে ভারতীয় উপমহাদেশের তিন ভাই- ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের লাভের জন্যই জিইয়ে রেখেছে ক্ষত। নিজেদের দেশের সমস্যা মেটাতে না পারলে চরম উগ্র জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করে সংখ্যাগুরুদের একসঙ্গে নিয়ে আসার জন্য বারবার এদের প্রয়োজন হয় এক শত্রু দেশ।

যে অজানা শত্রুর ভয়ে দৈনন্দিন জীবনের চাওয়াপাওয়া দাবি না জানিয়ে জনগণ মেতে থাকবে সেই অজানা, অচেনা শত্রুর অনিষ্টসাধনে। তাই বারবার ভারতে ভোটের সময় উঠে আসে পাকিস্তানের নাম আর বাংলাদেশে ভারতকে শত্রু দেশ হিসেবে স্থাপিত করতে মেতে ওঠে একদল। আর আমরা মধ্যবিত্ত সেটা নিয়ে লেগে পড়ি যুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে। ভুলে যাই আমাদের মৌলিক দাবিগুলোর কথা। তাই বাংলাদেশের ক্রিকেট টিম হারলে লাখ লাখ টাকার বাজি ফাটাই, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের খেলা থাকলে এদেশের মুসলিমদের লিটমাস টেস্ট! অথচ ক্রিকেট খেলে এই গরিব দেশের কী লাভ হয় কে জানে! কোটি কোটি টাকার মালিকানা নিয়ে ক্রিকেট বোর্ড আসলেই একটি কর্পোরেট সংস্থা।

অতীত ক্ষতর উপশম মানবাধিকারের এক অন্যতম প্রধান শর্ত। ১৯৪৭-এর পর এত বছর কেটে গিয়েছে। পশ্চিম বাংলা ক্ষত বুকে নিয়ে আপন করে নিয়েছে ওপার থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে আসা লোকেদের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাৎসি বীভৎসতার ক্ষত উপশমে জার্মানি বারবার স্বীকার করেছে তাদের সামগ্রিক গিল্ট-কে। তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়ানো হয় বারবার সেইসব দিনের বীভৎসতার কথা। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আর সেই কালো, অন্ধকার দিনে পা না বাড়ায়। সেখানে আমাদের সংস্কৃতি থেকে ইতিহাস- সবই ব্যবহৃত হচ্ছে ঘৃণা ছড়ানোর জন্য।

বারবার ইসলামিক রাজাদের শাসনকালে হওয়া ঐতিহাসিক ভুল শুধরে নেওয়ার কথা বলে জনগণকে উসকে দেওয়া হচ্ছে। গত কয়েক বছরে যাঁদের পিটিয়ে মারা হয়েছে বা যারা মেরেছে, তাদের শ্রেণিগত অবস্থান খুঁটিয়ে দেখলেই খুব পরিষ্কার হয়ে যায় যে এতে আসলে ক্ষতি কার!

যে সাবির আলিকে গোমাংস খেয়েছেন এই অজুহাতে পিটিয়ে মারা হল আর যারা পিটিয়ে মারল তাদের শ্রেণিগত অবস্থান কী? সাবির একজন পরিযায়ী শ্রমিক আর যারা মারল তাদের শ্রেণিগত অবস্থান? যদিও ক্রিমিন্যাল বলে যাদের জেলে রাখা হয় তাদের শ্রেণিগত অবস্থানের পরিসংখ্যান আছে বলে আমার জানা নেই। করলেই সমস্যা রাষ্ট্রের। এমনটা কেন? যে মানুষটি দরিদ্রতায় জর্জরিত, তাকে হিংসার কবলে নিয়ে আসা সহজ, মিথ্যে গেলানো সহজ।

ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের রিপোর্ট অনুসারে, ভুল ও মিথ্যা খবর প্রচারে ভারত এখন শীর্ষে। দুটো দেশের দুটো অপদার্থ সরকার আর তদুপরি পুঁজির স্বার্থে কাজ করে ২৪x৭ ঘণ্টা ঘৃণা চালানো মিডিয়া বিষিয়ে দিচ্ছে, বিপন্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে দুই দেশের সংখ্যালঘুদের। সংখ্যালঘু শুধুই সংখ্যালঘু- তাঁদের কোনও ধর্ম হয় না, তাঁরা স্থান বিশেষে হিন্দু, মুসলিম, আহমেদিয়া, বালোচ যা কিছু হতে পারে। সংখ্যালঘু হল নিপীড়িত শ্রেণি।

ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষজনদের চিকিৎসা দেব না, হোটেলে খাবার দেব না- এগুলো ঘৃণার কারবারিদের কারবার। ক্ষত উপশমে সাধারণ মানুষকে আরও কাছাকাছি আসতে হবে। বুঝতে হবে সেদেশের সাধারণ মানুষ এবং এদেশের সাধারণ মানুষদের ভিতরে কোনও পার্থক্য নেই। ওপার বাংলায় মহিদুল ১০০ টাকায় পেঁয়াজ কিনলে এপার বাংলাতেও দিলীপ টমেটো কিনছে ১০০ টাকায়। তিস্তার জল শুকিয়ে গেলে বিপন্ন হবে দু'দেশের লোকেই। শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, কাজের দাবির মৌলিক প্রশ্নে সরকার ব্যর্থ।

রাজনৈতিক নেতারা যখন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হবে, তখন ঘুরিয়ে দিতে চাইবে জনগণের অভিমুখ দেশপ্রেম, উগ্র জাতীয়তাবাদের দিকে। ধর্মের চশমা দিয়ে সব ঘটনা দেখলে ঘৃণার বাজার বাড়বে। ইতিহাসের সঠিক তথ্য জানতে হবে। আজমের খুঁড়ে দেখতে গেলে দেখতেই হবে আজমের শরিফ ঘিরে টিকে থাকা দীর্ঘ সকল ধর্মের সমন্বয়ের ইতিহাস।

আর সেই কবেই তো স্যামুয়েল জনসন, যিনি প্রথম ইংরেজি অভিধান তৈরি করেন, বলে গিয়েছেন, "Patriotism is the last refuge of the scoundrel."

হ্যাঁ, রাজনৈতিক নেতারা যখন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হবে, তখন ঘুরিয়ে দিতে চাইবে জনগণের অভিমুখ দেশপ্রেম, উগ্র জাতীয়তাবাদের দিকে। ধর্মের চশমা দিয়ে সব ঘটনা দেখলে ঘৃণার বাজার বাড়বে। ইতিহাসের সঠিক তথ্য জানতে হবে। আজমের খুঁড়ে দেখতে গেলে দেখতেই হবে আজমের শরিফ ঘিরে টিকে থাকা দীর্ঘ সকল ধর্মের সমন্বয়ের ইতিহাস। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডর পর যে কমিটি গঠন করে ব্রিটিশরা তার রিপোর্টে বলা হয়, ভারতীয়রা একটি বিদ্রোহর পরিকল্পনা করছে আর সেটির সিদ্ধান্ত হয় আজমের ওরশ-এ। ঐতিহাসিক সাকিব সালিম লিখছেন, ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের সময় আজমের দরগা দু'কিলো সোনা দান করেছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রককে। কেনা হয় এক লাখ টাকার ডিফেন্স সার্টিফিকেট। যিনি সোনা হাতে তুলে দেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর হাতে, তিনি আর কেউ নন, আজকের বিখ্যাত অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহের বাবা আলে মোহাম্মদ শাহ।

ইতিহাস থেকে অর্ধসত্য পড়লে বা বিকৃত ইতিহাস পড়লে ঘৃণা নিয়ে রক্তক্ষয় অবধারিত। হলোকাস্ট মেমোরিয়াল ডে তে নাৎসিবাহিনীর অসউইজ ক্যাম্প থেকে নিজের মিথ্যে বয়স বলে বেঁচে ফেরা, যার সামনেই তার মাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় গ্যাস চেম্বারে, সেই মিসেস পোলাক সাবধান করে দিয়েছেন আমাদের ঘৃণা সম্পর্কে, 'আমাদের ঘৃণার প্রোপাগান্ডা সম্পর্কে সচেতন থাকতেই হবে। এটা শুরু হয় একটি ছোট ঝরনার মতন আর তারপর ফেটে পড়ে। তখন কারও কিছুই করার থাকে না।'

হ্যাঁ ঠিক তাই। ঘৃণা নিয়ে আরও রক্তক্ষয়। তাতে বরাবর লাভ হয়েছে একশ্রেণির। দেশভাগ কিন্তু শুধু ধর্মের ভিত্তিতে নয়, ধর্মের আড়ালে দুটো সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণির মানুষের নিজেদের ক্ষমতালিপ্সাও লুকিয়ে ছিল। তাই দেশভাগে সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হলেও, এপারের ক্ষমতার অলিন্দে থাকা লোকজন ওপারে গিয়েও ক্ষমতার অলিন্দেই ছিলেন। ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ছাড়া ক্রমাগত বিরূপ হতে থাকা পৃথিবীতে মানুষ প্রজাতির টিকে থাকা মুশকিল।

একই ভূখণ্ডের দুটো দিক। একই হাওয়া, মাটি, জল। সেই কাঁটাতারে ঝুলছেন একটি শ্রেণি : কিছুই না পাওয়া সর্বহারা শ্রেণি স্বর্ণা দাশ, ফেলানি খাতুন। আমরা যেন ভুলে না যাই।

(লেখক শিক্ষক। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৫০

আজকের দিনে প্রয়াত হন ঋষি অরবিন্দ ঘোষ।

১৯২৫

গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত হলেও সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করার বার্তা দেয় না ইসলাম। হিন্দুদের ওপর একপাক্ষিকভাবে যে অত্যাচার, অবিচার চলছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এটা মানা যায় না।

- সৈয়দ আহমেদ বুখারি

ভাইরাল/১

উট মরুভূমির জাহাজ। সেই জাহাজকেই পা মুড়ে বসিয়ে, তার ঘাড়ে শক্ত করে দড়ি বেঁধে বাইকে করে নিয়ে যাচ্ছে দুজন, যাতে সে নড়তে-চড়তে না পারে। উটটির কষ্ট চোখে মুখে ফুটে উঠছে। মর্মান্তিক এই ভিডিও ভাইরাল। নিন্দায় নেট দুনিয়া।

ভাইরাল/২

এমন বন্ধু আর কে আছে... সাংসদ শশী থারুর বাগানে বসে কাগজ পড়ার সময় একটি বাঁদর সটান তাঁর কোলে এসে বসে। তিনি বাঁদরটিকে কয়েকটা কলা খাইয়ে দেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে বাঁদরটি। শশী-শাখামৃগের স্নেহালিঙ্গনের ছবি ভাইরাল।

জনমত

যানজটে নাজেহাল শিবমন্দিরবাসী

শিলিগুড়ি মহকুমার অধীন আঠারোখাই পঞ্চায়েতের শিবমন্দির বাজার সংলগ্ন রেলগেটের শ্বাসরোধকারী যানজট বর্তমানে জ্বলন্ত সমস্যা। বারবার আবেদন-নিবেদন, অনুরোধ করেও কোনও সুরাহা হয়নি। যেদিন এই চত্বরে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবে সেদিন হয়তো সকলে নড়েচড়ে বসবেন।

শিবমন্দির বাজারে সবসময়ই মানুষের আনাগোনা লেগে থাকে। তার ওপর এই রাস্তায় মাঝেমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীকে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত অ্যাম্বুল্যান্স আচমকাই আটকে পড়ছে যানজটে। যানজট খুলতে দীর্ঘ সময় লেগে যাওয়ায় রোগীর বিপদ বেড়ে যাচ্ছে।

লোকমুখে শোনা যায়, শীঘ্রই নাকি এই রেলপথে আরেকটি রেলপথ সংযোজন হতে চলেছে অর্থাৎ ডাবল লাইন। এবার ভাবুন তো সমস্যা কেমন গুরুতর হবে? হয়তো দীর্ঘ সময় রেলগেট বন্ধই থাকবে। সেদিন কী দশা হবে? এই অবস্থায় শিবমন্দির বাজারের রেলগেটে যানজট সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সমীরকুমার দে (বাচ্চু), ইন্দিরাপল্লি, শিবমন্দির।

রেল-বিমানের ভাড়ায় প্রবীণদের ছাড় চাই

করোনা অতিমারির সময় থেকে রেলপথ এবং বিমানপথে সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ছাড় দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। আমরা জানি, কোনও সুবিধা একবার দিলে তা সাধারণত বন্ধ করা হয় না। রেল ও বিমানে প্রবীণদের ছাড় দেওয়ার বিষয়টি করোনা অতিমারির সময় বন্ধ করা হলেও পরে তা চালু হবে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু বহুদিন হয়ে যাওয়ার পরও এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। ফলে চিকিৎসা বা অন্যান্য প্রয়োজনে সিনিয়ার সিটিজেনরা কোনও ছাড় পাচ্ছেন না। তাঁদের জন্য অন্তত রেল কর্তৃপক্ষ ট্রেনে ছাড়ের ব্যবস্থা পুনরায় চালু করুক।

আশিস ঘোষ
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

বাস চলে না জোড়পাকড়িতে

ময়নাগুড়ি থানার জোড়পাকড়ি গ্রামে দীর্ঘদিন যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি হয়নি। সরকারি সহযোগিতায় রাস্তার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সরকারি-বেসরকারি যানবাহনের উন্নয়ন হয়নি। অর্থাৎ সরকারি বা বেসরকারি কোনও বাস জোড়পাকড়ি পর্যন্ত বা জোড়পাকড়ি থেকে চলাচল করে না। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আবেদন, জোড়পাকড়ি থেকে স্থায়ীভাবে সরকারি বাস পরিষেবা দিলে গ্রামের সকলেরই উপকার হয়।

ইন্দ্রনীল দাশ, জোড়পাকড়ি, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাঙালির দাপট দেখানোর সুযোগ হাতছাড়া

সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে চিন্তামণি করের ভাস্কর্য গুরুত্বহীন থেকে গেল। বাংলার কেউ প্রতিবাদ করল না, খুব আশ্চর্যের ব্যাপার।

মৈনাক ভট্টাচার্য

মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ' ছবির শুরুটা মনে পড়ে? ক্রেনে ঝুলিয়ে আবর্জনায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে বাতিল ব্রিটিশ শাসক-শোষক কর্তাদের সব মূর্তি। চোখের কাপড় খুলতেই ভারতের নতুন ন্যায়ের প্রতীক, সদ্য শতবর্ষ পার করা এই চলচ্চিত্র পরিচালক মানুষটাকে আর একবার মনে করিয়ে দিল। সূত্রটা অবশ্যই আর একটি ব্রিটিশ 'ঔপনিবেশিক ঝুলননামা' রীতির গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসা।

আমাদের বিচারের প্রচলিত প্রতীক তিনশো বছরের 'লেডি জাস্টিস', রোমান পুরাণের ন্যায়ের দেবী জাস্টিটিয়া এখন থেকে আর আমাদের কেউ নন, আমাদের নতুন ন্যায়ের দেবী এখন ভারতীয় চিরাচরিত শাড়িতে 'ভারত মাতা'। চোখ বেঁধে নয়, চোখ খুলে চারদিক দেখেশুনেই অপরাধের বিচার করছেন তিনি।

দিল্লি কলেজ অফ আর্টের শিক্ষক বিনোদ গোস্বামী কিন্তু এই ভাস্কর্য নির্মাণে রাজা অগস্তিন প্রবর্তিত জাস্টিটিয়াকেই রোমান পোশাক পালটে দেশজ শাড়ি পরিয়ে দিলেন, আর ভারতীয় মুখের আদলে চাপালেন মাথায় মুকুটটুকু। হিংসার দ্যোতক হাতের তলোয়ারের বদলে অবশ্য এনেছেন অহিংসার সংবিধান। তাই প্রশ্ন থেকে যায়, এই শ্বেতবর্ণের নারীমূর্তিতে মৌলিকতার কতটুকু নতুন শিল্পরস পাওয়া গেল, আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে থাকা ব্রিটিশ 'কলোনিয়াল হ্যাংওভার' থেকে কতটাই বা বের করে আনতে পারলেন তিনি?

অথচ একদম দেশজ ভাবনায় কত সমৃদ্ধ এক ন্যায়ের মূর্তি উনিশশো সাতাত্তর থেকে সুপ্রিম কোর্টের লন উজ্জ্বল করে রেখেছেন এক বাঙালি চিন্তক, ভাস্কর চিন্তামণি কর। কত অর্থবহ এই ভাস্কর্য, যেখানে নান্দনিক জ্যামিতিক কম্পোজিশনে ভারত মাতাকে একজন মহিলার মূর্তিতে চিত্রিত করা হয়েছে ভারতের রূপক হিসেবে, শিশুটিকে ব্যবহার করা হয়েছে চিরতরুণ প্রজাতন্ত্র হিসেবে আর সংবিধানকে দেখানো হয়েছে বই হিসেবে। এই শিশু আর বইকেই তো অভিভাবক হিসেবে সাতাশ বছর পেরিয়েও আগলে রেখেছেন এক মা।

সাত ফুট উচ্চতার কালো এই ব্রোঞ্জ মূর্তির সামনে দাঁড়ালে বোঝা যায় শিল্পের ভাষায় এর চেয়ে সুন্দর আর কোনও আইনের প্রতিমূর্তি বোধহয় উঠে আসতে পারে না। আমাদের 'লেডি জাস্টিস' পরিবর্তনের আগে একটিবারও কিন্তু এই মূর্তিকে ন্যায়ের নতুন প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠার কথা ভাবাই হল না। তার কারণে কোথায় যেন মিলে যায়, শুধুমাত্র হালের 'বদল চাই'-এর ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে আর এক বদলের হাল ফ্যাশনে ভেসে যাওয়ার রেওয়াজ।

ভাবতে অবাক লাগে, সুপ্রিম কোর্টের সামান্য কয়েকজন আইনজীবী বাদে দেশের শিল্প সমালোচক থেকে রাজনীতিবিদ, কারও কোন প্রতিক্রিয়াও পাওয়া গেল না এই পরিবর্তনে। সে না হয় এইসব মানুষের কোনও আবেগ জড়িত নয় বলে।

কিন্তু বাঙালি যেভাবে আজও উজ্জ্বল-চেন্নাইয়ের মেরিনা সৈকতে প্রথম সৈকত ভাস্কর্যে, শ্রম দিবসের প্রতীক হয়ে আছেন ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য 'ট্রায়ামফ অফ লেবার', কিংবা দিল্লির রিজার্ভ ব্যাংকের মূল ফটকের দ্বারপাল হয়ে আছে রামকিঙ্করের স্টোন কার্ভিং- 'যক্ষ-যক্ষী'।

পরিবর্তিত এই ন্যায়মূর্তির বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে বাঙালি কিন্তু শিল্প-সংস্কৃতির ময়দানে হেলায় হাতছাড়া করল সর্বভারতীয়ভাবে একজন বাঙালির আর একবার আস্তিন গুটিয়ে মস্তানি করার এমন সুযোগ।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। ভাস্কর ও সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০৫

পাশাপাশি : ১। লোক দেখানো বাবুগিরি ৩। সপ্তর্ষি মণ্ডলের মাঝে থাকে যে নক্ষত্র ৪। জমির জন্য ট্যাক্স ৫। প্রতিমার পেছনের আচ্ছাদন ৭। ধবধবে সাদা রং ১০। শিল্প অথবা ফল ১২। পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়া ১৪। স্বপ্নের ঘোরে শিশুর হাসি-কান্না ১৫। ইসলাম ধর্মের সুফি ১৬। এই সংখ্যাকে নবতি বলা হয়।

উপর-নীচ : ১। যে অল্পতেই দুঃখ পায় ২। কোনও ভেজাল নেই একেবারে খাঁটি ৩। নীতি বা শাস্ত্র বিরোধী আচরণ ৬। চিত্রকর অথবা চিতাবাঘ ৮। যে টাকাপয়সা চুরি করেছে ৯। পাহাড় সংলগ্ন এলাকা বা পাহাড়তলি ১১। মাপ অনুযায়ী ১৩। কাঁচা নয়, পাকা বাড়ি।

সমাধান ■ ৪০০৪

পাশাপাশি : ২। অনুপল ৫। বরগা ৬। চশমখোর ৮। বর ৯। সাল ১১। অচিন্তনীয় ১৩। পামীর ১৪। ধাবমান।

উপর-নীচ : ১। হাবভাব ২। অগা ৩। পরশ ৪। বিবর ৬। চর ৭। মশাল ৮। বসন্ত ৯। সায় ১০। অধিরথ ১১। অভুক্ত ১২। নীরব ১৩। পান।

বিন্দুবিসর্গ

Great Eastern™
We serve you best

PRESENTS

YEAR END SALE

NEWLY OPENED

KANKURGACHI
KANKURGACHI MORE
OPP. RANG DE BASANTI DHABA,
YES BANK & INDUSIND BANK

BEHALA
BESIDE BEHALA THANA
OPP. BAZAR KOLKATA

CASH BACK Upto 26000* On Debit & Credit Cards

Upto 36 MONTH EMI*

1 EMI* OFF

0 DOWN PAYMENT*

30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE

BAJAJ FINSERV HDB FINANCIAL SERVICES

kotak Kotak Mahindra Bank

IDFC FIRST Bank

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier

32 HD LED
₹ 7190

32 GOOGLE TV
₹ 9990

43 SMART TV
₹ 17990

43 4K GOOGLE TV
₹ 22990

55 4K GOOGLE TV
₹ 30490

55 4K QLED
₹ 34990

65 4K GOOGLE TV
₹ 43990

75 4K GOOGLE TV
₹ 75990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier

180 L
₹ 13490

184 L
₹ 13990

200 L
₹ 14990

235 L
₹ 21490

260 L
₹ 23490

243 L
₹ 25990

280 L
₹ 28990

368 L
₹ 47990

472 L
₹ 51990

564 L
₹ 58990

650 L
₹ 77990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier

6 KG - TL
₹ 11990

6.5 KG - TL
₹ 12990

7 KG - TL
₹ 13990

7.5 KG - TL
₹ 18290

8 KG -TL
₹ 18990

8.5 KG - TL
₹ 23990

9 KG - TL
₹ 24990

6 KG - FL
₹ 23990

6.5 KG - FL
₹ 26490

7 KG - FL
₹ 26990

8 KG - FL
₹ 32990

9 KG - FL
₹ 34990

LLOYD BLUE STAR LG SAMSUNG HITACHI Panasonic Godrej VOLTAS ONIDA Haier Carrier MITSUBISHI ELECTRIC

1.5 Ton - Inverter
₹ 30990

1.5 Ton - Inverter
₹ 36990

1.5 Ton - Inverter
₹ 36990

1.5 Ton - Inverter
₹ 31990

1.5 Ton - Inverter
₹ 36990

1.5 Ton - Inverter
₹ 33990

1.5 Ton - Inverter
₹ 34990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 35990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 44990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 42990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 35990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 44990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 39990

1.5 Ton - 5S - Inv.
₹ 40990

Racold Haier KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS

3 L ₹ 2190
5.9 L ₹ 2990
10 L ₹ 4990
15 L ₹ 5490
25 L ₹ 6990

Haier LG SAMSUNG Panasonic Godrej IFB

20 L ₹ 6490
20 L Conv. ₹ 10990
21 L Conv. ₹ 11290
23 L Conv. ₹ 12290

SAMSUNG
A16 5G (8/128)
EMI 1583
S24 5G (8/256)
EMI 2833

Apple16 (128)
EMI 3329
Apple 16 Plus(128)
EMI 3746

oppo
F27 5G (8/128)
EMI 1750
Reno12 5G(8/256)
EMI 2750

GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES

OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:

SILIGURI
Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall
84200 55257

BAGDOGRA
Near Station More, Opp. Lower Bagdogra
85840 38100

RAIGANJ
Near Sandha Tara, Bhawan
85840 64028

MALDA
Pranta Pally, N H 34
85840 64029

BALURGHAT
B.T. Park, Tank More
90739 31660

JALPAIGURI
Siliguri Main Road, Beguntari
98301 22859

S.F. ROAD
Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road
85840 64025

COOCHBEHAR
N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi
84200 55240

DALHOUSIE -
(ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

গত প্রায় ১৫ দিন ধরে দুপুরে ছাড়ে এই ট্রেন। নিত্যযাত্রীদের সমস্যা। চ্যাংরাবান্ধায়। - সংবাদচিত্র

ঝান্ডিতে লেন্সবন্দি রুফাস নেকড হর্নবিল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : ঝান্ডিতে দেখা মিলল ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে আসা রুফাস নেকড হর্নবিলের। সম্প্রতি অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় নামে এক পাখিপ্রেমী এই প্রজাতির ৫টি পাখি লেন্সবন্দি করেছেন। অনিন্দিতা জানিয়েছেন, রুফাস নেকড হর্নবিল সাধারণত উত্তর-পূর্ব ভারত ছাড়াও ভুটান, মায়ানমার, দক্ষিণ চিন, লাওস, ভিয়েতনামের মতো দেশে দেখা যায়। পাখির স্বর্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত কার্সিয়াংয়ের লাটপাঞ্চারে কেবল দুটি রুফাস নেকড হর্নবিল রয়েছে। সব মিলিয়ে ঝান্ডিতেও রুফাসের দর্শন পেয়ে দারুণ খুশি গত ২০ বছর ধরে পাখি সংরক্ষণের ওপর কাজ চালিয়ে যাওয়া অনিন্দিতা।

বর্তমানে হায়দরাবাদের বাসিন্দা কলকাতার কন্যা বলেন, 'ঝান্ডি ও লাগোয়া দূরখোলা সহ আশপাশের একাধিক স্থান প্রকৃত অর্থেই পাখিরালয়। পাহাড়ের এই মণিমাণিক্য শুধু যাঁরা পাখি ভালোবাসেন বা পাখি নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের জন্যই নয়। পর্যটকদের কাছেও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে। দরকার শুধু সঠিকভাবে প্রচারের আলোয় তুলে ধরা।'

রুফাস নেকড হর্নবিল ছাড়াও ঝান্ডিতে আরও নানা প্রজাতির পাখিও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ানো অর্নিথোফিলস-এর লেন্সে ধরা পড়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রেড ফেসড লিওচিচিলা, হিমালয়ান কিউটিয়া, পেল হেডেড উড পেকার, ব্ল্যাক থ্রোট প্যারটবিল, রিউফাস ভেন্ডেট ইউহিনা, হিমালয়ান ব্লুটেইল, স্কারলেট ফিঞ্চ। তাঁর লেন্সে ধরা পড়েছে বার্ডারদের কাছে পরম আকাঙ্ক্ষিত সাত রঙে রঞ্জিত মিসেস গোউল্ড নামে আরেক প্রজাতির পাখিও।

ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে আসা রুফাস নেকড হর্নবিল। ঝান্ডিতে।
ছবি : অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়

পাখি দেখার জন্য পাহাড়ের লাটপঞ্চার, ঋষভ, রংটংয়ের মতো স্থানগুলি সুপরিচিত। ফি বছর শীত পড়তেই কাতারে কাতারে পাখিপ্রেমীরা সেখানে ভিড় জমান। ছুটে আসেন বিদেশিরাও। তবে ঝান্ডি বা মাত্র দুই কিলোমিটার দূরের দূরখোলায় প্রচুর জানা-অজানা পাখি রয়েছে বলে অনিন্দিতা জানিয়েছেন। দার্জিলিং উড পেকার বা হিমালয়ান উড পেকারদের কাছে এইসব স্থান যেন শান্তির নীড়। দূরখোলাতে চেরি গাছের ফুলের মধু খেতে মিসেস গোউল্ড পাখি ছুটে আসে। অনিন্দিতা বলছেন, 'বহুদিন ধরেই ঝান্ডি আমাকে পাখির জন্য টানে। অন্যরাও এসে তাদের দু'চোখ ভরে দেখুক। কোনও সমস্যা নেই। তবে কখনোই যেন তাদের বিরক্ত না করা হয়। এই সব সম্পদ উত্তরবঙ্গের অহংকার।'

যে ৫টি রুফাস নেকড হর্নবিল ঝান্ডিতে রয়েছে সেগুলির মধ্যে দুটি ছানা। বাকিগুলি পরিণত। রুফাসের প্রিয় খাবার অ্যাভোকাডো ও ডুমুরের মতো ফল। স্থানীয়রা যাতে পাখিগুলিকে আগলে রাখেন সেজন্য অনিন্দিতা ও তাঁর টিম বর্তমানে সেখানে ধারাবাহিকভাবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

হয়রানির মুখে মেখলিগঞ্জ ব্লকবাসী

সকালের ট্রেন রোজ ছাড়ে দুপুরে

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ৪ ডিসেম্বর : আঠারো নয় একেবারে ছত্রিশ মাসে বছর বললেও কম বলা হবে বামনহাট-শিলিগুড়ি ডেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ক্ষেত্রে। চ্যাংরাবান্ধা স্টেশন থেকে এই ট্রেন ছাড়ার কথা সকাল ৭.৫১-এ, সেই ট্রেনকে বুধবার দুপুর প্রায় দুটোতেও চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এমনিতেই চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে একটি মাত্র ট্রেন চলাচল করে তাও সময়মতো সেই ট্রেন না থাকার কারণে মেখলিগঞ্জ ব্লকবাসীকে সমস্যায় পড়তে হয়। ট্রেন ধরতে এসে রীতিমতো নাকানিচোবানি খেতে হচ্ছে যাত্রীদের। কোনও নোটিশ ছাড়াই বিগত প্রায় ১৫ দিন এই ট্রেন দেরি করে আসে। কখনও দুপুর ১২টা কখনও আবার দুপুর দুটো।

বুধবার সকালে চ্যাংরাবান্ধার পিংকি বর্মনের ট্রেন ধরে শিলিগুড়ি যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা না পেয়ে বাসে যান। সেই কাজ শেষে যখন বাড়ি ফেরেন, তখনও চ্যাংরাবান্ধা স্টেশনে ট্রেনটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন তিনি। বললেন, 'এই ট্রেনের ভরসায় থাকলে আমার আর শিলিগুড়ি যেতে হত না আজ।'

ভোটবাড়ির বেলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা প্রফুল্ল রায়ের কথায়, 'এই ট্রেনের দেরির কারণে আমাদের হুজ্জতির শেষ নেই। সামনেই ভাগ্নির বিয়ে। গত সোমবার ওদলাবাড়ি বোনের বাড়ি যাওয়ার জন্য এই ট্রেনের অপেক্ষায় বহুক্ষণ চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু ট্রেনের দেখা মেলেনি। অগত্যা বাসে করে ময়নাগুড়ি তারপর সেখান থেকে আবার বাস পালটে ওদলাবাড়ি যেতে হল। আমাদের এখান থেকে সরাসরি তো ওদলাবাড়ি যাওয়ার বাস নেই, তাই এই ট্রেন চালু হওয়ার পর থেকে বরাবর ট্রেনেই যাতায়াত করতাম বোনের বাড়ি। কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব হচ্ছে না এত দেরি করে ট্রেন আসায়। এতে যেমন ভাড়াও বেশি লাগছে তেমনি খাটনিও।'

এই ট্রেনে করেই চ্যাংরাবান্ধার বহু ব্যবসায়ী মালপত্র নিয়ে আসেন শিলিগুড়ি থেকে। চ্যাংরাবান্ধার ব্যবসায়ী শুভজিৎ আইচের বক্তব্য, 'মালপত্র নিয়ে আসতে ট্রেনে অবশ্যই সুবিধা হয়, কিন্তু এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, ট্রেনে করে শিলিগুড়ি গিয়ে মাল নিয়ে আর বাড়ি ফেরা সেই দিন সম্ভব হবে না। সেই কারণে সমস্যা হলেও বাসে করেই যেতে হচ্ছে।'

শীতের মরশুমে অনেকেই পিকনিক কিংবা ঘুরতে যান। ধাপড়ার বাসিন্দা বিপুল বর্মনও এমনই একটা পরিকল্পনা করেছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু ট্রেনের এমন সময় দেখে প্ল্যান বাতিল করে দেন।

চ্যাংরাবান্ধা স্টেশনের স্টেশন মাস্টার এসকে সুমনের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'আমাদের কাছেও তেমন কোনও নির্দেশিকা আসেনি ট্রেন দেরি করে আসা নিয়ে। আগে জানলে আমরা সেই মতো ঘোষণা করতে পারতাম অথবা নোটিশ করতে পারতাম। চাঁপাগুড়ি মাথাভাঙ্গা লাইনে কাজ হচ্ছে শুনতে পেরেছি। সম্ভবত সেই কারণেই দেরি হতে পারে, তবে সঠিক কারণ বলতে পারব না।'

চ্যাংরাবান্ধা নাগরিক মঞ্চের তরফে পুনরায় সঠিক সময়ে ট্রেনটি চালু করার দাবি নিয়ে রেলমন্ত্রকের দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক রতন দাসের কথায়, 'কবে চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে দূরপাল্লার ট্রেন চালু হবে জানি না। কিন্তু যে ট্রেনটি চলে সেটি অন্তত যেন সঠিক সময় চালানো হয় সে নিয়েই আমরা রেলমন্ত্রকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেব।'

প্রতিনিধিদলে পদ্ম বিধায়কদের থাকার আর্জি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ভারত-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাতে রাজ্য থেকে যে প্রতিনিধিদল যাবে, তাতে বিজেপি বিধায়কদের শামিল হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। বুধবার বিধানসভায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে মানসবাবু বলেন, 'ভুটান থেকে আসা নদীর জলে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন করার জন্য দাবি জানাচ্ছি। খুব শীঘ্রই বিধানসভার এক প্রতিনিধিদল দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে। ওই প্রতিনিধিদলে বিজেপির বিধায়কদের অংশ নিতে আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিজেপির পরিষদীয় দল কিছুই জানায়নি। আমি বিধানসভায় অনুরোধ করছি, ওই প্রতিনিধিদলে আপনাদের প্রতিনিধিও থাকুক। কারণ এটা রাজ্যের সমস্যা। উত্তরবঙ্গের

ভারত-ভুটান নদী কমিশন

মানুষ আপনাদের ঢেলে ভোট দিয়েছেন। তাই আপনাদেরও কর্তব্য রয়েছে।' যদিও এদিন বিজেপির পরিষদীয় দলের তরফে তাদের সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি।

২৬ জুলাই বিধানসভার বাদল অধিবেশনে ভারত-ভুটান নদী কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। ২৯ জুলাই বিধানসভার আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'যেহেতু ইন্দো-ভুটান নদী কমিশনের বিষয়টি আন্তর্জাতিক, তাই রাজ্য সরকার এই নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। এই নিয়ে যা সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। বিধায়কদের একটি প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রীর কাছে গিয়ে রাজ্যের দাবি জানাতে পারে।' এই ব্যাপারে উদ্যোগী হতে তৎকালীন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিককে নির্দেশও দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখন পার্থ ভৌমিক বিজেপি পরিষদীয় দলকে প্রতিনিধিদলে শামিল হওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বিজেপি পরিষদীয় দল এই নিয়ে কোনও উত্তর দেয়নি।

গত বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনই তাঁর কাছে বিষয়টি জানান সুমন। বিজেপি বিধায়করা না গেলে তৃণমূল বিধায়কদেরই দিল্লি যাওয়ার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। গত সোমবার পরিষদীয় দলের বৈঠকে সেচমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, দ্রুত রাজ্যের প্রতিনিধিদল যেন দিল্লি যায়। মানসবাবু বলেন, 'রাজ্যের প্রতিনিধিদলে বিজেপি বিধায়করা না যেতে চাইলে তৃণমূল বিধায়করাই দিল্লি যাবেন।' সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'উত্তরবঙ্গের মানুষের উপকার হবে।'

স্বজনের চিন্তায় উদ্বিগ্ন রায়গঞ্জবাসী

'ফোনে প্রতীকী ভাষায় কথা বলছি'

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : অশান্ত বাংলাদেশ। টিভির পর্দায় একের পর এক ঘটনার ছবি উদ্বিগ্ন করে তুলছে এপারকেও। কেউ ফোনে প্রতীকী ভাষায় কথা বলছেন, কেউ আবার ভিসার অভাবে পরিজনদের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। কেউ আবার চিন্তিত, এই বুঝি আত্মীয়র উপর ভয়াবহ বিপদ নেমে আসবে। রায়গঞ্জের বাড়িতে বসে স্থির থাকতে পারছেন না ইটাহার হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমিত সরকার (৭৫) ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সরকার(৭০)। তাঁদের আক্ষেপ, 'এই বাংলাদেশ আমার একদম অচেনা।'

বাংলাদেশে অমিত সরকারের দাদা, দিদি ও ভাইয়ের পরিবার থাকেন। কেউ থাকেন ঢাকায়, কেউ চট্টগ্রামে ও কেউ রংপুরে। প্রত্যেকেই প্রবীণ। তবে ভাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বলে পরিবার পেনশন পাচ্ছেন না। এক ভাইঝি জলসম্পদ বিভাগে উচ্চপদে কর্মরত, তাঁকে গাড়ি দেওয়া হচ্ছে না। এদিন হতাশার কথা শোনা গেল মধুছন্দা দেবীর মুখে মুখে। প্রবীণ শিক্ষকের ছোটবেলার স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস আজও জীবন্ত। তিনি জানালেন, 'তখনকার বাংলাদেশের সঙ্গে এই বাংলাদেশের বিস্তর

> এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, যে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও নিজের নামটুকু প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেখাতে পারছেন না আমার বাবা, মা ও ভাইয়েরা। তাঁদের নিয়ে খুব বিপদে আছি। পরিবারের উপর কোনও বিপদ নেমে আসতে পারে।
>
> **শিপ্রা সরকার**
> *বীরনগর, রায়গঞ্জ*

ফারাক। ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফোনে কথা বলা যাচ্ছে না, প্রতীকী ভাষায় কথা বলতে হচ্ছে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে। যখন-তখন আক্রমণ হচ্ছে। দিদির বয়স ৯২ বছর। দাদার বয়স ৮২ বছর। খুব সমস্যার মধ্যে আছেন তাঁরা।'

রায়গঞ্জ শহরের বীরনগর এলাকার বাসিন্দা শিপ্রা সরকারের গলায় স্পষ্ট আক্ষেপ, 'এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, যে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও নিজের নামটুকু প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেখাতে পারছেন না আমার বাবা, মা ও ভাইয়েরা। তাঁদের নিয়ে খুব বিপদে আছি। পরিবারের উপর কোনও বিপদ নেমে আসতে পারে।'

রায়গঞ্জের গোয়ালপাড়ার বাসিন্দা নীতীশ সরকারের বক্তব্য, 'আমার আত্মীয়স্বজন বাংলাদেশের মানিকগঞ্জে থাকেন। তাঁরা ভারতে চিকিৎসার জন্য আসতে পারছেন না। কারণ, ভিসা দিচ্ছে না। সবাই চুপচাপ রয়েছেন। প্রচণ্ড ভয়ের মধ্যে আছেন। দেশের চারদিকে সংখ্যালঘুদের উপর যেভাবে অত্যাচার শুরু হয়েছে। প্রতিনিয়ত খবরে পড়ছি। টিভিতে দেখছি। প্রতিবাদ করার সাহসটুকু পাচ্ছি না। কারণ, ওঁদের উপর অত্যাচার হতে পারে।'

প্রবীণ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমিত সরকারের কথায়, 'আগামী ২৪ জানুয়ারি আমার ছেলের বিয়ে আছে। আত্মীয়স্বজন ছাড়াই বিয়ে সারতে হবে। তবে সবসময় যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছি।'

মেডিকেলে পুলিশ ফাঁড়ির দাবি

প্রথম পাতার পর

কলেজ ক্যাম্পাসে ৬০টি) বসানো হয়েছে। সবগুলিই সচল রয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের দাবি। আগে ৫০টি জায়গায় আলো ছিল। বর্তমানে সেটি বাড়িয়ে হাসপাতালের মোট ৯০টি জায়গায় আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। আগে হাসপাতালে ৫৭ জন নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন। নতুন করে ৪৬ জনকে নিয়োগ করায় সেই সংখ্যা বেড়ে ১০৩ জন হয়েছে। তার মধ্যে ২৭ জন মহিলা নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন।

এমএসভিপি সৌরদীপ রায়ের কথায়, 'বর্তমান পরিকাঠামো দেখে অডিট কমিটি সন্তোষ প্রকাশ করেছে। আরও কিছু প্রস্তাব রয়েছে। সেগুলির বাস্তবায়ন হলে নিরাপত্তা আরও বাড়বে।' হাসপাতালে প্রবেশপথের পাশেই পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে। যেখানে চারজন পুলিশকর্মী থাকেন। সেটি ফাঁড়িতে পরিণত হলে পুলিশকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। হাসপাতাল চত্বরের বহু জায়গায় আবর্জনা জমে রয়েছে। একটি ফান্ড তৈরি করে সেগুলি পরিষ্কারের বিষয়েও এদিন আলোচনা হয়। হাসপাতালে নতুন করে আলোর ব্যবস্থা করা হলেও এখনও কিছু জায়গায় আলো প্রয়োজন। পাশাপাশি লোকবলের অভাব রয়েছে। সবকিছুই এদিন প্রস্তাব আকারে অডিট কমিটির কাছে তুলে ধরা হয়।

চোখ রাঙাচ্ছে বাংলাদেশ

প্রথম পাতার পর

যদিও বাংলাদেশের তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারের জবাবে পালটা মিডিয়া সেল তৈরি করতে পরামর্শ দিয়েছেন ইউনূসকে।

তবে রাজনৈতিক কারণে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে প্রভাব পড়বে না বলে আশা প্রকাশ করেছেন সরকারের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজ বুধবার কেন্দ্রের উদ্দেশে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত খুলে দিয়ে সংখ্যালঘুদের আশ্রয় দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কেন্দ্রকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জিও জানিয়েছেন তিনি।

নয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার আলিপুরদুয়ার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে একটি নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, ডেপুটি সিএমওএইচ-৪ কুমারেশ ঘোষ, পুরসভার হেলথ অফিসার সুশীলকুমার বর্মা এবং এমইডি'র জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার সৌমিক অধিকারী।

রেল কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচনে বচসা

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : রেল কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচনে বচসা, দু'পক্ষের ধাক্কাধাক্কি। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে এনজেপিতে। ১১ বছর পর রেল কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচন হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে নির্বাচনের প্রথম দিনে মালদা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার মিলে কয়েক হাজার রেল কর্মচারী ভোট দিয়েছেন। সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ব্যালটে ভোটগ্রহণ চলেছে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারও ভোটগ্রহণ হবে। শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার রেল কর্মচারীরা এদিন নিউ জলপাইগুড়ির এডিআরএম অফিস চত্বরে ভোট দিতে আসেন। দুপুর বারোটা নাগাদ সেখানে বাম সমর্থিত মজদুর ইউনিয়নের সদস্যদের সঙ্গে কংগ্রেস সমর্থিত এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সদস্যদের সঙ্গে বচসা বেধে যায়। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে ঝামেলা পাকানোর অভিযোগ করেছে। ঘটনাস্থলের কাছে এনজেপি থানা। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিন প্রায় সারাদিনই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সামনে রেল কর্মচারীদের ভিড় দেখা গিয়েছে।

বেতন হয়নি এনবিএসটিসি-তে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : অন্য সমস্ত সরকারি দপ্তরে বেতন এবং পেনশন হয়ে গেলেও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে বুধবার পর্যন্ত সেটা না হওয়ায় কর্মীমহলে তীব্র শোরগোল শুরু হয়েছে। কী কারণে এমন পরিস্থিতি, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা গুঞ্জন। এমনকি বিষয়টা নিয়ে অন্ধকারে খোদ নিগমকর্তারা। এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলছেন, 'বাবা মারা যাওয়ার কারণে আমি কয়েকদিন নিগমের খোঁজখবর রাখতে পারছি না।' ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের কথায়, 'কী কারণে এখনও সরকারের টাকা ঢোকেনি, আমরা ঠিক জানি না। তবে বেতনের ১০ শতাংশ নিগম থেকে দেওয়া হয়ে থাকে (বাকি ৯০ শতাংশ সরকার দেয়)। সেটা বৃহস্পতিবার দিয়ে দেব আমরা।'

নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মী মিলিয়ে প্রায় আট হাজার জনকে বেতন, সাম্মানিক ও পেনশন দেওয়া হয়। অন্যান্য মাসে সাধারণত ১ তারিখে সেসব মিটিয়ে দেওয়া হয়। তবে চলতি মাসে বিপত্তি ঘটেছে। এর কারণ পরিষ্কার না হওয়ায় বিতর্ক বেধেছে। এব্যাপারে এদিন কথা হচ্ছিল নিগমের বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'পেনশনার্স ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা খুবই কম টাকা পান। নির্দিষ্ট সময় সেটা না ঢোকায়, অনেকেই আমাদের কাছে এসে সাহায্য চাইছেন। বলছেন, ঠিক সময়ে টাকা না পেলে বিদ্যুতের বিল কেটে যাবে। সংসার চালানো মুশকিল হবে। কবে ওঁরা টাকা পাবেন, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।'

কথা হল এক চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সঙ্গে। তাঁর গলায় হতাশার সুর, 'যা সাম্মানিক পাই, সেটা দিয়ে এমনিতেই সংসার চলে না। এর মধ্যে যদি টাকা না ঢোকে, তাহলে তো আরও মুশকিল।' পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত নিগমের তৃণমূল প্রভাবিত সংগঠনের সদস্যরাও। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সমীর সরকারের প্রতিক্রিয়া, 'বেতন এখনও না ঢোকায় কর্মীরা সংকটে পড়েছেন। আশা রাখছি, খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।'

বয়কটের ডাক

প্রথম পাতার পর

তিনি জানান, 'ট্যুর বাতিল করে সংস্থাটি আমাদের অগ্রিম ফিরিয়ে দিয়েছে।' চট্টগ্রামের শেখ শাহজাহান জানান, এই সংস্থাটির মাধ্যমে প্রতিবছর তাঁরা ভারতে বেড়াতে আসেন। এবারেও সিকিম বেড়ানো ঠিক হয়েছিল। কিন্তু সংস্থাটি ট্যুর বাতিল করেছে।

ফলে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় সিঁদুরে মেঘ দেখছে বণিক মহল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী বলেন, 'ভবিষ্যৎ ভালো দেখছি না।' নয়াবাজারের ব্যবসায়ী গোপাল খেড়িয়ার বক্তব্য, 'প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও পরোক্ষ প্রভাব পড়বেই পর্যটক কম এলে।' একই কথা বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি সুজিত বসাকের।

শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহা অবশ্য বলছেন, 'ব্যবসায়িক ক্ষতি তেমন হবে বলে মনে করছি না।' পর্যটকদের বয়কটের ডাকের সঙ্গে একমত নন বেশিরভাগ পর্যটন ব্যবসায়ী। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'কে কীভাবে বয়কট করেছে, সেটা তাদের সিদ্ধান্ত। সংগঠনগতভাবে আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। তবে সবার আগে দেশ। কেন্দ্রীয় সরকার কূটনৈতিক স্তরে কী পদক্ষেপ করছে, সেটাই দেখার।'

ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'বর্তমান অস্থিরতার প্রভাবে ক্ষতি হচ্ছে পর্যটনে।' জলপাইগুড়ি ট্যুর অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য উপদেষ্টা সব্যসাচী রায়ও বাংলাদেশি পর্যটক বয়কটের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নন। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবও কেন্দ্রের পদক্ষেপের অপেক্ষায় আছেন বলে জানান।

তোলাবাজি নিয়ে ক্ষিপ্ত উদয়ন

প্রথম পাতার পর

হঠাৎ তিনি বলে ওঠেন, কিশামত দশগ্রামের সাধু দাস কে? কতজনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন? কিশামত দশগ্রামের দিলীপ বর্মন কেন ঘর দেওয়ার নামে টাকা নিয়েছেন? একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও বহু পঞ্চায়েত সদস্য যাঁদের নাম ঘরের তালিকায় রয়েছে। কালকের মধ্যেই ঘর না নেওয়ার আবেদন জানানোর নির্দেশ দেন তিনি। উদয়ন বলেন, কোনও অঞ্চল সভাপতি ও ব্লক সভাপতি বলতে পারবেন না যে টাকা নেওয়া হয় না। একেক নেতা একেকভাবে টাকা নিয়েছেন। মঞ্চে যাঁরা বসে আছেন তাঁদেরও কেউ কেউ টাকা নিয়েছেন। ইমিডিয়েট টাকা মেটান। কীভাবে মেটাবেন তার দায়িত্ব আপনার। দল এর দায়িত্ব নেবে না।

মেলা নিয়ে মেলা কথা

প্রথম পাতার পর

সাংবাদিক সম্মেলন, উষ্মা প্রকাশ, ব্যবসায়ীদের পাশে নিয়ে বার্তা, কত কী হয়ে গেল। মেলার সময় আর বাড়ল না। এরপর ট্র্যাডিশনের কথা যদি ধরা হয়, ভাঙামেলাটা তাহলে তার মধ্যেই পড়ে। ব্যবসাপত্রের দিক তো রয়েছেই। তাই মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও দোকান সরাতে চাইছেন না ব্যবসায়ীরা। শেষপর্যন্ত মাঠ খালি করতে মাঠে নামতে হল পুলিশকে।

লোকজন বলছে, পুরসভার চাপের পরেও জেলা প্রশাসনের মেলার সময় না বাড়ানোর পিছনে সুদূর কলকাতা থেকে কলকাঠি নাড়ার গল্প আছে। উদ্দেশ্য, শাসকদলের বর্ষীয়ান নেতাকে খানিক বেকায়দায় ফেলা। তিনি কতটা বেকায়দায় পড়লেন জানা নেই, তবে রাসমেলাপ্রেমীদের যে পুরোটাই বেফায়দা, তাতে সন্দেহ নেই।

এবার আসি আলিপুরদুয়ারে। ডুয়ার্স উৎসব বয়সে রাসমেলার কাছে দুগ্ধপোষ্য বলা চলে। অথবা নবজাতক। তবে ওখানেও কম আবেগ নেই। বাম আমলের উৎসবের 'দখল' নিয়েছে তৃণমূল। এটা তো হওয়ারই ছিল। তবে এবার তার আয়োজন নিয়ে চলছে টালবাহানা। উৎসব কমিটির গদিতে বসা নেতাকে টানাটানি করছেন দলের ক্ষমতার গদিতে বসে থাকা অন্য নেতারা। আয়োজন-টায়োজন নয়, প্রসঙ্গটা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কার গায়ের জোর, থুড়ি প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি।

একপক্ষ বলছে, মেলার আয়োজনে কী ফায়দা, যদি তা থেকে ভোটবাক্সে ঘাসফুলের গাছই না গজায়! আর উৎসব কমিটির নেতা 'ওরা আমাকে আয়োজন করতে দিচ্ছে না' বলে হা-হুতাশ করে বেড়াচ্ছেন। আসলে উৎসবের আয়োজনের পিছনে তো কম টাকার খেলা নেই। টাকাকড়ির কথা বাদ দিলেও, একটা এতবড় উৎসব সাফল্যের সঙ্গে উতরে দেওয়াটা দিনশেষে নেতাদের ভাবমূর্তির পিছনে অ্যাত্তবড় একটা বাঁশের ঠ্যাকনাও দেয় বৈকি।

সেই ক্ষীর কোনও একজনেরই পেটে বছরের পর বছর যাবে, এটা সহ্য হচ্ছে না বাকিদের। তাঁরাও জায়গা চাইছেন। তাঁরাও গুরুত্ব চাইছেন। তাঁরাও ভাগ চাইছেন। আয়োজকের যে নামডাক, সেই নামডাকের ভাগ। এসবের ভাগ দিতে কে-ই বা চায়! সোশ্যাল মিডিয়ায় রটে গিয়েছে, এ বছর ডুয়ার্স উৎসব বন্ধ করার চক্রান্ত চলছে। এমনি এমনি রটেনি। রটানোর পিছনেও পরিকল্পনা রয়েছে।

কোথাও কেষ্টবিষ্টুদের কেউ মুখ ফুটে কিছু বলছেন না। অথচ 'আমরা ডুয়ার্স উৎসব বন্ধ করতে দেব না' বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দলবল পাকানো হয়ে গিয়েছে। এই তো, সেখানকার প্যারেড গ্রাউন্ডে লোকজন বিক্ষোভ দেখাতেও নেমে পড়েছিলেন। রাসমেলা নিয়ে নাহয় ফয়সলা হয়েই গিয়েছে। ডুয়ার্স উৎসবের ভাগ্যে কী আছে, জানা নেই।

এতদিনের পুরোনো, এত বড় একটা উৎসব নিশ্চয় একধাক্কায় কেবল নেতাদের পারস্পরিক খেয়োখেয়িতে বন্ধ হয়ে যাবে না। শেষমেশ, ইগোর ফাঁকফোকর গলে কোনও না কোনও উপায় বের হবেই। আর যদি না হয়, তখন তো বলার মতো, লেখার মতো মওকা এবং মালমশলা আরও অনেক পাওয়া যাবে, সন্দেহ নেই।

কথা সেটা নয়। কথা হল, নেতাদের এই খোঁচাখুঁচির মধ্যে কেন বারবার জবাই হবে আমআদমির মোচ্ছবের সুযোগগুলো?

হাতির তাড়া খেলেন পর্যটকরা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৪ ডিসেম্বর : পেছনে তাড়া করছে মা হাতি। কয়েক হাত দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে চলেছে শিবনাথ শা'র সাফারির গাড়ি। গাড়িতে বসে রয়েছেন ছয়জন পর্যটক। গত ২৫ বছরে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে এমন হাতির তাড়া খাওয়ার অভিজ্ঞতা শিবনাথের অনেকবার হয়েছে। কিন্তু বুধবারের যাত্রীদের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। দৈত্যাকার হাতিকে তেড়ে আসতে দেখে চোখমুখ শুকিয়ে গিয়েছিল ছয় পর্যটকেরই।

গাড়ির চালক শিবনাথ এবং গাইড গৌতম দাস দুজনেই জানেন, 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত'। তাঁরা জানেন, মা হাতি শুধু ভয় দেখানোর জন্য কিছুটা দূরই তাড়া করবে। তারপর ফিরে যাবে। কারণ পেছনে সন্তান রয়েছে যে। বাস্তবে হল সেটাই। তিনি বলেন, 'বুধবার বেলা দেড়টা নাগাদ যখন জলদাপাড়া নজরমিনারে যাচ্ছিলাম, তখনই হাতির দলটিকে দেখি। একটু দূরেই ছিল দলটি। ভেবেছিলাম পার হয়ে যাব। কিন্তু দলে অনেকগুলো শাবক ছিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মা হাতি তেড়ে আসে। তবে আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আমি বুঝে যাই ও আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। তাই পিছিয়ে আসি।'

শিবনাথ শা'র গাড়ি করে এদিন জলদাপাড়া ঘুরলেন দিল্লির সঞ্জয় সাহানি, কুলদীপ সিংরা। হাতির তাড়া খাওয়ার অভিজ্ঞতা কেমন? উত্তর এল, প্রথমে তো ২৩-২৪টি হাতির দল এবং তাদের সঙ্গে থাকা কয়েকটি শাবকের খুনশুটি দেখে খুশিই হয়েছিলেন। হঠাৎই দেখেন, একটা হাতি তাদের গাড়ির দিকে ছুটে আসছে। তাঁর কথায়, 'আমরা ভয় পেলেও চালক দাদা এবং গাইড দাদা আমাদের নিশ্চিন্ত করেন। বুঝলাম, ওঁরা জঙ্গলে কতটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পর্যটকদের নিয়ে ঘোরেন।'

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে এই হাতির দলের মা হাতিটি তেড়ে এসেছিল।

আরেক পর্যটক কুলদীপ সিং বললেন, 'ভেবেছিলাম, আর হয়তো বাড়ি ফেরা হবে না।' গাইড এবং গাড়িচালকের অভিজ্ঞতার প্রশংসা করলেন তিনিও। তাঁর কথায়, 'ওঁরা শুধু আমাদের শক্ত করে ধরে থাকতে বলেছিলেন। গভীর জঙ্গলের ভেতর পালানোর কোনও উপায় ছিল না।'

শিবনাথ শা জানালেন, তিনি জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে যেদিন প্রথম সাফারির গাড়ি চালু হয়েছিল, সেদিন থেকে এই কাজ করছেন। দীর্ঘ ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও বন্যপ্রাণীদের থেকে সবসময় সাবধান থাকতে হয়। বলেন, 'ওদের জায়গায় আমরা যাচ্ছি। একটু গাফিলতি হলেই বিপদ। যখনই দেখি হাতি, বাইসন, গন্ডারের দল রাস্তা পার হবে বা হচ্ছে, ওদের জায়গা ছেড়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকি।' এখন তো অনেক নতুন নতুন চালক এসেছেন, তাঁদের অনেকেই এগুলি জানেন না বলে জানালেন শিবনাথ।

মহারাজাদের স্মৃতিসৌধে ফের দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : কয়েক বছর আগের কথা। ‘গুপ্তধনের সন্ধানে’ কোচবিহারের রানিবাগানে থাকা কেশব আশ্রমে মহারাজাদের স্মৃতিসৌধ খুঁড়েছিল দুষ্কৃতীরা। এবার সেখানকার তারজালির বেড়ার একাংশ চুরির অভিযোগ উঠেছে। সেখানে কোনও নৈশপ্রহরীর ব্যবস্থাও নেই। ফলে কেশব আশ্রমের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠেছে। আবার সেরকম ঘটনা ঘটবে না তো? সেই আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

মহারাজাদের স্মৃতি বিজড়িত স্মৃতিসৌধের নিরাপত্তা বাড়াতে দ্রুত পদক্ষেপ করার দাবি উঠেছে সব মহল থেকেই। সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবিষয়ে বলেছেন, ‘সেখানকার পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য বন দপ্তরের উদ্যান ও কানন বিভাগের কাছে প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। তাঁরা প্রস্তাব জমা দিলেই সীমানা প্রাচীর, নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ আনুষঙ্গিক কাজকর্ম করা হবে।’

কাদের স্মৃতি

রাজবাড়ির ভিতরের উদ্যান থেকে কেশব আশ্রমে ১৯২৪-’২৫ সাল নাগাদ মহারাজাদের স্মৃতিসৌধ স্থানান্তরিত হয়

এখানে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ, রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ, জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ, বিরাজেন্দ্রনারায়ণের স্মৃতিসৌধ রয়েছে

কোচবিহার শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে হিতেন্দ্রনারায়ণ রোডের পাশে কেশব আশ্রম রয়েছে। ১৮৮৯ সালে এটি তৈরি হয়। এখানে উপাসনা, কীর্তন হত। পরবর্তীতে ১৯২৪-’২৫ সাল নাগাদ রাজবাড়ির ভেতরের উদ্যান থেকে মহারাজা সহ পরিবারের সদস্যদের স্মৃতিসৌধগুলি এখানে স্থানান্তর করা হয়েছিল। এখানে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ, রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ, জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ, বিরাজেন্দ্রনারায়ণ সহ অন্যদের স্মৃতিসৌধ রয়েছে। ১৯৫৪ সালে তোর্ষায় ভয়াবহ বন্যায় আশ্রমের সিংহভাগই নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। কয়েক বছর আগে স্মৃতিসৌধের পাশে মাটি খোঁড়ার অভিযোগ উঠেছিল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মনে করা হয়, সেখানে থাকা দামি কোনও

দুষ্কৃতীদের টার্গেট কোচবিহারের কেশব আশ্রম। ছবি : জয়দেব দাস

> স্মৃতিসৌধ দুষ্কৃতীরা এর আগেও খুঁড়েছিল। প্রশাসনের উচিত যত দ্রুত সম্ভব কেশব আশ্রমের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। ইতিহাস রক্ষায় সেখানে স্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী, নৈশপ্রহরীও রাখা উচিত।
>
> **-অরূপজ্যোতি মজুমদার**
> *সম্পাদক, কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটি*

সামগ্রী লোপাটের উদ্দেশ্যেই সেই কাজ করা হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে কেশব আশ্রমের নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করার প্রয়োজন থাকলেও কার্যত সরকারি উদাসীনতায় সেটি বেহাল অবস্থায় রয়েছে। শুধু বেহাল অবস্থাই নয়। নজরদারির অভাবে তারজালির বেড়াগুলি চুরি হয়ে যাচ্ছে। সৌন্দর্যায়নের অভাবে আগাছা জন্মেছে। অধিকাংশ সময়ই কেশব আশ্রম তালাবন্ধ অবস্থায় থাকে। ফলে পর্যটকরাও হেরিটেজ এই স্থাপত্য থেকে বঞ্চিত হন।

কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটির সম্পাদক অরূপজ্যোতি মজুমদার বলেছেন, ‘এর আগেও স্মৃতিসৌধ দুষ্কৃতীরা খুঁড়েছিল। প্রশাসনের উচিত যত দ্রুত সম্ভব কেশব আশ্রমের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। ইতিহাস রক্ষায় সেখানে স্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী, নৈশপ্রহরীও রাখা উচিত।’ কোচবিহারের বাসিন্দা হৃষীকেশ রায়ের বক্তব্য, ‘কোচবিহারের ইতিহাসে কেশব আশ্রমের অন্যতম গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু পর্যটকদের কাছে এই জায়গাটিকে সেভাবে তুলে ধরা হচ্ছে না। ব্রাত্যই থেকে যাচ্ছে। এখানকার নিরাপত্তা নিয়েও আমরা উদ্বিগ্ন। প্রশাসনের দ্রুত এদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।’

বাঁধের রাস্তায় ভারী যান চলাচলে শঙ্কা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : শহর সংলগ্ন বাঁধের রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ভারী যানবাহন। রাস্তার প্রধান মুখে হাইট ব্যারিয়ার থাকা সত্ত্বেও কীভাবে সেই রাস্তায় ভারী যান চলাচল করছে, সে নিয়ে চিন্তায় সেচ দপ্তর। এতে বাঁধের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে বলে বলা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে এখনই পদক্ষেপ করা দরকার বলে তাদের অভিমত। সেচ দপ্তরের আধিকারিক অসীম চৌধুরী বলেন, ‘ভারী যানবাহন যাতে বাঁধের রাস্তায় না চালানো হয়, সেজন্য বিভিন্ন জায়গায় হাইট ব্যারিয়ার লাগানো রয়েছে। ভারী যান চলাচল করলে বাঁধের ক্ষতি হতে পারে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।’

দেবীবাড়ি সংলগ্ন রাস্তা, সেচ দপ্তর সংলগ্ন রাস্তা, টাকাগাছ এলাকা সহ বাঁধের রাস্তার ওঠার সংযোগকারী বেশ কয়েকটি রাস্তা দিয়েই ট্রাক বাঁধের রাস্তায় উঠছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানা সত্ত্বেও কেন সেচ দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে না, তা নিয়ে চিন্তিত সকলেই।

শহরতলির খাগড়াবাড়ি থেকে হরিণচওড়া পর্যন্ত বিস্তৃত বাঁধের রাস্তাটি। সেই দুই মুখেই লাগানো রয়েছে হাইট ব্যারিয়ার। এছাড়াও উচ্চ বালিকা স্কুল সংলগ্ন এলাকাতেও রয়েছে হাইট ব্যারিয়ার। শহরের বুকের ওপরে যানবাহনের চাপ কমাতে ২০১৮ সালে শহর সংলগ্ন বাঁধের ওপর বাইপাস রাস্তাটি তৈরি করে সেচ দপ্তর। সেসময় বাঁধের রাস্তাটির উদ্বোধন করেন তৎকালীন সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। শহরকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাতেই এই বাঁধটি তৈরি করা হয়েছিল। নজরদারির অভাবে বাঁধ দখল করে দোকানপাট তৈরির অভিযোগ সামনে এসেছে। এবার বাঁধের রাস্তায় ভারী যান চলাচল করায় বাঁধের স্বাস্থ্যের ক্ষতির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

শহরের যানজট এড়াতে তখন বাঁধের রাস্তা দিয়েই নিজের গন্তব্যে যাচ্ছিলেন শহরতলির বাসিন্দা দীপায়ন পাঠক। তিনি বলেন, ‘মাঝেমধ্যেই বাঁধের রাস্তা দিয়ে ভারী যান চলাচল করতে দেখা যায়। এতে বাঁধের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। এই বাঁধই শহরকে রক্ষা করছে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।’

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল		
এ পজিটিভ	–	৩
এ নেগেটিভ	–	২
বি পজিটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	২
এবি পজিটিভ	–	১
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	১
■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল		
এ পজিটিভ	–	২
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	৮
বি নেগেটিভ	–	২
এবি পজিটিভ	–	২
এবি নেগেটিভ	–	১
ও পজিটিভ	–	১০
ও নেগেটিভ	–	২
■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল		
এ পজিটিভ	–	৬
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	১০
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	৫
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	২
ও নেগেটিভ	–	০

মেলা ভেঙেছে, রেখে যাচ্ছে মাঠে জমা প্লাস্টিকের আবর্জনা পোড়ানোর দূষণ। বুধবার রাসমেলার মাঠে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

রাসমেলা মাঠেই এবার বইমেলা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : বইমেলা নিয়ে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে জেলা শাসকের দপ্তরের কনফারেন্স রুমে বৈঠক হল বুধবার। বইমেলার পাশাপাশি গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়ন, কর্মীসংকট, গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগ সহ বিভিন্ন বিষয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা করা হয়। এবারের মেলায় প্রায় ১৫০টি স্টল আসবার কথা রয়েছে। বইয়ের প্রতি শিশুদের আকর্ষণ বাড়াতে মেলায় ছোটদের বইপত্রের ওপর জোর দেবে কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও ব্রেইলের প্রকাশনা সংস্থাকে আনবার কথা ভেবেছে কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি, ২৫ ডিসেম্বর দিনভর বইমেলা প্রাঙ্গণে শিশুদের নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হবে। জোর দেওয়া হবে স্থানীয় প্রকাশনা সংস্থার ওপরেও।

দু’বছর বাদে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলার মাঠে ফিরছে জেলা বইমেলা। চলতি মাসের ২৩ তারিখ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত এই মেলা চলবে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শিবনাথ দে, লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির সদস্য তথা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় সহ অন্যরা। কোচবিহার লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির সদস্য পার্থপ্রতিম রায় বলেন, ‘এবারের মেলায় স্থানীয় প্রকাশনী, রাজবংশী এবং কামতাপুরি ভাষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। রাসমেলার মাঠে মেলার আয়োজন হওয়ায় গত বছরের তুলনায় এবছর বইয়ের বিক্রি আরও বাড়বে বলে আমরা আশাবাদী।’

এদিকে, রাসমেলার মাঠে বইমেলা ফেরার কথা জানাজানি হতেই বিভিন্ন প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিখিলেশ রায় সামাজিক মাধ্যমে এক দীর্ঘ লেখা পোস্ট করেছেন। সেখানেই তিনি লিখেছেন, ‘রাসমেলা মাঠের তুলনায় এবিএন শীল কলেজ মাঠই বইমেলার উপযুক্ত জায়গা বলে আমি মনে করি। পরিচ্ছন্ন ও পরিমিত পরিসরে গতবছর ওই কলেজ মাঠে বইমেলার পরিবেশ অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। রাসমেলা মাঠের প্রধান সমস্যা, সেখানে অনুষ্ঠান মঞ্চে উচ্চগ্রামে মাইক বাজানো হয়। স্টলগুলোর বলয়টা এত ছড়ানো থাকে যে, এমাথা ওমাথা হেঁটে অনেকটা দূরের সব স্টলে যাওয়াটাই অনেকের পক্ষে সমস্যার কারণ হয়ে যায়। বইমেলার সুন্দর ও রুচিশীল পরিবেশ ক্রেতাদের মেলার মাঠে ঢুকতে আকর্ষণ করে। এতে বইয়ের বিক্রিও বাড়ে।’

১৫০ স্টল

- চলতি মাসের ২৩ তারিখ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত এই বইমেলা চলবে
- দু’বছর পর ঐতিহ্যবাহী রাসমেলার মাঠে ফিরছে জেলা বইমেলা
- ২৫ ডিসেম্বর দিনভর বইমেলা প্রাঙ্গণে শিশুদের নিয়ে হবে কুইজ প্রতিযোগিতা
- এবারের মেলায় ১৫০টি স্টল আসবার কথা রয়েছে বলে দাবি আয়োজকদের

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের কথাতে সহমত জানিয়েছেন অনেকেই। কেউ লিখেছেন, ‘বইমেলা তো গতবার বই কম ফাস্ট ফুড স্টল আর শিল্পী হাট মনে হয়েছে আমার।’ সৌভিক দেব নামে এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, রাসমেলার মাঠটিকে একটু অন্যভাবে সাজানো যেতে পারে। তাতে ওই স্থানটাই অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হবে।

কবি নীলাদ্রি দেবের যুক্তি, ‘বইমেলা এর আগে বিভিন্ন জায়গায় হলেও একটা বড় সময়জুড়ে রাসমেলার মাঠে হয়েছে। এছাড়া মাঠটি তুলনায় অনেকটা বড় হওয়ায় একই উঠোনের ভেতরে সব প্রকাশনা সংস্থাকে দেখা সম্ভবপর হয়।’ তবে তিনি আরও বলেন, ‘সাংস্কৃতিক অঙ্গ বইমেলার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য থাকলেও বই দেখা, বই পড়া বা বই বেছে নেওয়ার জায়গায় যাতে আঘাত না হয়, সে দিকটাও দেখা উচিত। এককথায়, মেলার কেন্দ্রবিন্দু যাতে বই-ই থাকে, সেদিকটি অবশ্যই কর্তৃপক্ষের ভাবা প্রয়োজন।’

এবিষয়ে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শিবনাথ দে বলেন, ‘সবসময় পড়তে বা বই দেখতে কারই-বা ভালো লাগে না। তাই মেলার মাঠের মাঝে কফি বা চায়ের স্টল থাকলে সেটা খাদ্যমেলা হয়ে যায় না। রাসমেলার পরিসর অনেকটাই বড়। গতবছর কলেজের মাঠে মেলা করায় কিছু প্রকাশনা সংস্থা আমাদের অভিযোগ করেছে, মাঠের মাঝে দোকান করায় তাদের সেভাবে বিক্রি হয়নি। তাই জায়গা পরিবর্তন করে রাসমেলা মাঠকে আমরা বেছে নিয়েছি।’

হলদিবাড়িতে থমকে জলপ্রকল্প, দুর্ভোগ

হলদিবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : হলদিবাড়ি শহরে বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছানোর কাজ থমকে রয়েছে। দুটি নতুন উচ্চ জলাধার তৈরির জন্য জায়গা ঠিক করে জমি পরীক্ষা করা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এক বছর পার হয়ে গেলেও এবিষয়ে কোনও তৎপরতা দেখতে পাচ্ছেন না নাগরিকরা। যদিও চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস জানিয়েছেন, ‘পুর এলাকায় পানীয় জল পরিষেবার আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কয়েকদিন বাদে ৫৮ কিমি পাইপলাইন পাতা হবে ও নতুন দুটি উচ্চ জলাধার তৈরি করা হবে। এজন্য খরচ হবে প্রায় ১৮ কোটি টাকা।

পুরসভা সূত্রে খবর, নতুন দুটি জলাধার তৈরির জন্য ৬ নম্বর ওয়ার্ডে মেলার মাঠ এলাকায় পুরসভার নিজস্ব ১১ কাঠা জমি রয়েছে। এছাড়াও ২ নম্বর ওয়ার্ডের বোলোপাড়া এলাকায় পুরসভার তরফে পাঁচ কাঠা জমি কেনা হয়েছে। ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বিশ্বাস বলেন, ‘ওই প্রকল্পের জন্য ডিপিআর তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন টেন্ডার ডাকার অপেক্ষা। তারপরেই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।’

শহরে প্রায় ৫৬০০ হোল্ডিং নম্বর রয়েছে। এরমধ্যে জলাধার তৈরির আগে ১১০০ বাড়িতে নতুন সংযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জল পেত মাত্র ৪৬০টি বাড়ি। তাঁদের অভিযোগ, বাড়িতে জলের সংযোগ থাকলেও তা থেকে পরিস্রুত পানীয় জল মেলেনা। দেড় বছর ধরে জলাধারের জল পরিস্রুত করার মেশিন অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। জলাধারের ভালব সিস্টেম জোড়াতালি দিয়ে চালানো হচ্ছে। পশ্চিমপাড়ায় অবস্থিত জলধারটির ভূগর্ভস্থ জল স্তর নেমে যাওয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পাওয়া যাচ্ছে না।

লতিফের লেপে সানাইয়ের সুর

বাঙালির সঙ্গে লেপের একটা দারুণ সম্পর্ক রয়েছে। আর লেপের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু শীতের নয়, সম্পর্ক রয়েছে বিয়েরও। লালশালুর লেপ ছাড়া আমাদের বিয়ের শয্যা ভাবাই যায় না, আলোকপাত করলেন অমৃতা দে।

দিনহাটা, ৪ ডিসেম্বর : দিনহাটার পেটলা সংলগ্ন এলাকায় লতিফ মিয়াঁর দোকানে মেলে বিয়ের লেপ। দিনহাটা থেকে পেটলা যাওয়ার রাস্তায় প্রধান সড়কের ধারেই ছোট্ট দোকানে সারি সারি রয়েছে লেপ, তোষক, পাশবালিশ, কোলবালিশ। এছাড়াও দোকানের অপর সাইডে রয়েছে রংবেরঙের কম্বল।

লেপ তোষকের কারখানায় কম্বল কেন? প্রশ্ন করতেই লতিফ মিয়াঁ জানান, অনেকেই এসে কম্বলের খোঁজ করেন। সেই কারণেই কম্বলও রাখা হয়েছে। মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল, দোকান থেকে কোনও গ্রাহক যেন ফিরে না যায়, সেই কারণেই কম্বলগুলো রাখা।

লেপ কম্বল কোথায় তৈরি হয়? জিজ্ঞেস করতেই দোকানের পেছনেই একটি কারখানায় নিয়ে গেলেন লতিফ মিয়াঁ। কারখানার ভেতরে ঢুকতেই দেখা গেল, একজন কর্মী আধুনিক মেশিন চালিয়ে পুরানো তুলো ধুনাই করছেন। কারখানার ঠিক অপরদিকেই অপর একজন কর্মী তৈরি করছেন লেপ। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কারখানায় মোট কর্মী রয়েছেন ৬ জন। সারা বছর টিমটিম করে কাজ চললেও শীতের সময় লেপ তোষক যেমন বিক্রি হয় বিয়ে বাড়ির অর্ডারও প্রচুর থাকে আর তাতেই অনেকটা পুষিয়ে যায় বলে জানালেন লতিফ।

একটা সময় এই লেপের তুলো ভরা কিংবা লাল কাপড় দিয়ে লেপ সেলাই করার কাজ শুধুই মুর্শিদাবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সেখানকার শিল্পীরাই তা করতেন। লম্বা আঁশের কার্পাস তুলোর বীজ ছাড়িয়ে লাল রঙে চুবিয়ে শুকিয়ে ভরা হত মোলায়েম সিল্ক এবং মখমলের মাঝে। সেই মখমলের রং ছিল লাল। সুগন্ধের জন্যে দেওয়া হত আতর। এখন অবশ্য দামের কারণে মখমলের কাপড় ব্যবহার হয় না। কিন্তু লাল কাপড় ব্যবহারের প্রথা চালু রয়েছে আজও। কোনও নিয়ম না হলেও আজও লেপ বানালে তা লাল কাপড়েই বানিয়ে থাকেন কারিগররা।

এখন লেপের কাপড় আর তুলোর অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।

দোকানে এসেছিলেন শিখা সাহা নামে একজন গ্রাহক। সামনেই তাঁর মেয়ের বিয়ে। তিনিও বেশ কিছু অর্ডার দিলেন লতিফ মিয়াঁকে। তাঁর বক্তব্য, ‘বিয়েতে তুলোর তৈরি লেপ বালিশ না দিলে ঠিক মানসম্মান থাকে না।’ গ্রাহক দেখে লতিফ মিয়াঁর মুখে হালকা হাসি। বললেন, ‘অক্টোবর

লেপ কারখানা

- কারখানায় একজন কর্মী আধুনিক মেশিন চালিয়ে পুরোনো তুলো ধোনাই করেন
- কারখানায় কর্মী রয়েছেন ৬ জন, একজন কর্মী তৈরি করেন লেপ
- সারাবছর টিমটিম করে কাজ চললেও শীতের সময় কাজ বেড়ে যায়
- বিয়ের মরশুমে লেপের অর্ডার বেশি থাকলে দিনরাত কাজ করতে হয়

থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বেশ ভালোই চলে কিন্তু বাকি সময়গুলো সেভাবে বিক্রি হয় না।’

অবিভক্ত বাংলার প্রথম নবাব মুর্শিদকুলি খানের আমল থেকেই রীতি অনুযায়ী এই লাল কাপড় ব্যবহার করে লেপ কম্বল তৈরি করা হত। এরপর মুর্শিদকুলি খানের মেয়ের জামাই নবাব সুজাউদ্দিন মখমলের পরিবর্তে সিল্ক কাপড় ব্যবহার শুরু করেন। তবে কেন লাল কাপড় তার নির্দিষ্ট কোনও কারণ নেই। মনে করা হয় ময়লা কম ধরে বলেই এই কাপড়ের চল বেশি।

শীতের মরশুমে চাহিদা বাড়লে সারাদিন-রাত জেগে লেপ তোষক তৈরি করেন লতিফ মিয়াঁ ও তাঁর সহকর্মীরা।

যদিও এখন লেপ, তোষকের জায়গা নিয়েছে রংবেরঙের পশমি কম্বল। কম্বলের ব্যবহার বেড়ে গেলেও চোদ্দো বছরের লেপ তোষকের তৈরির কারখানা বাঁচিয়ে রাখতে মরিয়া লতিফ মিয়াঁ। এটাই তাঁর রুজি রোজগার।

লতিফ বলেন, বিভিন্ন ধরনের তুলো দিয়ে তৈরি হয় বালিশ, লেপ, তোষক। কেউ পছন্দ করে শিমুল কেউ বা কার্পাস কেউবা বাঙ্গুর। দামও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ৩০ টাকা কেজি থেকে শুরু হয়ে ১০০ টাকা পর্যন্ত তুলোর কেজি বিক্রি হয়। লতিফ একটা সময় দিল্লিতে সেলাইয়ের কাজ করতেন। ১৪ বছর আগে বিহারের এক ধুনকরের কাছ থেকে তিনি কাজ শিখেছিলেন। কাজ শিখে নিজের ব্যবসা করবেন বলেই তিনি বাড়ি চলে আসেন এবং এই দোকান খোলেন। তাঁর কথায়, ‘দোকানে যতই বাহারি রংবেরঙের কম্বল থাকুক না কেন অনেকে আবার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তুলোর তৈরি লেপ মুড়ি দিয়েই ঘুমোতে।’ এমনই এক গ্রাহক কমল রায়। এদিন তিনি লতিফ মিয়াঁর দোকানে গিয়েছিলেন নতুন লেপ বানাতে। কথায় কথায় জানালেন, লেপের স্বাচ্ছন্দ্যবোধের কোনও বিকল্প হয় না, তুলনাও চলে না।

> দোকানে যতই বাহারি রংবেরঙের কম্বল থাকুক না কেন অনেকে আবার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তুলোর তৈরি লেপমুড়ি দিয়েই ঘুমোতে।
>
> **-লতিফ মিয়াঁ**

> বিয়েতে তুলোর তৈরি লেপ, বালিশ না দিলে ঠিক মানসম্মান থাকে না।
>
> **-শিখা সাহা**

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জল সংগ্রহ

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : নিকাশিনালা ভরা। তাতে ভাসছে পলিথিন, থার্মোকল সহ নানা পানীয়ের বোতল। এমন অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিতে সেখানে দাঁড়িয়ে একটি পাইপ থেকে পড়া পানীয় জল ভরছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ ছবি খোদ তুফানগঞ্জ শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ মদনমোহনপাড়ার। প্রশাসনকে জানিয়েও মিলছে না সুরাহা। এ ব্যাপারে স্থানীয় কাউন্সিলার অম্লান বর্মার আশ্বাস, ‘শহরে বাড়ি বাড়ি জলপ্রকল্পের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। পাইপের তুলনায় সংযোগ বেশি থাকায় কাজের গতি একটু মন্থর। এজন্য বাড়িতে আপাতত সংযোগ দেওয়া বন্ধ রয়েছে। আম্রুত প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলোচনা করে খুব শীঘ্রই সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে।’ জন্যস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার তরুব্রত রায় জানান, পুরসভা থেকে টেন্ডার করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা বাবুচন্দ্র সাহার অভিযোগ, ‘অতীতে বহুবার এমন কথা শুনেছি। কিন্তু সমস্যা মিটছে কোথায়?’

স্থানীয় কৃষ্ণ দাসের কথায়, ‘বাড়িতে জলের সংযোগ থাকলেও জল মেলে না। এতবড় এলাকায় শুধুমাত্র একজনের বাড়ির কলেই জল পড়ছে। সেটা আবার ড্রেনের ওপর। ওই কলই এখন এলাকার প্রায় ৫০টি পরিবারের ভরসা।’ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জল নেওয়ায় অনেকেই পেটের রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা করছেন। ওই ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা মালা সাহার অভিযোগ, ‘দিনে দু’বার সুতোর মতো জল আসে। জল নিতে দিন চলে যায়। এজন্য এখন অনেকেই জল কিনছেন।’

শীতের বাহারি ফুলের চারা কেনাকাটা। বুধবার কোচবিহারে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

বিশেষ পরীক্ষা তুফানগঞ্জে

তুফানগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের উদ্যোগে ২০২৪ পরখ রাষ্ট্রীয় সার্ভেক্ষণ পরীক্ষা হয়ে গেল। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ শিশু বিদ্যামন্দির ও তুফানগঞ্জ জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে পরীক্ষা হয়। দুই স্কুলে যথাক্রমে ৩০ ও ৮০ জন করে পরীক্ষা দেয়। প্রথমটি পর্যবেক্ষক ছিলেন অনু চক্রবর্তী। প্রধান শিক্ষক স্বপনকুমার আইচ জানান, পড়ুয়াদের সামগ্রিক চিন্তাভাবনার উন্নতি ঘটাতে এই বিশেষ পরীক্ষার উদ্যোগ।

‘আপনাকে জামিন দিলে কী বার্তা যাবে’

পার্থ মামলার রায় স্থগিত সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী থাকাকালীন দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি সত্যিই দুর্নীতিগ্রস্ত হলে জামিন দেওয়া যাবে না। তদন্ত আরও কিছুদূর এগোলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। তার আগে নয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর মামলায় বুধবার এমন মন্তব্যই করেছে সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ।

স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি এবং অর্থ তছরুপের মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জামিনের আবেদনের ওপর বুধবার রায় স্থগিত রেখেছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থের ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করে ইডি। সেই প্রসঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, নিজে দুর্নীতি না করে পার্থ হয়তো সেটা করেছেন কাউকে ‘শিখণ্ডী’ খাড়া করে। তাই এখনই তাঁকে জামিন দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।

এদিন বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে পার্থর হয়ে সিনিয়ার আইনজীবী মুকুল রোহতগি এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) এসভি রাজু সওয়াল করেন।

রোহতগি আদালতে দাবি করেন, দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে হেপাজতে রয়েছেন তাঁর মক্কেল পার্থ। মামলা যে গতিতে চলেছে তাতে দ্রুত নিষ্পত্তির কোনও

> আপাতদৃষ্টিতে আপনি একজন দুর্নীতিগ্রস্ত লোক। সমাজকে কী বার্তা দিতে চান আপনি? যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এভাবে সহজে জামিন পেতে পারে?
>
> **সূর্য কান্ত**
> *সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি*

সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া ইতিমধ্যে জামিন পেয়েছেন এই মামলার অন্যান্য অভিযুক্ত।

এর জবাবে বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, ‘আপনি এই ক্ষেত্রে সমতা দাবি করতে পারেন না। অন্য অভিযুক্তরা কেউ মন্ত্রী ছিলেন না।’ পার্থর ঘনিষ্ঠদের বাড়ি থেকে প্রায় ২৮ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান বিচারপতি।

রোহতগি বলেন, ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হলে তার দায় তাঁর মক্কেলের নয়। পালটা বিচারপতি সূর্য কান্তের প্রশ্ন, ‘দু’জনের বিরুদ্ধে যৌথভাবে সম্পত্তি কেনার অভিযোগ রয়েছে। মন্ত্রীর পিএ-র বাড়ি থেকে বিপুল টাকা উদ্ধার হলে মন্ত্রী কি তার দায় এড়াতে পারেন?’

ইডি পার্থর জামিনের বিরোধিতা করে জানায়, জামিনে মুক্তি পেলে তিনি সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন এবং প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করবেন। আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, ‘আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তা খুবই গুরুতর। যদি সমাজে বার্তা দেওয়া হয় যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সহজেই জামিন পেয়ে যান, তাহলে এর প্রভাব কী হবে?’ বিচারপতি সূর্যকান্ত কিছুটা ক্ষোভের সুরেই বলেন, ‘আপাত দৃষ্টিতে আপনি একজন দুর্নীতিগ্রস্ত লোক। সমাজকে কি বার্তা দিতে চান আপনি? যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এভাবে সহজে জামিন পেতে পারে?’

স্বর্ণমন্দিরে গুলি প্রাণরক্ষা সুখবীরের

চণ্ডীগড়, ৪ ডিসেম্বর : অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন শিরোমণি অকালি দলের (স্যাড) সভাপতি সুখবীর সিং বাদল। বুধবার সকাল সাড়ে ন’টা নাগাদ অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের বাইরে তাঁকে নিশানা করে গুলি চালানো হয়। সেইসময় ধর্মীয় শাস্তির বিধান মেনে সুখবীর মন্দিরের

অভিযুক্ত খালিস্তানি জঙ্গি গ্রেপ্তার

প্রবেশপথে ‘সেবাদার’ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। গুলি অবশ্য তাঁর গায়ে লাগেনি। উপস্থিত লোকজন ধরে ফেলেন হামলাকারী এক প্রবীণ ব্যক্তিকে। তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় তাঁর পিস্তলটিও।

পঞ্জাব পুলিশের স্পেশাল ডিরেক্টর জেনারেল (আইনশৃঙ্খলা) অর্পিত শুক্ল জানিয়েছেন, ধৃত ব্যক্তির নাম নারায়ণ সিং চৌরা। গুরদাসপুর জেলার বাসিন্দা। বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনালের (বিকেআই) প্রাক্তন সদস্য এবং খালিস্তানি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত তিনি।

সুখবীরের ওপর হামলার নেপথ্যের কারণ খুঁজছে পুলিশ। ঘটনার নিন্দা করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় অমৃতসরের পুলিশ কমিশনার গুরপ্রীত সিং ভুলার বলেন, এআইজি স্তরের অফিসারের নেতৃত্বে ১৭৫ জন সাদা পোশাকের পুলিশ সর্বক্ষণ ঘিরে রেখেছে স্বর্ণমন্দিরকে। মন্দির চত্বরে নিরাপত্তার কোনও খামতি নেই। বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করে অকালি দল পঞ্জাবে আম আদমি পার্টির সরকার কে দায়ী করেছে। দলের মুখপাত্র দলজিৎ সিং চিমা বলেন, ‘এর পিছনে গভীর চক্রান্ত রয়েছে। আমি জানতে চাই, মুখ্যমন্ত্রী মান রাজ্যের জন্য ঠিক কী করেছেন!’ একসুর অকাল তখতের জাঠেদার জ্ঞানী রঘুবীর সিংয়েরও। তাঁর কথায়, ‘সেবাদারের ওপর হামলা মানে গুরদোয়ারার ওপর আঘাত।’ পঞ্জাব বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস নেতা প্রতাপ সিং বাজওয়া ঘটনাটিকে ‘নিন্দনীয় ও দুঃখজনক। ‘এই হামলা সকলের জন্যই উদ্বেগের।’ সুখবীরের ওপর হামলার নিন্দা করেছেন অভিযুক্ত নারায়ণের স্ত্রী যশমিত কাউরও। বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং বলেন, ‘স্বর্ণমন্দিরে অকাল তখতের শাস্তিপালন চলাকালীন বাদলের ওপর হামলা শিখ মর্যাদার লঙ্ঘন। পঞ্জাব ইতিমধ্যে ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকের অন্ধকার যুগের ভয়াবহতা দেখেছে। নতুন করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেওয়া যায় না।’

স্বর্ণমন্দিরের সামনে গুলি চালানোর পর আততায়ীকে হাতেনাতে ধরলেন দ্বাররক্ষীরা। বুধবার অমৃতসরে।

কে এই নারায়ণ সিং চৌরা

গুরুদাসপুর জেলার বাসিন্দা নারায়ণ সিং চৌরা (৬৮) প্রাক্তন খালিস্তানি জঙ্গি। আগেও একাধিক মামলায় নাম জড়িয়েছে তাঁর।

নারায়ণের জন্ম ১৯৫৬ সালে। ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানে পাড়ি দেন তিনি। সেখান থেকে পঞ্জাবে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক পাচারের চক্র শুরু করেন। ছ’বছর ধরে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন তিনি। ওয়ান্টেড তালিকায় থাকলেও তাঁর নাগাল পায়নি পুলিশ। পাকিস্তানে থাকাকালীন গেরিলা যুদ্ধ এবং নিষিদ্ধ সাহিত্যের ওপর একটি বইও লেখেন। এরপর নয়ের দশকে দেশে ফিরে তিনি পঞ্জাবের অমৃতসর, তরন তারন এবং রোপার জেলায় একাধিক অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন।

২০০৪ সালে বুড়াইল জেল ভাঙার ঘটনাতেও দোষী সাব্যস্ত হন নারায়ণ। ওই ঘটনায় তিনিই ‘মূল ষড়যন্ত্রকারী’ ছিলেন। ৯৪ ফুট সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বাব্বর খালসা-র আন্তর্জাতিক জঙ্গি জগতার সিংহ হাওয়ারা, পরমজিৎ সিং ভেওরা এবং তাঁদের দুই সহযোগী জগতার সিং তারা ও দেবী সিংকে বুড়াইল জেল থেকে পালাতে সাহায্য করেছিলেন নারায়ণ।

অসমে নিষিদ্ধ গোমাংস

গুয়াহাটি, ৪ ডিসেম্বর : অসমে গোমাংস খাওয়ার ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করল বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। বুধবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ঘোষণা করেছেন, আজ থেকে রাজ্যের সমস্ত হোটেল, রেস্তোঁরা তো বটেই, প্রকাশ্যে গো-মাংস বিক্রি এবং খাওয়ার ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রীসভার একটি বৈঠকে।’ হিমন্ত বলেন, ‘আগে মন্দিরের ৫ কিলোমিটারের মধ্যে গোরুর মাংস বিক্রি এবং খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু আমরা সেটাকে সারারাজ্যে প্রসারিত করে দিলাম। এবার থেকে আর কেউ প্রকাশ্যে কিংবা হোটেলে গিয়ে গোমাংস খেতে পারবেন না।’ এর আগে গো-মাংস খাওয়া নিয়ে একাধিক বিজেপিশাসিত রাজ্যে রীতিমতো কড়াকড়ি হয়েছে। এবার তাতে নাম লেখাল অসমও।

অনুপস্থিত বিধায়কদের ফোন বিধানসভার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন দলের মন্ত্রী, বিধায়কদের উপস্থিতি নিয়ে এবার কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একমাত্র শারীরিক কারণ বা গুরুতর কোনও সমস্যা ছাড়া দলকে না জানিয়ে পরপর তিনদিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে শোকজের মুখে পড়তে হবে সদস্যকে। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশে নড়েচড়ে বসেছেন মন্ত্রী, বিধায়করা। শোকজের মুখে যাতে পড়তে না হয়, তার জন্য অনুপস্থিত সদস্যদের আগাম সতর্ক করছে বিধানসভা। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় থাকলে দলীয় বিধায়কদের উপস্থিতি নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী না থাকলে ট্রেজারি বেঞ্চে হাতেগোনা কয়েকজন মন্ত্রী, বিধায়ক ছাড়া বাকি সদস্যদের গরহাজির থাকাটাই দস্তুর হয়ে উঠেছে। অধিবেশনে দলীয় বিধায়কদের অনুপস্থিতি নিয়ে আগেও উষ্মা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু চলতি অধিবেশনে দলীয় বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও সদস্য পরপর তিনদিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে তাঁকে শোকজ করে কারণ জানতে চাইবে দল। উপযুক্ত কারণ ছাড়া পরপর তিনবার এই ধরনের ঘটনা ঘটলে ওই সদস্যকে সাসপেন্ড পর্যন্ত করা হতে পারে। দলের কোনও সদস্যকে অবাঞ্ছিত শোকজের মুখে যাতে পড়তে না হয়, তার জন্য বিধানসভার তরফে অনুপস্থিত ওই সদস্যদের আগাম সতর্ক করা শুরু হয়েছে। কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র গত দু-দিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকায়, তাঁকে বিধানসভা থেকে ফোন করে বৃহস্পতিবার অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। এই বিষয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে যাঁদের নির্দিষ্ট প্রশ্ন রয়েছে, তাঁরা তো বটেই, সঙ্গে ওইসব প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীরা সহ অধিবেশন চলাকালীন দলের সব সদস্যেরই উচিত বিধানসভায় উপস্থিত থাকা। আমরা উপস্থিতির দিকে নজর রাখছি। বিশেষত সকালের দিকে সদস্যদের হাজিরায় ঘাটতি রয়েছে। খুব শীঘ্রই বিষয়টি নিয়ে দলের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করব।’ চলতি অধিবেশনে এখনও ৫টি বিল ও কয়েকটি প্রস্তাব আসার কথা। সেক্ষেত্রে বিল পাশ করা বা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হলে যাতে কোনওভাবেই দলকে বিপাকে পড়তে না হয় সেই কারণেই আগাম সতর্ক থাকছে শাসকদল।

৩০তম চলচ্চিত্র উৎসব শুরু নন্দন চত্বরে, ‘নায়ক’ সিনেমার পটচিত্রের সামনে সেলফিতে বুঁদ দর্শকরা। -আবীর চৌধুরী

চলচ্চিত্র উৎসবেও মমতার অনশন প্রসঙ্গ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বুধবার থেকে শুরু হল ৩০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এদিন আলিপুরের ধনধান্য সভাগৃহে এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের থিম কান্ট্রি ফ্রান্স। সেদেশের ২১টি ছবি দেখানো হবে। উদ্বোধনী ছবি হিসেবে দেখানো হচ্ছে তপন সিনহার ‘গল্প হলেও সত্যি’। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, শত্রুঘ্ন সিনহা, গৌতম ঘোষ, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ছিলেন ফ্রান্স, আর্জেন্টিনার মতো দেশের প্রতিনিধিরাও। এবারের উৎসবে বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে মনোজ মিত্র, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, গৌতম হালদার, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিনহা, ঋত্বিক ঘটককে।

এদিন ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ২৬ দিনের অনশন প্রসঙ্গ তোলেন। বলেন, ‘তখন তপন সিনহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু উনি আমাকে একটা চিঠি লিখে আমার আন্দোলনকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।’ উল্লেখ্য, এদিনই দিল্লিতে তৃণমূলের মৌসম বেনজির নুর রাজ্যসভায় মমতার ২৬ দিন অনশনের প্রসঙ্গ তুলে তাকে ঐতিহাসিক দিন বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, ২০০৬ সালের ৪ ডিসেম্বরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষকদের অধিকার রক্ষার জন্য ২৬ দিনের অনশন শুরু করেছিলেন।

তবে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি। পরিচালক ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায়ের ছবির ‘ইতি মা’ গানটি অস্কার নমিনেশন পেয়েছে। কিন্তু আমন্ত্রণ পেয়েও খোদ পরিচালক ও সুরকার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারলেন না। অত্যন্ত ভিড়ের কারণে পুলিশ তাঁদের ভিতরে ঢুকতে দেয়নি বলেই অভিযোগ।

সম্ভাল যেতে বাধা রাহুল-প্রিয়াংকাকে

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : আশঙ্কাই সত্যি হল। সম্ভাল যেতে দেওয়া হল না রাহুল গান্ধির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলকে। গাজিয়াবাদ সীমানা থেকেই নয়াদিল্লি ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে। তাঁর বোন তথা ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাকেও ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশি বাধার মুখে পড়েও অবশ্য সম্ভাল যাওয়ার ব্যাপারে অনড় ছিলেন রাহুল-প্রিয়াংকারা। দীর্ঘ বাদানুবাদ, যুক্তিতর্কের শেষে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হন রাহুল। তাঁর আসার কথা জানার পর থেকেই সম্ভাল জেলা প্রশাসনের তরফে রাহুলকে আটকানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। গৌতমবুদ্ধ নগর ও গাজিয়াবাদের পুলিশ কমিশনার এবং আমরোহা ও বুলন্দশহরের পুলিশ সুপারকে তাঁদের জেলায় রাহুলকে আটকানোর জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন সম্ভালের জেলা শাসক রাজেন্দ্র পেনসিয়া।

এদিন কার্যত হয়েছেও তাই। রাহুল-প্রিয়াংকাকে আটকাতে গাজিয়াবাদ সীমানায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। সম্ভাল যাত্রা নিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের তিনি বলেন, ‘বিরোধী দলনেতা হিসেবে এটা আমার সাংবিধানিক অধিকার। আমাকে অনুমতি দেওয়া উচিত। আমি পুলিশের সঙ্গে একা সম্ভাল যেতে রাজি। কিন্তু আমাকে তারও অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এটা সংবিধানের পরিপন্থী।’ রায়বেরেলির সাংসদের প্রশ্ন, ‘বিজেপি কেন ভয় পেয়েছে? নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য পুলিশকে তারা এগিয়ে দিচ্ছে? সত্য এবং সম্প্রীতির বার্তাকে কেন দাবিয়ে রাখা হচ্ছে?’ মোদি সরকারকে বিঁধে রাহুল বলেন, ‘কী হয়েছে শুধুমাত্র সেটা জানার জন্যই আমরা সম্ভালে যেতে চেয়েছিলাম। আমার সাংবিধানিক অধিকার আমাকে দেওয়া হচ্ছে না। এটাই নতুন ভারত। যে ভারতে আম্বেদকরের সংবিধানকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা লড়াই জারি রাখব।’ প্রিয়াংকা বলেন, ‘রাহুল গান্ধি একটি সাংবিধানিক পদে রয়েছেন। তাই তাঁর কিছু সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে।

গাজিয়াবাদ সীমানায় সংবিধান হাতে রাহুল গান্ধি। বুধবার।

অধিবেশন ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের মেয়াদ একদিন বাড়ানো হল। বুধবার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ১০ ডিসেম্বরের পরিবর্তে বিধানসভা চলবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রসঙ্গত, প্রতিবছর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটি তৃণমূল পালন করে। এই বছর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন বিধানসভা ছুটি দেওয়া হয়েছে। যদিও বিজেপি পরিষদীয় দল শাসকদলের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে। ৭ ও ৮ ডিসেম্বর শনি ও রবিবার বিধানসভা বন্ধ থাকবে। আলোচনার দিন একটা কমে যাওয়ায় অধিবেশনের মেয়াদ একদিন বাড়ানো হল। রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘প্রথমে ঠিক হয়েছিল ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অধিবেশন চলবে। কিন্তু এদিন বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির মিটিংয়ে অধিবেশন একদিন বাড়ানো হয়েছে।’

সন্দীপ-অভিজিতের অতিরিক্ত চার্জশিট

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে সিবিআই। পরের সপ্তাহেই শিয়ালদা আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে ওই চার্জশিট জমা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই ১০০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনে সিবিআই। চার্জশিটে সেই ধারাই যুক্ত করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

সোমবার অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর শিয়ালদা আদালতে সন্দীপ ও অভিজিৎকে সশরীর হাজির করানোর কথা রয়েছে। ওইদিনই তাঁদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়া হতে পারে। অন্যথায় ওইদিন সম্ভব না হলে আগামী সপ্তাহে যে কোনও দিনই চার্জশিট দেবে সিবিআই। আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির প্রথম চার্জশিটে সন্দীপ সহ পাঁচজনের নাম ছিল। এখনও পর্যন্ত সেই চার্জশিট আদালতে গ্রহণ করা হয়নি। কারণ, সন্দীপ সরকারি আধিকারিক হওয়ায় রাজ্যের অনুমোদন দরকার। ফলে আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সন্দীপ ও অভিজিতের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট দেওয়া হলে সেটাও গ্রহণ হবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

নিরাপত্তার কারণে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে আর সশরীর আদালতে হাজির করানো হয় না। মঙ্গলবার যে চারজনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়, তাঁদের দিয়ে সঞ্জয়কে চিহ্নিতকরণের জন্য আদালতে আনা হয়েছিল।

সরানো হল গোয়েন্দা প্রধানকে

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : কয়েকদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে সিআইডির খোলনলচে বদলে দেওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। আর তার পরই বুধবার সকালেই নবান্ন থেকে নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দেওয়া হল, এডিজি (সিআইডি) পদ থেকে আর রাজাশেখরণকে সরিয়ে তাঁকে অপেক্ষাকৃত অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ পদ এডিজি (ট্রেনিং) পদে পাঠানো হল। তবে এডিজি (সিআইডি) পদে কে আসছেন সেই নির্দেশিকা এদিন জারি হয়নি। একইসঙ্গে এডিজি (ট্রেনিং) পদে থাকা দময়ন্তী সেনকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এডিজি (পলিসি) পদে নিয়ে আসা হল। পার্কস্ট্রিট কাণ্ডের পর থেকে দময়ন্তীকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়নি। এডিজি (পলিসি) পদে থাকা আর শিবকুমারকে এডিজি (ইবি) পদে নিয়ে আসা হল। এই পদে থাকা রাজীব মিশ্রকে এডিজি (মর্ডানাইজেশন) পদে নিয়ে আসা হল।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সিআইডির অন্যান্য পদেও বদল আনা হচ্ছে। একইসঙ্গে রাজ্যের সচিব পর্যায়েও বড় ধরনের রদবদলের ইঙ্গিত রয়েছে। সোমবার জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও পূর্ত, পঞ্চায়েত, কৃষি, স্বাস্থ্য দপ্তরেও কাজের গতি আরও বাড়াতে চান মুখ্যমন্ত্রী। চলতি মাসে রাজ্য মন্ত্রীসভায় রদবদলেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ নিতে নিমরাজি শিন্ডে

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে দেবেন্দ্রই

মুম্বই, ৪ ডিসেম্বর : মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি দখলের লড়াইয়ে শেষমেশ দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কাছে হেরে গেলেন একনাথ শিন্ডে। বুধবার বিজেপির বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে ফড়নবিশকে বেছে নেওয়া হয়। নাম ঘোষণার পর মহায্যুতির বাকি দুই শরিক একনাথ শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ারকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানিয়ে আসেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে তৃতীয়বার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন ফড়নবিশ। সেখানে উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির শীর্ষ নেতা-মন্ত্রীদের।

গোড়া থেকেই উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে নিমরাজি ছিলেন শিন্ডে। তবে ফড়নবিশ তাঁকে মহায্যুতি মন্ত্রীসভায় থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। এদিন ফড়নবিশ বলেন, ‘গতকাল আমি একনাথ শিন্ডেকে অনুরোধ করেছিলাম, উনি যেন মন্ত্রীসভায় থাকেন। আমি আশা করি, উনি থাকবেন।’ বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি। শিন্ডের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধের কথা অস্বীকার করে ফড়নবিশের মন্তব্য, ‘মুখ্যমন্ত্রীর পদ আমাদের কাছে শুধুমাত্র একটি টেকনিক্যাল চুক্তি মাত্র। আমরা একসঙ্গেই সিদ্ধান্ত নিতাম। আগামী দিনেও তাই করব।’ এদিন মোদির স্লোগান ধার করে ফড়নবিশ বলেন, এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়। মহায্যুতিতে সবাই ঐক্যবদ্ধই রয়েছেন।

অন্যদিকে সুর নরম করে শিন্ডের বক্তব্য, ‘আড়াই বছর আগে ফড়নবিশ আমার নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সুপারিশ করেছিলেন। এবার আমরা ওঁর নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সুপারিশ করলাম।’ ২৩ নভেম্বর মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর থেকে প্রায় ২ সপ্তাহ ধরে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল বিজেপি এবং শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনার মধ্যে। তিনি বাধা হবেন না বলে জানানো সত্ত্বেও কুর্সির দাবি থেকে সরতে রাজি ছিলেন না শিন্ডে। তাঁর দলের তরফেও বিহার মডেলের কথা তোলার পাশাপাশি মারাঠি নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কোনওভাবেই সমাধানসূত্রে পৌঁছোতে পারছিল না মহায্যুতি।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের যে আমন্ত্রণপত্র ছাপানো হয়েছে তাতে ফড়নবিশের নামের জায়গায় লেখা রয়েছে ‘দেবেন্দ্র সরিতা গঙ্গাধররাও ফড়নবিশ’। দেবেন্দ্রর মায়ের নাম সরিতা এবং বাবার নাম গঙ্গাধররাও। মহারাষ্ট্রের পরম্পরায় বাসিন্দারা নিজেদের নামের সঙ্গে বাবার নাম লেখেন বটে, কিন্তু এবার হবু মুখ্যমন্ত্রীর মায়ের নাম জুড়ে যাওয়ায় মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে চর্চা শুরু হয়েছে।

রামনবমীতেও ছুটি হাইকোর্টে

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : হাইকোর্টের ছুটির তালিকায় প্রথমবার সংযোজিত হল রামনবমীর দিনটি। ২০২৫ সালে আদালতের ছুটির ক্যালেন্ডারে রামনবমীর দিনেও ছুটি থাকছে। সম্প্রতি ফুল বেঞ্চে সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাই ২০২৫ সালে হাইকোর্টের ছুটির তালিকায় রামনবমীর দিনটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। আইনজীবীদের একাংশের বক্তব্য, ঐতিহাসিক মে দিবসে সরকারি ছুটি থাকলেও হাইকোর্টে তা ২০১৭ সাল থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ এবার থেকে রামনবমীতে ছুটি দেওয়া হবে। এটা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত নয়। বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ‘বার অ্যাসোসিয়েশনের চাপে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা জানাই।’

পানীয় জল অপচয়ে শোকজ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কাজ নিয়ে সোমবারই জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই এই দপ্তরের ১৫৫ জন ঠিকাদার ও ১৯ জন ইঞ্জিনিয়ারকে শোকজ করা হল। মূলত সঠিকভাবে কাজ না হওয়ার কারণেই তাঁদের শোকজ করা হয়েছে বলে দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন। বুধবার বিধানসভায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘পানীয় জল অপব্যবহার ও অপচয় রুখতে আমরা কঠোর পদক্ষেপ করছি। জলের অপচয়, চুরি সহ নানা অনিয়মের ঘটনায় ৪৬৭টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। গোটা রাজ্যেই দপ্তরের অফিসাররা নজরদারি চালাচ্ছেন। কোথাও কোনও অনিয়ম দেখলেই কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘পানীয় জলের সংযোগ থেকে হ্যাচারি, গাড়ির গ্যারাজ, লন্ড্রি, আইসক্রিম কারখানা সহ বিভিন্ন জায়গায় জল ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এই পরিশোধিত জল শুধুমাত্র পান করার জন্য ব্যবহার করার কথা। সেই কারণেই ওই ঠিকাদার ও ইঞ্জিনিয়ারদের শোকজ করা হয়েছে। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। ঠিকাদারদের কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।’ এদিন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পক্ষ থেকে দুটি ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্ত অভিযোগ ওই নম্বরে জানানো যাবে। নম্বরগুলি হল, ৮৯০২০৫২২২২ ও ৮৯০২০৬৬৬৬৬।

কোন জেলা থেকে কত অভিযোগ জমা হয়েছে, সেই সংক্রান্ত পরিসংখ্যানও বিধানসভায় জানিয়েছেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘পূর্ব মেদিনীপুর থেকে ৬৬টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১৫টি, উত্তর ২৪ পরগনায় ৪৬টি, পূর্ব বর্ধমানে ২১টি, নদিয়ায় ৮৩টি, মুর্শিদাবাদে ৩৪টি, হাওড়ায় ১৪টি, হুগলিতে ৩৩টি, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৯টি, মালদায় ১৭টি, বীরভূমে ২০টি, বাঁকুড়ায় ৯টি, উত্তর দিনাজপুরে ১৩টি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২২টি, পশ্চিম বর্ধমান ও আলিপুরদুয়ারে ১৪টি করে, ঝাড়গ্রামে ১২টি, কোচবিহারে ১০টি, পুরুলিয়ায় ১৩টি, জলপাইগুড়িতে ২টি ও দার্জিলিংয়ে ২টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।’

শা’য়ের কাছে সোনিয়া কন্যা

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : রাজনৈতিক মতবিরোধ দূরে সরিয়ে ভূমিধস, বন্যায় বিপর্যস্ত ওয়েনাডের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র কাছে সাহায্য চাইলেন স্থানীয় সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। বুধবার তাঁর নেতৃত্বে কেরলের সাংসদদের একটি প্রতিনিধিদল শা-র সঙ্গে দেখা করে। বৈঠকের পর প্রিয়াংকা বলেন, ‘মানবতার কারণে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ওয়েনাডের মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। আমরা ওঁকে সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছি। কেন্দ্রীয় সরকার এই দুর্দিনে পাশে না দাঁড়ালে সারাদেশে তো বটেই, ওয়েনাডের পীড়িত মানুষগুলির কাছেও ভুল বার্তা যাবে।’

কেস ডায়েরি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকের সময় ভাঙচুর ও আক্রমণের ঘটনায় কামারহাটি থানায় দায়ের হওয়া এফআইআর-এর কেস ডায়েরি জমা দিল রাজ্য।

খেলায় আজ

১৯৮৮ : কেরিয়ারের প্রথম এটিপি খেতাব জিতলেন জার্মানির প্রাক্তন টেনিস তারকা বরিস বেকার। ইভান লেন্ডলকে হারালেন ৫-৭, ৭-৬, ৩-৬, ৬-২, ৭-৬ গেমে।

সেরা অফবিট খবর

একমঞ্চে শচীন-কাম্বলি

দীর্ঘদিন পর মঙ্গলবার মুম্বইয়ে একসঙ্গে দেখা গেল শচীন তেন্ডুলকার ও বিনোদ কাম্বলিকে। একটি অনুষ্ঠানে মঞ্চের এক ধারে বসে থাকা কাম্বলির সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে কথা বলেন শচীন নিজেই। শচীন-কাম্বলিকে আবার মেলালেন তাঁদের প্রয়াত কোচ রমাকান্ত আচরেকার। তাঁর একটি স্মৃতিসৌধ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন আচরেকরের দুই প্রিয় ছাত্র। মঞ্চে উঠেই শচীন দেখতে পান বন্ধু কাম্বলিকে। তাঁর হাত ধরে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন শচীন।

উত্তরের মুখ

জেনকিন্স প্রিমিয়াম লিগ ক্রিকেটে রানা রায় (বাঁয়ে) ১২ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। ম্যাচে তাঁর দল ২০০২ ব্যাচ ৫৭ রানে ২০২৪ ব্যাচকে হারিয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. কনিষ্ঠতম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু কে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. উসমান খোয়াজা, ২. দাবা।

সঠিক উত্তরদাতারা

পিয়ালি দেবনাথ, শুভ্রা সান্যাল, সবুজ উপাধ্যায়, সনাতন বিশ্বাস, তন্ময় সাহা, কৌশভ দে, নীলরতন হালদার।

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ধোঁয়াশা রাহুলের

‘সব পজিশনে ব্যাট করতে তৈরি’

ব্যাটিং অনুশীলনে ডিফেন্সে জোর লোকেশ রাহুলের। বুধবার।

অ্যাডিলেড, ৪ ডিসেম্বর : তিনি ফর্মে ফিরেছেন। খুঁজে পেয়েছেন হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস। এখন আর পিছন ফিরে তাকাতে চান না লোকেশ রাহুল।

তাহলে তাঁর আগামীর পরিকল্পনা কী? সহজ জবাব, টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে থাকার পাশে যে কোনও পজিশনে ব্যাটিংয়ের জন্য তৈরি থাকা। সাধারণত, একজন ব্যাটার সবসময় তাঁর নির্দিষ্ট ব্যাটিং অর্ডার খোঁজেন। যার মধ্যে থাকে মানসিক সন্তুষ্টি।

রাহুল নিজেকে সেই জায়গার উপরে নিয়ে গিয়েছেন। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টে ইনিংস ওপেনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে রাহুল প্রমাণ করেছেন, মানসিকভাবে তিনি অন্য ধাতুতে গড়া। তাই আজ অ্যাডিলেড ওভালে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট শুরুর আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারতীয় দলে তাঁর সম্ভাব্য ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে যেমন ধোঁয়াশা তৈরি করেছেন রাহুল। তেমনই মানসিকভাবে তিনি কতটা শক্ত, তারও প্রমাণ দিয়েছেন। পারথ টেস্টে ছিলেন না অধিনায়ক রোহিত শর্মা। অ্যাডিলেডে তিনি খেলবেন। তাহলে রাহুলের ব্যাটিং অর্ডার কী হবে? সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল হাজির হওয়া মাত্র তাঁকে প্রশ্নটা করা হয়েছিল। জবাবে রাহুল বলেছেন, ‘যে কোনও পজিশনে ব্যাটিং করতে আমি তৈরি। শুধু ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে থাকতে চাই।’ সিরিয়াসভাবে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পাশে ফুরফুরে মেজাজে থাকা রাহুল সাংবাদিকদের সঙ্গে মজাও করেছেন। তাঁর কথায়, ‘আমার ব্যাটিং অর্ডার আমি বলব কেন? দলের তরফে আমায় এব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে বারণ করা হয়েছে।’ পরক্ষণেই নিজেও হাসতে হাসতে রাহুল বলেন, ‘নিজের ব্যাটিং অর্ডার জানি আমি। কিন্তু আপনাদের বলছি না।’

চেতেশ্বর পূজারার মতো অনেকেই ওপেনার রাহুলকে অ্যাডিলেডের গোলাপি টেস্টে তিন নম্বরে ব্যাটিং করার পরামর্শ দিয়েছেন। অধিনায়ক রোহিতকে

> দুনিয়ার সব প্রান্তে ক্রিকেট খেলেছি আমি। ফলে কোন দেশে কীভাবে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কীভাবে ইনিংসের ভিত গড়তে হবে, জানা হয়ে গিয়েছে আমার।
>
> **লোকেশ রাহুল**

যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করার সিদ্ধান্তই সঠিক হবে বলে মনে করছেন অনেকে। রাহুলের ভাবনা ভিন্ন খাতে বইছে। তাঁর কথায়, ‘দুনিয়ার সব প্রান্তে ক্রিকেট খেলেছি আমি। ফলে কোন দেশে কীভাবে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কীভাবে ইনিংসের ভিত গড়তে হবে, জানা হয়ে গিয়েছে আমার। সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই পারথে ব্যাটিং করেছিলাম। ইনিংস ওপেন করার চ্যালেঞ্জও ছিল। অ্যাডিলেডেও সেই মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামব।’

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের পরই ফর্মের কারণে প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়েছিলেন রাহুল। টিম ইন্ডিয়ার হোয়াইটওয়াশ হওয়ার সিরিজের বাকি দুই টেস্টে আর সুযোগ পাননি রাহুল। কিন্তু সেই সময়ই তাঁর কাছে বার্তা ছিল অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হয়ে টেস্টে ওপেন করতে হবে। রাহুল সেই রহস্য ফাঁস করে আজ বলেছেন, ‘নিউজিল্যান্ড সিরিজের মাঝেই আমার অস্ট্রেলিয়ায় ওপেন করার জন্য তৈরি থাকতে হতে পারে বলে জানানো হয়েছিল। ফলে মানসিকভাবে প্রস্তুতির পর্যাপ্ত সময় পেয়েছিলাম। যা আমার কাজে লেগেছে।’ ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, অধিনায়ক রোহিত অ্যাডিলেড টেস্টে মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করবেন। আর লোকেশ ওপেন করবেন যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে।

এদিকে, অ্যাডিলেড ওভালে টিম ইন্ডিয়ার নেটে আজ গোলাপি বলের বিরুদ্ধে দীর্ঘসময় অনুশীলন করেছেন রাহুল। যদিও তাঁর অনুশীলনের থেকেও বেশি আগ্রহ তৈরি হয়েছিল অধিনায়ক রোহিত বনাম জসপ্রীত বুমরাহর যুদ্ধে। গতকালের অনুশীলনে বিরাট কোহলিকে অন্তত আধ ঘণ্টা নেটে বোলিং করেছিলেন। আজ অধিনায়ক রোহিতকে অন্তত চল্লিশ মিনিট ধরে বোলিং করে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের বাইশ গজের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ভরসা দিয়েছেন বুমরাহ। মূলত অফস্টাম্পের লাইনে ব্যাক অফ লেংথের ডেলিভারি রোহিতকে করেছেন বুমরাহ।

গতকাল অ্যাডিলেড ওভালে গোলাপি বলের প্রস্তুতিতে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া, দুই দলের অনুশীলনের সময় ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রবেশাধিকার ছিল। আজ তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অভিযোগ, বহু ক্রিকেটপ্রেমী ক্রিকেটারদের সঙ্গে সেলফি তুলতে চেয়ে বিরক্ত করেছেন। তাছাড়া নেটের প্রায় ঘাড়ের উপর থেকে যেভাবে ক্রিকেটারদের বারবার বিরক্ত করা হয়েছে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট সেই বিষয়টা একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি। যদিও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া আগেই জানিয়েছিল, অ্যাডিলেডে দুই দলের প্রথম দিনের অনুশীলনে দর্শকদের প্রবেশাধিকার থাকবে। বাকি দিনগুলিতে তেমন ব্যবস্থা থাকবে না। বাস্তবে সেটাই হয়েছে আজ।

হ্যাজেলউডকে মিস করবেন লায়োন

‘ভারত মানে শুধু বিরাট-বুমরাহ নয়’

অ্যাডিলেড, ৪ ডিসেম্বর : একডজন দিনরাতের টেস্ট খেলে এগারোটিতেই জয়।

গত জানুয়ারিতে শেষ গোলাপি বলের টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিজয়রথ আটকে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে। মাঝে আর একটা দিন। আরও একটা গোলাপি বলের টেস্টের জন্য কোমর কষছে অস্ট্রেলিয়া। ০-১ পিছিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর টক্কর। তাগিদ তাই আরও বেশি।

পারথে ভারতের ধাক্কায় অবশ্য কিছুটা ব্যাকফুটে অজিরাই। তার ওপর ভারত-অজি গত দিনরাতের টেস্টের নায়ক জোশ হ্যাজেলউড নেই। মিচেল মার্শের বোলিং করা নিয়ে অনিশ্চয়তা। অজি অন্দরমহলের খবর, সম্ভবত বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই খেলবেন। যদিও নাথান লায়োনের বিশ্বাস, শুধু খেলবেনই না, বোলিংও করবেন মার্শ।

তারকা অফস্পিনার এদিন বলেছেন, ‘আমার বিশ্বাস, মিচ মার্শকে বল করতে দেখব। সত্যি কথা বলতে ওর ফিটনেস নিয়ে আমার মনে কোনও সংশয় নেই। গত অ্যাসেজে লিডস টেস্টে প্রত্যাবর্তনের পর দলের সাফল্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

> ভারত মানে শুধু বিরাট-বুমরাহ নয়। গোটা দলটাই দুর্দান্ত। বিশ্বের অন্যতম সেরা। তারকাদের পাশাপাশি একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। তাই দুই-একজনের ওপর নজর রাখলে ভুল হবে। তবে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে বদ্ধপরিকর আমরাও। -নাথান লায়োন

অ্যাডিলেডে বল করতে পারলে ও নিজেও খুশি হবে।’

মার্শের বিকল্প হিসেবে বিউ ওয়েবস্টারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মার্শকে নিয়ে লায়োনের আশা শেষপর্যন্ত না মিললে অ্যাডিলেডে অভিষেক ঘটবে পেস-অলরাউন্ডার ওয়েবস্টারের। টিম কম্বিনেশন নিয়ে অনিশ্চয়তার দোলাচল ও পারথ টেস্টের ব্যর্থতা, জোড়া চাপে প্যাট কামিন্সরা। গোলাপি টেস্টে অজিদের স্পেশাল স্ট্র্যাটেজি কী থাকে সেদিকে চোখ থাকবে।

অবশ্য হ্যাজেলউডের না থাকা যে ভারতের জন্য স্বস্তির, বলার অপেক্ষা রাখে না। বিকল্প স্কট বোল্যান্ডের দিনরাতের টেস্টের রেকর্ড ভালো হলেও জোশের থাকা-না থাকার মধ্যে ব্যবধান অনেকটাই। অ্যাডিলেডেই ৮ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ভারতকে ৩৬-এ গুটিয়ে দিয়েছিলেন। সিরিজের প্রথম টেস্টে দল ব্যর্থ হলে হ্যাজেলউডের ‘জোশ’ বজায় ছিল।

লায়োনও মেনে নিচ্ছেন, জোশকে তাঁরা মিস করবেন। গোলাপি বল কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অজি দলের সেরা পেস অস্ত্র। অতীতে বারবার তার প্রমাণ রেখেছেন। ৮টি দিনরাতের টেস্টে ৩৭ উইকেট নিয়েছেন। গড় ১৮.৮৬। লায়োনের মতে, দুর্ভাগ্য জোশকে না পাওয়া। পাশাপাশি হ্যাজেলউডের মন্তব্য নিয়ে বিভাজনের খবরকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। লায়োনের দাবি, আদ্যোপান্ত টিমম্যান।

বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহ নিঃসন্দেহে কাঁটা হতে চলেছেন। তবে লায়োনের দাবি, একজন-দুজন নয়, পুরো ভারতীয় দলই তাঁদের ভাবনায় রয়েছে। ভারতীয় দল তারকা খেলোয়াড়ে ভরা। বুমরাহর মতো অসাধারণ প্লেয়ার ভারতীয় দলে রয়েছে। আছেন বিরাটের মতো তারকা। কিন্তু ক্রিকেট টিমগেম।

স্পিন অস্ত্রে শান নাথান লায়োনের। বুধবার অ্যাডিলেডে।

আর টেস্ট-যুদ্ধে প্রতিপক্ষের প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাডিলেড টেস্টের নীলনকশায় যা অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

ভারতকে নিয়ে লায়োন আরও বলেছেন, ‘ভারত মানে শুধু বিরাট-বুমরাহ নয়। গোটা দলটাই দুর্দান্ত। বিশ্বের অন্যতম সেরা। তারকাদের পাশাপাশি একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। তাই দুই-একজনের ওপর নজর রাখলে ভুল হবে। ভারতীয় দলের প্রতিটি ক্রিকেটারকে সমীহ করলেও পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে বদ্ধপরিকর আমরা। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাকে পর্যন্ত বসিয়ে রেখেছে, যা ভারতীয় দলের শক্তি বুঝিয়ে দেয়।’

দাবি অ্যাডিলেডের পিচ প্রস্তুতকারকের

চাবিকাঠি পেসারদের হাতে, মিলবে স্পিনও

অ্যাডিলেড, ৪ ডিসেম্বর : ৩৬-এর লজ্জা নিয়ে শেষবার অ্যাডিলেড থেকে ফিরেছিল ভারত। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের সর্বনিম্ন স্কোর। সামনে আরও একটা অ্যাডিলেড টেস্ট। ফের গোলাপি বলে দিনরাতের টক্কর। আবারও কি ব্যাটারদের বধ্যভূমি হয়ে উঠবে মাঝের বাইশ গজ? শুক্রবার শুরু সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের আগে যা নিয়ে জোর জল্পনা।

অ্যাডিলেড পিচের ‘বিশ্বকর্মা’ ড্যামিয়েন হাউ অবশ্য আশ্বস্ত করছেন। দাবি, তাঁর তৈরি বাইশ গজে সবার জন্য কিছু না কিছু রয়েছে। বোলারদের পাশাপাশি ব্যাটাররাও সাহায্য পাবে। ম্যাচ যত এগোবে, স্পিনাররাও কার্যকর ভূমিকা নেবে। ম্যাচে কে ছড়ি ঘোরাবে, পূর্বাভাসের পথে হাঁটতে নারাজ। অ্যাডিলেডের পরম্পরামাফিক পিচ হয়েছে।

রাতের আলোয় নতুন গোলাপি বলের আচরণ নিশ্চিতভাবে ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণ। ড্যামিয়েনও বলে দিচ্ছেন, বোলাররা সেই সময় নতুন বলটাকে ঠিকঠাক ব্যবহার করলে দর্শকরা বিনোদনের মশলা পাবে।

অ্যাডিলেডে পা রেখে হাউয়ের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছেন প্যাট কামিন্স। তবে পুরোটাই সৌজন্যমূলক। পিচ নিয়ে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন,

> রোহিতের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি। গতকাল প্যাটের সঙ্গে দারুণ কাটল। প্যাট এবং অজি দল জানে, এখানে কী ধরনের পিচ থাকবে। প্রতি বছর একই পিচ করা হয়। গোলাপি বলকে ঠিক রাখার জন্য বাড়তি ঘাস রাখতে হয়। আর ম্যাট-লাইক শুকনো ও শক্ত ঘাসের কারণে পেস এবং বাউন্স কিছুটা বেশি। পেসাররা পুরো ম্যাচেই সাহায্য পাবে।
>
> **ড্যামিয়েন হাউ**
> অ্যাডিলেডের কিউরেটর

‘রোহিতের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি। গতকাল প্যাটের সঙ্গে দারুণ কাটল। প্যাট এবং অজি দল জানে, এখানে কী ধরনের পিচ থাকবে। প্রতি বছর একই পিচ করা হয়।’

হাউয়ের যুক্তি, দিনরাতের টেস্টের প্রয়োজনমাফিক মাঝের বাইশ গজ। ২০১৫ সালের প্রথম গোলাপি বলের টেস্ট থেকে সেটাই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। আগে ড্রপ-ইন পিচ ব্যবহার করা হত। শেষবার অ্যাডিলেডে ড্রপ-ইন পিচে খেলা হয় ভারতের বিরুদ্ধে (২০১৪-’১৫)। ফিল হিউজসের স্মরণে হওয়া টেস্ট। শেষ দিনে নাথান লায়োনের স্পিন ভেলকি জয় এনে দেয় অজিদের। ২০১৫ থেকে বদলে যাওয়া পিচে স্পিনাররা সাহায্য পেলেও চাবিকাঠি মূলত পেসারদের হাতেই।

ড্যামিয়েন জানান, গোলাপি বলকে ঠিক রাখার জন্য বাড়তি ঘাস রাখতে হয়। আর ম্যাট-লাইক শুকনো ও শক্ত ঘাসের কারণে পেস এবং বাউন্স কিছুটা বেশি। পেসাররা পুরো ম্যাচেই সাহায্য পাবে। পাশাপাশি নীচে কালো মাটির স্তর থাকায়, শেষদিকে স্পিনাররাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। একইসঙ্গে পুরোনো বল কাজে লাগানোর সুযোগ থাকবে ব্যাটারদেরও। ড্যামিয়েনের দাবি কতটা মেলে, শুক্রবার থেকে সেই হিসেব মেলানোর পালা।

যুব এশিয়া কাপ

সেমিতে ভারত

শারজা, ৪ ডিসেম্বর : সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে ১০ উইকেটে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে উঠল ভারত। বড় রান পেলেন বৈভব সূর্যবংশী। ৪৬ বলে ৭৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে জেতালেন দলকে তিনি।

আইপিএল নিলামে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে ১৩ বছরের বৈভবকে দলে নিয়েছে

ভারতকে জেতানোর পর বৈভব সূর্যবংশী ও আয়ুষ মাত্রে। বুধবার।

রাজস্থান রয়্যালস। তারপর থেকে চর্চায় তাঁর নাম। যদিও যুব এশিয়া কাপের প্রথম দুই ম্যাচে বড় রান না পাওয়ায় বৈভবকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে।

এদিকে এদিন শুরুতে ব্যাট করে ১৩৭ রান তোলে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। বাংলার পেসার যুধাজিৎ গুহ ৩ উইকেট নেন। এছাড়াও জোড়া শিকার চেতন শর্মা ও হার্দিক রাজের। রান তাড়া করতে নেমে টি২০-র মেজাজে ব্যাট করে ভারতকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেন দুই ওপেনার। বৈভবকে যোগ্য সংগত করেন আয়ুষ মাত্রে (৫১ বলে ৬৭)।

দাবি ইয়ান চ্যাপেলের

দলে ওয়ার্নারের সাহসিকতার অভাব রয়েছে

সিডনি, ৪ ডিসেম্বর : ব্যাট হাতে ক্রিজে মানে বিস্ফোরক শটের ফুলঝুরি।

নতুন হোক বা পুরোনো বল-বাইশ গজে ঝড় তোলা বরাবর বাঁয়ে হাত কা খেল। বর্তমান অস্ট্রেলিয়া দল ডেভিড ওয়ার্নারের সেই ‘বাঁয়ে হাত কা খেল’-এর অভাব টের পাচ্ছে। দাবি ইয়ান চ্যাপেলের। প্রাক্তনের যুক্তি, শুরুতে ওয়ার্নারের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং বাকিদের কাজ সহজ করে দিত। কিন্তু ওয়ার্নার অবসর নেওয়ার পর সেই দায়িত্বটা এখনও কেউ নিতে পারেনি।

ইয়ান বলেছেন, ‘আমি এখনও অপেক্ষায় আছি, কখন একজন

ব্যাটে রান না থাকলেও ফুরফুরে মেজাজে মার্নাস লাবুশেন।

অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার বলবে, ডেভিড ওয়ার্নারের দুঃসাহসী ক্রিকেট তারা মিস করছে। ওয়ার্নারের দ্রুতগতিতে রান তোলার দক্ষতা অস্ট্রেলিয়ার বাকি টপ অর্ডার ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দিত। বাইশ গজে ওর দাপুটে উপস্থিতি এবং ছাপ রেখে যাওয়া, নিশ্চিতভাবেই যা মিস করছে বর্তমান দল।’

ওয়ার্নার অবসর নেওয়ার পর বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু ওপেনিং কম্বিনেশন নিয়ে সমস্যা অব্যাহত। স্টিভেন স্মিথ বেশ কিছু টেস্টে ওপেন করলেও সুরাহা হয়নি। উলটে ব্যাটিং-কম্বিনেশন ঘেঁটে গিয়েছে। ওপেনিংয়ে টানা ব্যর্থতার জেরে স্মিথ এখন হারানো ছন্দ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। পারথে নাথান ম্যাকসুইনি ওপেন করলেও দুই ইনিংসেই ব্যর্থ।

চ্যাপেলের পরামর্শ, ওয়ার্নারের দায়িত্বটা টপ থ্রি-র মার্নাস লাবুশেন, উসমান খোয়াজাদের নিতে হবে। নতুন বলে প্রতিপক্ষ বোলারদের মাথার ওপর চেপে বসতে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে হবে। কিন্তু সমস্যা, খোয়াজা-লাবুশেনদের সহজাত ব্যাটিং-স্টাইল ঠিক এর উলটো। দুজনেই রক্ষণাত্মক ব্যাটার।

ইয়ানের আরও সতর্কবার্তা, পারথ টেস্টের পুনরাবৃত্তি যদি অ্যাডিলেডেও হয়, তাহলে ঘোর সংকটে পড়বে অস্ট্রেলিয়া। কাটাছেঁড়া চলবে ব্যাটিং নিয়ে। বড়সড়ো রদবদলও ঘটে যেতে পারে।

> আমি এখনও অপেক্ষায় আছি, কখন একজন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার বলবে, ডেভিড ওয়ার্নারের দুঃসাহসী ক্রিকেট তারা মিস করছে। ওয়ার্নারের দ্রুতগতিতে রান তোলার দক্ষতা অস্ট্রেলিয়ার বাকি টপ অর্ডার ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দিত।
>
> **ইয়ান চ্যাপেল**

‘অস্ট্রেলিয়া যদি দ্বিতীয় টেস্টেও হারে, ব্যাটিং কিন্তু আতশকাচের নীচে থাকবে। তখন অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটে প্রতিভার অভাবের বাস্তব চিত্র সামনে চলে আসবে। দল নির্বাচন হয়ে উঠবে মাথাব্যথার কারণ।’

মাইকেল ক্লার্ক আবার বিরাট কোহলিকে নিয়ে সতর্ক করছেন। বলেছেন, ‘টেস্ট ম্যাচ হারার চেয়ে আমি সবথেকে আশঙ্কায় বিরাটের শতরান পাওয়া নিয়ে। আমার ধারণা, চলতি সিরিজে ভারতের পক্ষে বিরাটই সর্বাধিক রানসংগ্রাহক হতে চলেছে।’ শুক্রবার শুরু অ্যাডিলেড টেস্টে বিরাটের সামনে বড় নজিরের হাতছানি। আরও একটা তিন অঙ্কের স্কোর মানে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ১০টি সেঞ্চুরি হবে বিরাটের।

মুস্তাকে আজ বেঁচে থাকার ম্যাচ বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বাইশ গজে বিরাট যুদ্ধ!

দুই দলের পয়েন্ট সমান। দুই দলই সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র নকআউট পর্বে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। দুই দলই চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ভালো ছন্দে রয়েছে।

সেই দুই দল, বাংলা ও রাজস্থানের ম্যাচকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে প্রবল আগ্রহ। আগামীকাল রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে বাংলা-রাজস্থান পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে এমন একটা পরিস্থিতিতে, যখন জিতলেই নকআউট পর্ব। আর হারলেই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায়। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা রাজকোট থেকে মোবাইলে বলছিলেন, ‘সর্বভারতীয় স্তরে সফল হতে হলে সব ম্যাচেই চাপ থাকবে। সাফল্যের প্রত্যাশাও থাকবে। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে আমাদের সামনে তাকাতে হবে। দল হিসেবে আমরা ভালো ছন্দে রয়েছি। আকাল রাজস্থান ম্যাচেও সেই ছন্দ ধরে রাখতে হবে।’

> সামি যেমন দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে, তেমনই বাকিরাও ভালো করছে। সবাইকে এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

বল হাতে মহম্মদ সামি ক্রমশ ছন্দে ফিরছেন। নিয়মিত উন্নতি করছেন। সামি ম্যাজিকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে টিম বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, ‘সামি যেমন দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে, তেমনই বাকিরাও ভালো করছে। সবাইকে এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।’ বাংলা দলের অন্দরে চোট-আঘাতও রয়েছে। বাঁহাতি পেসার কনিষ্ক শেঠের চোট রয়েছে। কাল তাঁর পরিবর্তে মহম্মদ কাইফ খেলতে পারেন। প্রয়াস রায়বর্মনের বদলে প্রদীপ্ত প্রমাণিকের খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। কোচ লক্ষ্মীরতনের পর্যবেক্ষণ, ‘আগামীকাল যে পিচে খেলা হবে, সেখানে আমরা একটি ম্যাচ খেলেছি। স্পিনাররা সাহায্য পেয়েছিল সেই ম্যাচে। তাই আগামীকাল প্রদীপ্তকে খেলানোর কথা ভাবছি আমরা।’ সামির ছন্দের পাশে ওপেনারের ভূমিকায় করণ লালের ফর্মও স্বস্তি দিচ্ছে বাংলাকে। শেষ ম্যাচে করণই ম্যাচের সেরা হয়েছেন অপরাজিত ৯৪ রান করে। বৃহস্পতিবার রাজস্থানের বিরুদ্ধে মরণবাঁচনের ম্যাচেও করণের ব্যাট থেকে বড় রান চাইছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট।

১০ বছর ‘কথা’ নেই মাহি-ভাজ্জির

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : জোড়া বিশ্বকাপ জয়ী দলের সতীর্থ। জাতীয় দলে দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলেছেন। আইপিএলে একই দলের জার্সি পরে মাঠেও নেমেছেন। অথচ, প্রায় দশ বছর কথাবার্তা নেই মহেন্দ্র সিং ধোনি, হরভজন সিংয়ের! এমনই অবাক দাবি খোদ হরভজনেরই। বলেছেন, ‘প্রায় বছর দশেক হল আমি ধোনির সঙ্গে কথা বলি না।’

কারণ অবশ্য ব্যাখ্যা করতে রাজি হননি। হরভজন বলেছেন, ‘আমি ধোনির সঙ্গে কথা বলি না। যখন চেন্নাই সুপার কিংসে খেলতাম, তখন মাঠের মধ্যে ক্রিকেট সংক্রান্ত কিছু

কথা হলেও বাকি সময়ে কখনও কথা হত না। প্রায় বছর দশেক হয়ে গেল। কেন বলি না, আমার কাছে এর নির্দিষ্ট কোনও কারণ নেই। উত্তর জানা নেই। চেন্নাইয়ে খেলার সময়ও মাঠের বাইরে কখনও কথা হয়নি। আমি ওর ঘরে কখনও যাইনি। ও আসেনি।’

যুবরাজ সিংয়ের মতো হরভজনের ক্রিকেট কেরিয়ারে দ্রুত ইতি পড়ার পিছনে অনেকেই মাহির হাত দেখেন। যুবরাজ বারবার যা নিয়ে সরাসরি আঙুল তুলেছেন। হরভজন কখনও অভিযোগের পথে হাঁটেনি। এদিনও বলেছেন, ‘ওকে নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। আমাকে নিয়ে ওর সেরকম কিছু থাকলে বলতেই পারে। কখনও ওকে ফোন করিনি আমি। এব্যাপারে আমার কিছুটা যদি, কিন্তু রয়েছে। যখন জানব, কেউ ফোন ধরবে, তখনই করব, নচেৎ নয়। তাঁকে এড়িয়ে যাব। আমার কাছে যে কোনও সম্পর্ক বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন যুবরাজ সিং, আশিস নেহেরার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে।’

‘জলে হাঁসের বিচরণ, টেস্টে পন্থের ব্যাটিং’

ঋষভকে নিয়ে দ্রাবিড়ের পর্যবেক্ষণ

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : জলে অবাধে, অনায়াসে বিচরণ করে হাঁস। এগিয়ে চলে নিজের লক্ষ্যের দিকে। ঠিক একইভাবে ব্যাট হাতে বাইশ গজে দলকে ভরসা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান ঋষভ পন্থ। পৌঁছে দেন জয়ের লক্ষ্যে।

টিম ইন্ডিয়ার শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে এভাবেই ব্রিসবেনের গাব্বায় অপরাজিত ৮৯ করে অবিশ্বাস্য, ঐতিহাসিক জয় এনেছিলেন তিনি। টেস্টের পাশে সিরিজও জিতেছিল ভারত। গাব্বায় ঋষভের সেই মায়াবী ইনিংসের পর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখে ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন ঋষভ। তাঁকে নিয়ে এবারও স্যর ডনের দেশে বিশাল প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। এহেন ঋষভকে নিয়ে আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে আবেগে ভেসেছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড়। ঋষভকে নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ, ‘যেভাবে হাঁস জলে অবাধে অনায়াস বিচরণ করে, সেভাবেই বাইশ গজে ব্যাট হাতে

জিম সেশনের ফাঁকে বিরাট কোহলি, অভিষেক নায়ারদের সঙ্গে ঋষভ পন্থ।

পারফর্ম করে টেস্ট ক্রিকেটকে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে ঋষভ।’

টিম ইন্ডিয়ার ওয়ান্ডার কিডকে নিয়ে আবেগে ভেসে দ্রাবিড় নিজেই টেনে এনেছেন গাব্বা টেস্টের প্রসঙ্গ। বলেছেন, ‘ব্রিসবেনের গাব্বার সেই টেস্ট ছিল অবিশ্বাস্য। ৩২৮ রান তাড়া করছিল ভারত। কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু ঋষভ অনায়াসে পরিস্থিতি বদলে দিয়েছিল। বাইশ গজে ও

> যেভাবে হাঁস জলে অবাধে অনায়াস বিচরণ করে, সেভাবেই বাইশ গজে ব্যাট হাতে পারফর্ম করে টেস্ট ক্রিকেটকে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে ঋষভ।
>
> **রাহুল দ্রাবিড়**

এমন সব শট খেলে, দেখে মনে হয় হাঁস জলের মধ্যে বিচরণ করছে। টেস্ট ক্রিকেটকে ভিন্ন স্তরে পৌঁছে দিচ্ছে ও।’ চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতেও দুর্দান্ত ছন্দে টিম ইন্ডিয়া। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে ভারত। শুক্রবার থেকে অ্যাডিলেডে শুরু গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট। সেই অ্যাডিলেড, যেখানে দ্রাবিড়ের দ্বিশতরান রয়েছে। অতীত ছেড়ে বাস্তবের আঙিনায় দাঁড়িয়ে ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচের পর্যবেক্ষণ, ‘সিরিজে ভারতের শুরুটা দারুণ হয়েছে। পারথের পর অ্যাডিলেডেও টিম ইন্ডিয়ার সাফল্যের ছন্দ বজায় থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস।’

অষ্টম রাউন্ডের ম্যাচ শেষে ডিং লিরেনের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন ডোম্মারাজু গুকেশ। সিঙ্গাপুরে।

টানা পঞ্চম ড্র গুকেশের

সিঙ্গাপুর, ৪ ডিসেম্বর : সাড়ে চার ঘণ্টা ও ৫১ চালের লড়াইয়ের পর দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের অষ্টম রাউন্ডের ম্যাচ ড্র করলেন ডোম্মারাজু গুকেশ ও ডিং লিরেন। ফলে দুইজনের পয়েন্ট দাঁড়াল-৪।

গতকালের মত এদিনও লড়াই হল হাড্ডাহাড্ডি। শুরুর দিকে ছন্দে ছিলেন গুকেশ। সময় নষ্ট করে বেশ কয়েকবার চাপে পড়ে যান লিরেন। কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচে ফেরেন তিনি। ২৬, ২৭ ও ২৮ নম্বর চালে ভুল করে গুকেশ ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারান। তারপরও আক্রমণাত্মক খেলা চালিয়ে যান গুকেশ। এমনকি ম্যাচ থ্রি ফোল্ড রিপিটেশনে (ম্যাচ তিনবার একই জায়গায় এসে দাঁড়ালে সেই পরিস্থিতিকে থ্রি ফোল্ড রিপিটেশন বলা হয়। এমন অবস্থায় কোনও প্রতিযোগী ড্রয়ের আবেদন করতে পারে।) ড্র করার সুযোগ থাকলেও সে পথে না গিয়ে গুকেশ জেতার জন্য ঝাঁপিয়েছিলেন। ম্যাচের পর গুকেশের মন্তব্য, 'খুব একটা খারাপ অবস্থায় ছিলাম না। মনে হয়েছিল জেতার সুযোগ আছে। তাই খেলা চালিয়ে যাই।'

অন্যদিকে, গুকেশের ওপেনিং নিয়ে লিরেনের মন্তব্য, 'শুরুর দিকে এতটা সময় নিচ্ছি কারণ গুকেশের ওপেনিং সত্যিই আমাকে চমকে দিচ্ছে।'

ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ ফাইনালে

মাসকাট, ৪ ডিসেম্বর : জুনিয়ার এশিয়া কাপ হকির ফাইনালে দেখা যাবে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত মঙ্গলবার সেমিফাইনালে ৩-১ গোলে হারিয়েছে মালয়েশিয়াকে। ভারতের হয়ে গোল করেন দলরাজ সিং, রোহিত ও সারদানন্দ তিওয়ারি।

১০ মিনিটে দলরাজ সিং ভারতকে এগিয়ে দেন। ৪৫ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান রোহিত। শেষ কোয়ার্টারে তৃতীয় গোলটি করেন

জুনিয়ার এশিয়া কাপ হকি

সারদানন্দ তিওয়ারি। ম্যাচের শেষলগ্নে কামারুদ্দিন মালয়েশিয়ার হয়ে একটি গোলশোধ করেন। এই নিয়ে টানা জুনিয়ার এশিয়া কাপ জয়ের হ্যাটট্রিকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভারতীয় দল। বুধবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে সেই লক্ষ্য পূরণ করতে মরিয়া পিআর শ্রীজেশের ছেলেরা। অপর সেমিফাইনালে পাকিস্তান ৪-২ গোলে জাপানকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

বাকি মরশুমে নেই কৃষ্ণা

ভুবনেশ্বর, ৪ ডিসেম্বর : বড় ধাক্কা ওডিশা এফসি-র সামনে। গুরুতর চোটের জেরে বাকি মরশুমের জন্য ছিটকে গেলেন রয় কৃষ্ণা। হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন সের্জিও লোবেরার দলের ফিজিয়ান স্ট্রাইকার। জানা গিয়েছে, তাঁর এসিএল গ্রেড থ্রি ইনজুরি রয়েছে। মুম্বই সিটি ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে কৃষ্ণার চোটের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ওডিশা কোচ লোবেরা। তিনি মেনে নেন, 'রয়ের না থাকা নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে বড় ধাক্কা।'

আইএসএলে সবে জয়ে ফিরেছে ইস্টবেঙ্গল। সময়ই বলবে তারা কতটা এগোতে পারবে। তবে ব্যক্তিগত সদর্থক ভাবনাচিন্তাগুলি একান্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সামনে মেলে ধরলেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ও দলের এক নম্বর স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস।

বিদেশের ভালো ফল কাজে লাগছে : দিমি

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

■ হালকা চালেই শুরু করা যাক! কলকাতার কী কী ভালো লাগল?

দিয়ামান্তাকোস : এই শহরটা খানিকটা গ্রিসে আমার শহরের মতোই। মানে শহর যেরকম হয় আর কী। প্রচুর বড় এবং উঁচু বাড়ি। কোচি একটু গ্রীষ্মপ্রধান জায়গা, সমুদ্রে ধারগুলো যেমন হয়। এখানে এসে আমার নিজের শহরে থাকার মতো অনুভূতি হচ্ছে। আসলে আমি এথেন্সে জন্মেছি ও বড় হয়েছি তো তাই এরকম জায়গাই আমার পছন্দের।

■ এখানকার খাবার খেয়েছেন?

দিয়ামান্তাকোস : এখানকার খাবার বড্ড মশালাদার। একদম খেতে পারি না। চিকেন টিক্কা ভালো।

■ ইলিশ মাছ খেয়েছেন? ইস্টবেঙ্গলের মাছ এটা।

দিয়ামান্তাকোস : না, খাইনি। জানতাম না। এবার খেয়ে দেখব।

■ সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসাবে আপনি যে কোনও দলে যেতে পারতেন। কিন্তু গত চার বছর শেষদিকে থাকা ইস্টবেঙ্গলে আসার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন?

দিয়ামান্তাকোস : শুরুতে ইমামি ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ যখন কথা বলে তখন এই ক্লাবের ইতিহাস সম্পর্কে শুনি। এমন একটা দলে যোগ দিতে চেয়েছিলাম, যাদের ট্রফি জয়ের ঐতিহ্য ও সম্মান আছে। ইস্টবেঙ্গল অতীতের গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে চলেছে, সেটাও আমাকে বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়। তাছাড়া এবার এএফসি টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগও কারণ। অনেককিছু করার সুযোগ আছে বলে মনে হয়েছিল।

■ এই কোচ আসার আগে কখনও মনে হয়েছে, না এলেই ভালো হত?

দিয়ামান্তাকোস : না, মনে হয়নি। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সেই বিষয়ে এই ধরনের কিছু ভাবলে তাতে ভালো হয় না। একবার বেছে নিয়েছ মানে এবার সফর শেষ করতেই হবে। তাছাড়া এবার দলগঠন নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন ছিল না। হয়তো সবসময় সবকিছু ঠিক যায় না। কিন্তু সেটা তো নিজেদেরই ঠিক করতে হয়।

■ অস্কার ব্রুজোঁ আসার পর কীরকম পরিবর্তন চোখে পড়ছে?

দিয়ামান্তাকোস : প্রত্যেক কোচের ফুটবল আদর্শ আলাদা হয়। আসল পরিবর্তন হয়েছে মানসিকতায়। আমাদের এটাই সমস্যা ছিল। ম্যাচ হারতে শুরু করলে নিজেদের প্রতি বিশ্বাসটা হারিয়ে যায়। তখন সেটা ফিরিয়ে আনাই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। এই নতুন কোচ এসে বিশ্বাসটা প্রথমে ফিরিয়েছেন। এবার এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

■ শুধু মানসিকতার পরিবর্তন নাকি সাজঘরের পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ?

দিয়ামান্তাকোস : সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ওটা। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেটা ছিল না। তুমি নিজের সেরাটা দিচ্ছ অথচ হারতেই থাকো, হারতেই থাকো, তখন মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। আমরা সেটাই বদলেছি। ফলে জয়ে ফিরতে পেরেছি। বদলটা লাগে। ২৫ জন ফুটবলারকে তো আর বদলানো যায় না। তাই কোচের বদল হয়েছে।

■ ফিটনেস কি সঠিক জায়গায় ছিল?

দিয়ামান্তাকোস : এটা নিয়ে আমার কিছু না বলাই ভালো। কোচরাই বলতে পারবেন। আমার ফিটনেস বেড়েছে, এটুকুই বলতে পারি।

■ এখনও আপনারা লিগ তালিকার ১৩ নম্বরেই আছেন মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে। কতটা এগোনো সম্ভব?

দিয়ামান্তাকোস : এখনও অনেক দূর যেতে হবে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, জয়ের ধারাবাহিকতা। মরশুমের শেষ অবধি নিংড়ে দিতে হবে। তারপর দেখা যাবে!

■ একটা দল যখন ভালো করে তখন তাদের একজন ভালো নেতা থাকে। মাঠের থেকেও বেশি মাঠের বাইরে। আপনাদের দলে সেটা কে ?

দিয়ামান্তাকোস : আমাদের দলে তিন-চারজন এমন আছে যারা জুনিয়ারদের সাহায্য করে। ভারতীয়-বিদেশি মিলিয়ে অভিজ্ঞরা। খারাপ সময়ে জুনিয়ারদের পাশে থাকাটা জরুরি। খারাপ সময়েও আমাদের মধ্যে একতা ছিল।

■ গত বছরের সর্বোচ্চ গোলদাতার সবে গোল পাওয়া শুরু হল। শুরুটা এত খারাপ কেন? দল গোল খেলে কি স্ট্রাইকারদের চাপ হয় ?

দিয়ামান্তাকোস : আসলে ম্যাচ না জিতলে গোল করার আত্মবিশ্বাসটা কমে গিয়ে কাজটা কঠিন হয়ে ওঠে। আমি সবসময় জিততে আর গোল করতে পছন্দ করি। ভালো লাগছে সেটা শুরু করতে পেরে। আশা করছি, এভাবেই চলবে এখন।

গোল হজম করলে গোটা দলই সমস্যায় পড়ে। গোল না খেলে অন্তত একটা পয়েন্ট আসবে। গোল করলে জয়ের সুযোগ বাড়ে। এএফসির পর থেকে টানা পাঁচ ম্যাচ আমরা হারিনি। তাতে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। এটার দরকার ছিল। বিদেশে ভালো কিছু দলের বিপক্ষে খেলে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফেরাটা আইএসএলে কাজে লাগছে।

■ এএফসিতে আরও ভালো করার আশা রাখেন?

দিয়ামান্তাকোস : অবশ্যই। তবে এখনও মাস চারেক বাকি। আপাতত আইএসএলে মনোনিবেশ করেছি আমরা। কোনও টুর্নামেন্টে একবার ভালো কিছু করলে আরও এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য থাকবেই।

■ হবি কী ?

দিয়ামান্তাকোস : বাবা হওয়ার পর থেকে ছেলে পানোস আমার যাবতীয় ফাঁকা সময় নিয়ে নিয়েছে। ওর সঙ্গে খেলি, ওকে এখানে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করে দিয়েছি। সেখানে নিয়ে যেতে হয়। স্ত্রীকেও সময় দিতে হয়।

চলতি আইএসএলে বাকি সফরে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের ফর্মের উপর ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁর রণনীতি অনেকটাই নির্ভর করবে।

ভারতীয় ফুটবলে বাগান এখন বেঞ্চমার্ক : অস্কার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

■ দশ বছর আগেই এদেশে কোচিং শুরু করেন। স্পোর্টিং ক্লাব দ্য গোয়া, মুম্বই সিটি এফসি হয়ে এবার কলকাতায়। ফুটবল পরিবেশে কী পার্থক্য দেখছেন?

অস্কার : সেই ২০১১ সাল থেকেই গোয়া এবং কলকাতা যে ভারতীয় ফুটবলের মূল জায়গা এটা বুঝেছিলাম। তাই এখানকার ঐতিহ্য, বড় ক্লাবের পরম্পরা, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের মতো ক্লাবগুলোর সম্পর্কে আমার ভালোই জানা ছিল। তখন গোয়াতে ডেম্পো, সালগাঁওকার, চার্চিল ব্রাদার্স, স্পোর্টিংয়ের মতো দলগুলির মধ্যেও এসব ছিল যা এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে ওদেরটা ভেঙে পড়েছে। এটা আনন্দের যে কলকাতার দুই ক্লাব নিজেদের সঠিক পথে চালিত করেছে। স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে পারাটা জরুরি।

■ প্রত্যেক কোচেরই নিজস্ব ফুটবল দর্শন থাকে। আপনার দর্শন কী?

অস্কার : এটা একটা জটিল বিষয়। প্রথমত একজন কোচের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে যে তুমি কেন সংশ্লিষ্ট ক্লাবে যোগ দিয়েছ। অবশ্যই আমার একটা ধারণা আছে। সেরা ফুটবলটা কীভাবে তুলে ধরতে হয় সেই রাস্তাটা আমি জানি। কিন্তু কখনো-কখনো নিজের ধারণার সঙ্গে দলের গঠন খাপ খায় না। ফলে তখন শুধুই ফুটবলীয় ধারণা দিয়ে সবটা করা যায় না। কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে আসতে হয়। সেক্ষেত্রে দেখার চোখটা জরুরি। ফুটবলাররা কেমন, দলের পরিস্থিতি, অবস্থান, ক্ষমতা, সবকিছু। আর কোচ হিসাবে তোমাকেই প্রথম মানিয়ে নিতে হবে। যেটা আমি করছি। একজন কোচকে চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে হয় পরিস্থিতি অনুযায়ী।

■ বিশেষ কোনও কোচের দর্শন অনুসরণ করেন?

অস্কার : অনেক কোচের। যখন ফুটবলারদের কাছ থেকে সেরাটা বার করে আনতে হয় তখন আমি উদাহরণ খোঁজার চেষ্টা করি। আমি স্প্যানিশ বলে লা লিগা আমার কাছে সেরা উদাহরণ তুলে ধরে। কী পদ্ধতিতে খেলাবে, খারাপ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে স্প্যানিশ ক্লাবগুলো কী করে, সেগুলো দেখি আর ভাবি। কোনও ফুটবলারের থেকে সেরাটা দরকার হলেও এটা করি। একজন কোচের নাম এক্ষেত্রে বলতে পারব না। পেপে বোরদালাস, জুরগেন ক্লপ, পেপ গুয়ার্দিওয়ালা কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফুটবল খেলতে হলে, শরীরী ফুটবলে হোসে মোরিনহো, উনাই এমেরি, লুইস এনরিকে, এরকম আরও কত আছেন ।

■ ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েই প্রথম কী মনে হয়েছিল?

অস্কার : দলে যোগ দেওয়ার আগেই আমার কাছে যাবতীয় তথ্য ছিল ইস্টবেঙ্গল সম্পর্কে। আইএসএলে ৬টা ম্যাচ খেলার পর আমি যোগ দিই। ফলে আমার দলটাকে নিয়ে বিশ্লেষণের সুযোগ ছিল। আমার ভিডিও অ্যানালিস্ট, টেকনিকাল কাজে সাহায্য করার জন্য লোক আছে। ওখান থেকেই আমার কাজটা শুরু হয়। এটা ছাড়াও আমি কথা বলে সবার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করি। ওইরকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা পারো ম্যাচটা খেলতে নামি। যে ম্যাচটায় আমরা কর্তৃত্ব নিয়ে খেলি। আমার ভাবনা ওখানে প্রথমবার কাজে লাগল। শক্তি ও দুর্বলতাগুলো বুঝলাম ও সেই অনুযায়ী কাজ শুরু করি।

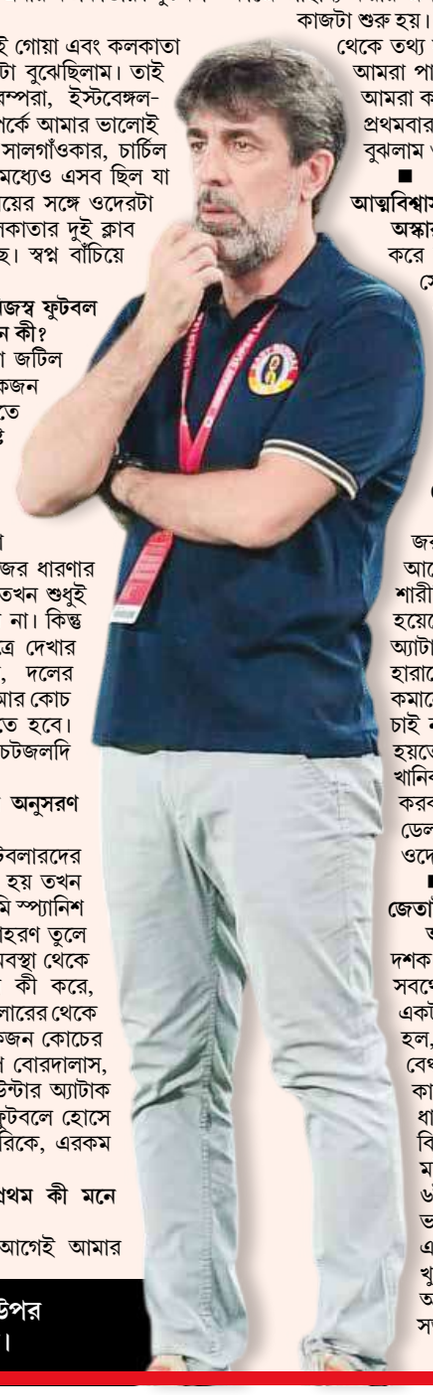

■ এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপই তাহলে আত্মবিশ্বাস ফেরাল?

অস্কার : অবশ্যই। পারোর বিরুদ্ধে প্রথমে গোল করে দুই গোল খেয়ে যাওয়া বোকামি ছিল। সেসময়ই আমি বুঝি ফাঁকটা কোথায়। এদেশে লম্বালম্বি এগোনো এবং সেট পিস কাজে লাগানোর উপর মূলত ফুটবল দাঁড়িয়ে আছে। সেভাবেই মানিয়ে নিয়ে এগোই।

■ আপনার আগেও স্প্যানিশ কোচই ছিলেন। আপনি এসে কি মানসিকতায় পরিবর্তন করলেন নাকি খেলার ধরনে?

অস্কার : কী পরিবর্তন করেছি থেকেও জরুরি দুজনেই কী করেছি সেটা নিয়ে আলোচনা করা। আমাকে ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোয় জোর দিতে হয়েছে। খেলার মধ্যে সংঘবদ্ধতা, কাউন্টার অ্যাটাকে চাপ বাড়ানো এবং বলের দখল না হারানো। আমাদের সঙ্গে ফুটবলারদের দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করছি। এর বেশি কিছু বলতে চাই না। কারণ অন্য কোচেদের ভাবনাচিন্তা হয়তো আলাদা। ও বার্সেলোনার মানুষ। খানিকটা কর্তৃত্ববান। তবু আমি ওর প্রশংসাই করব কারণ ও ক্লাবকে ট্রফি দিয়েছে। ডিমাস ডেলগাদোরও ফুটবল জ্ঞান অসম্ভব। হয়তো ওদের ভাবনাচিন্তাগুলো কাজে দেয়নি।

■ সমর্থকদের হৃদয় জিততে ডার্বি জেতাটা জরুরি এখানে। পারবেন?

অস্কার : আমি এটা জানি। গত কয়েক দশক ধরে সারা ভারতে এই ডার্বিটাই সবথেকে বড় ম্যাচ। এটা একটা ম্যাচ নয়, একটা ট্রফির মতো। তাছাড়া আর একটা হল, গত কয়েকবছরে এদেশের ফুটবলে বেঞ্চমার্ক হল মোহনবাগান ম্যাচ জেতা। কারণ ওরা বড় ক্লাব, দারুণ স্কোয়াড, ধারাবাহিকতা, ট্রফি....তাই চ্যালেঞ্জটা বিশাল। কিন্তু আমরা এখন ট্রফি জিততে মরিয়া। তাই ১১ জানুয়ারি ডার্বির আগের ৬টা ম্যাচে জিততে হবে আইএসএলে ভালো জায়গায় থাকতে। আশা করছি এবার ডার্বিতে অন্য গল্প হবে। সমর্থকরা খুশি হতে পারবেন। ঘরের মাঠে জেতার অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। তাহলেই সম্ভব উপরের দিকে এগোনো।

আক্রমণে বাড়তি নজর মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রক্ষণের দুর্বলতা ঢাকতে আক্রমণে জোর দিচ্ছেন বাগান কোচ হোসে মোলিনা। কার্ড সমস্যায় শুভাশিস ও আলবার্তো নেই। ফলে রক্ষণ নিয়ে চিন্তায় স্প্যানিশ কোচ। রবিবার নর্থইস্টের বিরুদ্ধে আক্রমণে তিন বিদেশিকে খেলাবেন তিনি।

চেন্নাই ম্যাচে নেই নুঙ্গা

আইএসএলের শুরুর দিকে আক্রমণে তিন বিদেশিকে একসঙ্গে খেলিয়েছিলেন মোলিনা। কিন্তু রক্ষণ জমাট না বাঁধায় বাধ্য হন দুই বিদেশি ডিফেন্ডারকে একসঙ্গে খেলাতে। গত ম্যাচে কার্ড দেখায় নর্থইস্ট ম্যাচে খেলতে পারবেন না আলবার্তো রড্রিগেজ। ফলে রক্ষণ নিয়ে চিন্তা থাকলেও আরও একবার আক্রমণে তিন বিদেশিকে একসঙ্গে খেলানোর সুযোগ পাচ্ছেন মোলিনা। সেক্ষেত্রে মরশুমে প্রথমবার জেমি ম্যাকলারেন ও জেসন কামিংসকে একসঙ্গে খেলানোর অপশন থাকছে বাগান কোচের হাতে।

চেন্নাইয়ান ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের ক্লেইটন সিলভা।

বুধবার অনুশীলনে আক্রমণে বাড়তি জোর দিলেন তিনি। শুরুতে ফিজিকাল ট্রেনিং করেন বাগান ফুটবলাররা। পরে দুই উইং দিয়ে আক্রমণ শানানোর সঙ্গে কাউন্টার অ্যাটাকে ওঠার দিকেও নজর ছিল মোলিনার। এদিন পুরো সময় অনুশীলন করেননি ডিফেন্ডার টম অ্যালড্রেড। তিনি অবশ্য নর্থইস্ট ম্যাচে খেলতে পারবেন। শনিবার মোহনবাগান গুয়াহাটির উদ্দেশে রওনা দেবে।

এদিকে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে পুরো সময় দেখা গেল স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপোকে। প্রথমের দিকে সাইডলাইনে থাকলেও পরের দিকে পুরোদমে অনুশীলন করেছেন তিনি। এদিন নন্দকুমারও পুরো সময় অনুশীলন করলেন। গত ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় চেন্নাই ম্যাচে খেলতে পারবেন না লালচুংনুঙ্গা। তাঁর পরিবর্তে প্রভাত লাকড়াকে খেলাতে পারেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। বাকি দল অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা বেশি।

জার্মান কাপ থেকে বিদায় বায়ার্নের

প্রথম লাল কার্ড ন্যুয়েরের

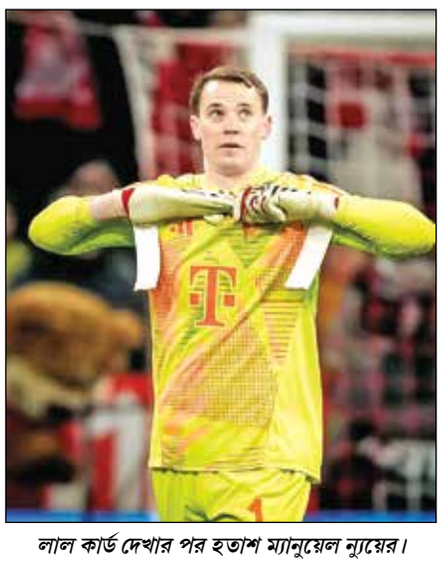

লাল কার্ড দেখার পর হতাশ ম্যানুয়েল ন্যুয়ের।

মিউনিখ, ৪ ডিসেম্বর : ঘরের মাঠে লেভারকুসেনের কাছে হেরে জার্মান কাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায় বায়ার্ন মিউনিখের। ১০ জনে খেলে ১-০ গোলে হার জার্মান জায়েন্টদের।

ম্যাচের শুরুতেই লাল কার্ড দেখে বিপত্তি ঘটান বায়ার্ন গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়ের। বক্সের বাইরে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে জেরেমি ফ্রিংপংকে ফাউল করে কার্ড দেখেন। ১৮ মিনিট থেকে ১০ জনে খেলতে হয় মিউনিখকে। কেরিয়ারে এই প্রথম লাল কার্ড দেখলেন ন্যুয়ের। বাকি সময় বায়ার্নের গোলের নীচে খেললেন ড্যানিয়াল পেরেতজ।

এদিকে, দশজন হয়ে যাওয়ায় ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। তার মাঝেও কিংসলে কোমান, লেওন গোরেৎজারা যদিও বা দুই-একটা সুযোগ পেলেন, তাও কাজে লাগাতে পারলেন না। উলটোদিকে, লেভারকুসেনের হয়ে ৬৯ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন নাথান টেলাস। এই জয়ের ফলে জার্মান কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল জাভি অলন্সোর দল। এদিকে, দলের হারের জন্য স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে দায়ী করলেন ন্যুয়ের। দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'লাল কার্ডটাই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দিল। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

রক্ষণে জোড়া বিদেশির ভাবনা চেরনিশভের

জামশেদপুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ছয় বিদেশিকে মাথায় রেখেই পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের ছক কষছেন আন্দ্রেই চেরনিশভ।

শুক্রবার দিল্লিতে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ সাদা-কালো ব্রিগেডের। বুধবার সকালে প্রস্তুতি সেরে বুধবারই রাজধানী শহরে পৌঁছেছেন অ্যালেক্সিস গোমেজ, কার্লোস ফ্রাঙ্কা, বিকাশ সিংরা। যদিও জামশেদপুর ম্যাচে মাথায় চোট পাওয়ায় কলকাতায় ফিরেছেন রক্ষণভাগের ফুটবলার গৌরব বোরা। তাই পাঞ্জাব ম্যাচে রক্ষণ জমাট করতে ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের ও জোসেফ আদজেইকে একইসঙ্গে খেলতে দেখার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ফ্র্যাঙ্কা ও সিজার লোবি মানঝোকির মধ্যে একজনকে বসতে হতে পারে।

এদিকে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচে মহমেডান কর্তাদের হসপিটালিটি বক্সের টিকিট দাবি করে সাধারণ সমর্থকদের সঙ্গে একই গ্যালারিতে বসতে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ক্লাব সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ রাজুর। পাশাপাশি জামশেদপুরের সমর্থকরা তাঁদের সঙ্গে এবং সাদা-কালো সমর্থকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছেন বলেও জানান মহমেডান সচিবের। তিনি বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য করে সাম্প্রদায়ীক স্লোগানও দেওয়া হয়েছে।' যদিও এফএসডিএলের তরফে জানানো হয়েছে মহমেডানের কর্তা থেকে তাদের বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তা, সকলকেই হসপিটালিটি বক্সের টিকিট দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা বসেছিলেনও সেই বক্সেই।

গোল না করেও বার্সার জয়ের নায়ক ইয়ামাল

জোড়া গোলের পর চেনা সেলিব্রেশন রাফিনহার।

মায়োরকা, ৪ ডিসেম্বর : লা লিগায় জয়ে ফিরল বার্সেলোনা। লামিনে ইয়ামাল শুরু থেকেই মাঠে নামলেন। নিজে গোল পেলেন না ঠিকই। তবুও মায়োরকার বিরুদ্ধে ৫-১ গোলে জয়ের নেপথ্য কারিগর তিনিই।

মঙ্গলবার ইয়ামাল ফিরলেও আরেক তারকা রবার্ট লেওয়ানডস্কিকে ছাড়াই দল সাজান বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। সেই জায়গায় খেলান ফেরান টোরেসকে। ১২ মিনিটে কাতালান জায়েন্টদের এগিয়ে দেন টোরেসই। ঘরের মাঠে মায়োরকা অবশ্য প্রথমার্ধেই সমতা ফেরায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই তাদের চেপে ধরে বার্সা। ৫৬ মিনিটে পেনাল্টি আদায় করে নেন ইয়ামাল। স্পটকিক থেকে লক্ষ্যভেদ করেন রাফিনহা। ৭৪ মিনিটে তৃতীয় গোলটিও করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ইয়ামালের মাপা পাস ধরে বল জালে জড়ান তিনি। মিনিট পাঁচেক পর ১৭ বছর বয়সি স্প্যানিশ তরুণের সাজিয়ে দেওয়া বলেই গোল করেন ফ্র্যাঙ্কি ডি জং। ৮৪ মিনিটে কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন পাও ভিক্টর।

গোল না পেলেও বার্সার এই জয়ের কৃতিত্ব ইয়ামালকেই দিচ্ছেন ফ্লিক। ম্যাচ শেষে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'ইয়ামাল দুর্দান্ত খেলেছে। ইতিবাচক আক্রমণ তৈরি করেছে। নিজেও গোল পেতে পারত।' পাশাপাশি বলেছেন, 'লেওয়ানডস্কির বিশ্রাম প্রয়োজন ছিল।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়িনী হলেন
পুনে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, পুনে - এর একজন বাসিন্দা মধুমতী হনমন্ত শুনালে - কে 06.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 90L 81906 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমার জীবনে ডিয়ার লটারির আগমন ঘটে আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে। আমি ডিয়ার লটারির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি এবং আমি মনস্থির করি ডিয়ার লটারির টিকিট ক্রয়ের মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার। এটি আমার জীবনে কার্যকরি প্রভাব ফেলেছে এবং আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হয়েছি। এমন একটি উপলক্ষের জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।